

গ্রীক নীতিদর্শনের প্রেক্ষিতে সুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

সুদর্শন দাস

নিবন্ধন ক্রম - A00PH1201017

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জী সিন্‌হা

দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২

২০২৫

Certified that the Thesis Entitled

“গ্রীক নীতিদর্শনের প্রেক্ষিতে সুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ” submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Atashee Chatterjee Sinha and that neither the thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Candidate:

Supervisor:

Dated:

Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জি সিন্হা মহাশয়ার প্রতি বিনম্র প্রণাম। তাঁর নিরন্তর সহচর্য, স্নেহ, আশীর্বাদ ও সযত্ন তত্ত্বাবধান ব্যতীত এই কাজ সমাপ্ত করা দুঃসহ ছিল। তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয় পাপিয়া গুপ্তা মহাশয়ার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর মূল্যবান সুপারামর্শ আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

আমি ঋণী সেই সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের প্রতি, যাঁদের জ্ঞানরসে সিঞ্চিত হয়ে আমার চিন্তাভাবনার পরিসরের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই গবেষণার কাজে আমার পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক যাবতীয় সমস্যাকে দূরে সরিয়ে, আমার কাজের গतिकে অব্যাহত রাখার বিষয়ে আমার মা-বাবার অবদান অপরিসীম। তাঁদের নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ ছাড়া এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হত না। সবশেষে আমার বন্ধুরা, যাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতা আমার কাজকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেছে, তাদের সকলকে আমার হার্দিক শুভকামনা ও অভিনন্দন।

কলকাতা, ২০২৫

সুদর্শন দাস

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১ - ৮
প্রথম অধ্যায়	৯ - ২৯
অ্যারিস্টিপাস অনুসরণে সুখ ও শুভ জীবন	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩০ - ৬৮
প্লেটোর সুখ বিষয়ক ভাবনা ও তার দার্শনিক বিশ্লেষণ	
তৃতীয় অধ্যায়	৬৯ - ১০৪
অ্যারিস্টটলের <i>নিকোমেকিয়ান এথিক্স</i> অবলম্বনে ইউডিমোনিয়া'র স্বরূপ ব্যাখ্যা	
চতুর্থ অধ্যায়	১০৫ - ১২৮
সুখ ও সুখবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এপিকিউরাস	
উপসংহার	১২৯ - ১৫২
গ্রন্থপঞ্জি	১৫৩ - ১৫৮

ভূমিকা

মানুষ মাত্রই কোনও না কোনও অর্থে সুখ পেতে চায়- একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সুখ লাভের ক্ষেত্রে মানুষ যে সকল উপায় অবলম্বন করে, তা নিয়ে দার্শনিক মহলে মতবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণা সন্দর্ভে আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ। এই কাজের জন্য পরিধিরূপে গ্রীক নীতিদর্শনকে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা পরিসরকে চার জন বিশিষ্ট সুখবাদী গ্রীক দার্শনিকের ভাবনার মধ্যে সীমায়িত রাখা হয়েছে। সেই চার জন দার্শনিক যথাক্রমে অ্যারিস্টিপাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও এপিকিউরাস।

এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি: গ্রীক নীতি দর্শনের আঙ্গিকে সুখ বিষয়ক মতবাদগুলির নৈতিক তাৎপর্য কি তা দেখা এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করাই হল এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য।

গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ এবং বিচারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন মূলত তিনটি: ১) গ্রীক নীতি দর্শনের প্রেক্ষিতে সুখের স্বরূপ কি? ২) সুখ এবং সদগুণের মধ্যে সম্বন্ধ কি? ৩) বর্তমান সমাজ ও নৈতিকতার আঙ্গিকে গ্রীক নীতিদর্শনের সুখ বিষয়ক মতবাদগুলির প্রাসঙ্গিকতা কি?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গবেষণা সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গ্রীক নীতিবিদ অ্যারিস্টিপাস অনুসরণে সুখ ও শুভ জীবন বিষয়ে বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। অ্যারিস্টিপাস (c. 435–356 B.C.E.) ছিলেন একজন গ্রীক সুখবাদী দার্শনিক। তিনি সাইরেনাইক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেসকল ব্যক্তিগণ

অ্যারিস্টিপাসের জীবনশৈলী অনুসরণ করতেন তাদেরকে সাইরেনাইক নামে অভিহিত করা হত। সুখী জীবন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনুগামীদের নান উপদেশ দিতেন এবং তা জীবনে মেনে চলার কথা বলতেন। সাইরেনাইক মতে একমাত্র শুভ হল ইতিবাচক সুখ এবং একমাত্র অশুভ হল ব্যথা বেদনা দুঃখ। সুখ হল ‘smooth motion’ আর ব্যথা-বেদনা হল ‘rough motion’। অ্যারিস্টিপাস ও তাঁর অনুগামীগণ সুখ ও ব্যথা-বেদনাকে আত্মার ‘motion’ রূপে বর্ণনা করেছেন। দৈহিক সুখ এবং ব্যথা-বেদনাকে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। অতীত সুখস্মৃতি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ভবিষ্যতে সুখ অনুভবের আশাও তাঁরা করতেন না। তাঁরা মনে করতেন অতীত সুখ বিগত বলেই বর্তমানে তার অস্তিত্ব নেই এবং ভবিষ্যৎ সুখ অনাগত বলে সে বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত। কেবলমাত্র বর্তমান সুখ হল ব্যক্তির মনোযোগ ও অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অবশ্যই সুখের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন, কিন্তু যিনি সুখের দ্বারা চালিত হন তিনি সুখের দাস হয়ে পড়বেন এবং পীড়া/বেদনার সম্মুখীন হবেন।

সাইরেনাইক বলেন আমরা স্বভাবতই সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকি। সুখ আমাদের সন্তোষ প্রদান করে তা জানার জন্য অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তাই তা স্বতঃপ্রমাণ। সুখ আমরা কামনা করে থাকি সুখ অনুভবের জন্যই, অন্য কোনো বিষয় প্রাপ্তির জন্য নয়; এই অর্থে সুখ হল স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের মতে কোনও সুখই প্রকৃতিগতভাবে মন্দ বা অশুভ নয়। সুখের উৎস যেমনই হোক না কেন সকল রকম সুখ-ই শুভ বা মঙ্গলজনক।

সাইরেনাইক বলেন আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা, আবেগ-অনুভূতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারি কিন্তু বাহ্যবস্তু বিষয়ে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি না। তাঁরা বলেন অভিজ্ঞতা-ই

হল আমাদের জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড। ইন্ডিয়ানুভূতির অতিরিক্ত যা কিছু, সেসকল বিষয়ের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্লেটোর (427—347 B.C.E.) তিনটি সংলাপ — *প্রোটাগোরাস*, *রিপাবলিক* এবং *ফিলেবাস* – অনুস্মরণে তাঁর সুখ বিষয়ক ভাবনাগুলি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। *প্রোটাগোরাস* সংলাপে প্লেটো বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সকল সুখদায়ক বিষয় শুভ নয় আবার সকল বেদনাদায়ক বিষয় মন্দ নয়। যেসকল সুখ বা সুখদায়ক বিষয় ভবিষ্যতে দুঃখের কারণ হয়, তা কখনোই শুভ নয়, আবার যেসকল সাময়িক ব্যথা-বেদনা ভবিষ্যতে সুখ নিশ্চিত করে শুভ জীবন প্রদান করে, তা কখনোই অশুভ নয়। তিনি ব্যক্তির নির্বাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তির নির্বাচন যদি সঠিক না হয়, ব্যক্তি যদি ক্ষণিক সুখের আশায় ভুল পথ নির্বাচন করেন, তবে তার পক্ষে ভালো থাকা সম্ভব নয়। কোনটি দীর্ঘস্থায়ী সুখ আর কোনটি ক্ষণস্থায়ী সুখ তা বোঝার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। জীবনে সুখ-দুঃখের ভারসাম্য বজায় রেখে চলার জন্য মাত্রাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন।

তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থের বুক-৯ এ প্লেটো ন্যায় সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুখ বিষয়ক আলোচনাও করেছেন। একদিকে যেমন আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য, অন্যদিকে কিভাবে সুখী জীবন যাপন সম্ভব হয় সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্লেটো তিন প্রকার সুখ-এর উল্লেখ করে ব্যক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন যথা- জ্ঞান অনুরাগী, সম্মান আকাঙ্ক্ষী ও অর্থপ্রেমী। আর এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানানুরাগী শ্রেণী অর্থাৎ দার্শনিকেরই প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যের উপলব্ধি হয়ে থাকে বলে তিনি

দাবী করেন। সুখী ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারণের জন্য তিনি কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন আর সেক্ষেত্রে তিনি স্বৈরাচারী ব্যক্তির সঙ্গে দার্শনিক ব্যক্তির তুলনা করে দার্শনিক ব্যক্তিকেই প্রকৃত জ্ঞানী ও সুখী ব্যক্তি রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন স্বৈরাচারী ব্যক্তি বা শাসকের পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ, সাহস এবং স্বাধীনতা থাকলেও তিনি প্রকৃত সুখী নন। কারণ তিনি তার কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। একমাত্র দার্শনিকই প্রকৃত সুখ এবং আপাত সুখের মধ্যে ভেদ বুঝতে সক্ষম।

প্লেটো আত্মার তিনটি অংশ বা উপাদানের উল্লেখ করেছেন- যে তিনটি অংশ আবার তিন প্রকার সুখের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম অংশটি যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তৃতীয়টি সাধারণ পরিভাষায় প্রবৃত্তি, যা আমাদের খাদ্য গ্রহণ, জৈবিক চাহিদা, কামনা-বাসনার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই তিন অংশের মধ্যে আত্মার বৌদ্ধিক অংশের সুখানুভবকেই সর্বোচ্চ সুখানুভব বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেই প্লেটো প্রকৃত সুখী ব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। যিনি নিজেই নিজের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম, অর্থাৎ যিনি আত্মসংযমী তিনি সর্বোচ্চ সুখী ব্যক্তি। অন্যদিকে বিচার-বুদ্ধিহীন অনৈতিক ব্যক্তি হলেন সর্বোচ্চ মন্দ ও অবজ্ঞেয় ব্যক্তি।

ফিলেবাস প্লেটোর অন্তিম জীবনকালের রচনা বলা যায়। এই গ্রন্থে তিনি মূলত ব্যক্তি জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেবলমাত্র সুখলাভ করাই কি মানুষের উদ্দেশ্য, না-কি জ্ঞানলাভ বা অন্য কিছু ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত - সে বিষয়ে সক্রেটিস ও তাঁর সংলাপ সহযোগী প্রোটোরকাস এবং প্রতিপক্ষ রূপে ফিলেবাস-এর মতামত

উত্থাপন করা হয়েছে। ফিলেবাসের মতে সুখ হল সমস্ত প্রাণীর কাছে শুভ বা মঙ্গলজনক বিষয়। তাই অন্যান্য প্রাণীদের মতো আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখে বা আনন্দে জীবনযাপন করা এবং সুখ লাভে সহায়তাকারী বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা। অন্যদিকে সক্রোটস মনে করেন জ্ঞানলাভ তথা আমাদের বৌদ্ধিক বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার সহকারী কার্যকলাপকে সুখলাভের তুলনায় অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। প্লেটো সুখ-কে (pleasure) বিচ্ছিন্নরূপে শুভ (good) বা শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা করেননি। তিনি মনে করেন কেবল সুখ অথবা কেবল বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কখনোই শুভ জীবনলাভ সম্ভব নয়, বরং এই দুইয়ের ভারসাম্যময় জীবন অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি যুক্ত সুখের জীবনই আমাদের কাম্য হতে পারে।

শুভ জীবনের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ সুখ ও যথার্থ জ্ঞান-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এদের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তবে এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, আত্ম-সংযম ও বিভিন্ন সদগুণাবলীর সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন বিচারবুদ্ধি যুক্ত সুখের জীবনে শুভত্বের প্রকাশ তিন প্রকারে হয়ে থাকে, সৌন্দর্য, সুসমতা এবং সত্যতা, আর এরা প্রত্যেকেই সুখের তুলনায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল (384 B.C.E. —322 B.C.E.)- এর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* অবলম্বনে ‘*eudaimonia*’র স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের চিন্তা/মনন ও কাজের পরম লক্ষ্য বলতে *eudaimonia*-র উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ সুখী অথবা ঋদ্ধ হওয়া। ইউডেমোনিয়ার অবস্থা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ এবং সব থেকে ইতিবাচক অবস্থা। সমগ্র মানবতা কর্মতৎপরতার সঙ্গে এই অবস্থাকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে

এবং একে প্রাপ্ত হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। সাধারণ অর্থে যা তৃপ্তি বা সুখ তার থেকে এই অবস্থা ভিন্ন। সদগুণ হল প্রকৃত সুখ লাভের আবশ্যিক কারণ। এই সদগুণ অর্জন করবার জন্য "আমার কি করা উচিত?" এই প্রশ্ন না করে "আমার কি হওয়া/কেমন হয়ে ওঠা উচিত?" এই প্রশ্ন করা প্রয়োজন। যিনি সম্পূর্ণ সদগুণের অধিকারী হয়ে ওঠেন তিনি ইউডেমোনিয়া প্রাপ্ত হন ও প্রকৃত সুখ লাভ করেন।

এই আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য তিনি সদগুণের উল্লেখ করেছেন। সদগুণ দু-প্রকার- বৌদ্ধিক ও নৈতিক। নৈতিক সদগুণ একটি চারিত্রিক অবস্থা যা ব্যক্তির পছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে দুটি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা সন্ধান করে তা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মাত্রা বা সম-এর অবস্থাটি ভিন্ন এবং তা ব্যক্তিকেই বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সামর্থ্য, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা অনুসারে এই মান নির্ধারণ করবেন। সঠিক সময়ে, সঠিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে, সঠিক পথে এই পরিমিত মানটি অনুভব করাই আসলে সদগুণ-এর বৈশিষ্ট্য।

অ্যারিস্টটল-এর মতে সুখ একটি পরিপূর্ণ বিষয়। কর্ম ছাড়া সুখের উদ্বেক ঘটে না। আর প্রতিটি কর্ম পরিপূর্ণ হয় সেই অনুসঙ্গী সুখের দ্বারা। কর্মের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। প্রতিটি কর্মের সঙ্গে যথোপযুক্ত সুখ যুক্ত আছে। যথোপযুক্ত ভালো কর্মের সঙ্গে যে সুখ সেটা শুভ আর অযোগ্য বা মূল্যহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে সুখ সেটা অশুভ। চিন্তা বা মনন বিষয়ক সুখ এগুলি তুলনায় উচ্চতর বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি বলেন যিনি সদগুণী ব্যক্তি এবং প্রজ্ঞাবান তিনি যে বিষয়কে সুখদায়ক বলে মনে করবেন সেটাই আসলে শুভ।

মানুষের ক্ষেত্রে যুক্তি বা প্রজ্ঞা অনুসারী জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সুখদায়ক বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। মানুষকে মানুষ রূপে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত জীবনই হল সর্বোচ্চ সুখী বা আনন্দময় জীবন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এপিকিউরাসের সুখ বিষয়ক ধারণার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। এপিকিউরাস (341-270 B.C.) ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক। সুখী জীবন কি উপায়ে লাভ করা সম্ভব, সে বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিকগণের মতো তিনিও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। এপিকিউরাসের নিজের লেখা গ্রন্থ তেমন ভাবে পাওয়া না গেলেও বিশেষ কিছু গ্রন্থ যেমন— Diogenes Laertius-এর *Lives of Eminent Philosophers*, *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*, Cicero-এর *On Moral Ends* প্রভৃতিতে তাঁর দর্শনের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। এপিকিউরাস-এর শিক্ষা হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য এক প্রকার প্রশান্তি/স্থিরতা, ভয় থেকে মুক্তি এবং দৈহিক ও মানসিক ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি/রেহাই। এই লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রার জন্য তিনি সকলকে তপস্বীর ন্যায় জীবন নির্বাহ করতে বলেন, সদাশয় বন্ধুত্ব করতে বলেন এবং রাজনীতি এড়িয়ে চলার উপদেশ দেন।

এপিকিউরাস দৈহিক ও মানসিক ব্যথা-বেদনামুক্ত অবস্থাকে ব্যক্তির সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা রূপে গণ্য করেছেন। তিনি দু-প্রকার সুখের উল্লেখ করেছেন— *katastematic pleasure* এবং *kinetic pleasure*। দৈহিক ও মানসিক ব্যথা-বেদনামুক্ত অবস্থা হল *katastematic pleasure*। আর ব্যক্তির কামনা-বাসনা পরিপূরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হল *kinetic pleasure*।

তিনি মানুষের কামনা-বাসনাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- ১) প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যিক ২) প্রাকৃতিক কিন্তু (অত্যাবশ্যিক নয়) অনাবশ্যিক ৩) অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যিক। প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যিক কামনাগুলি পূরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির সুখী জীবন লাভ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে ব্যক্তির এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি পরিপূরণ আদৌ অসাধ্য বিষয় নয়।

জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন যা-চারটি নীতি/মন্ত্র নামে খ্যাত। যথা- ‘ঈশ্বরকে ভয় না পাওয়া’, ‘মৃত্যু সম্বন্ধে অযথা চিন্তা না করা’, ‘জীবনে শুভ বস্তু বা বিষয় লাভ করা সহজ’, ‘ভয়ানক/ভীতিজনক বিষয়গুলি সহ্য করা সহজ’। যদি এই চারটি নীতি অনুসরণে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় তাহলে ব্যক্তি প্রশান্তির অবস্থা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

এপিকিউরাসের মতে সুখী জীবন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সদগুণকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সদগুণ (virtue) এবং সুখ পরস্পর সম্পর্কিত। তাই উভয়ের অবিচ্ছেদ্যতার মাধ্যমেই সুখী জীবন লাভ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

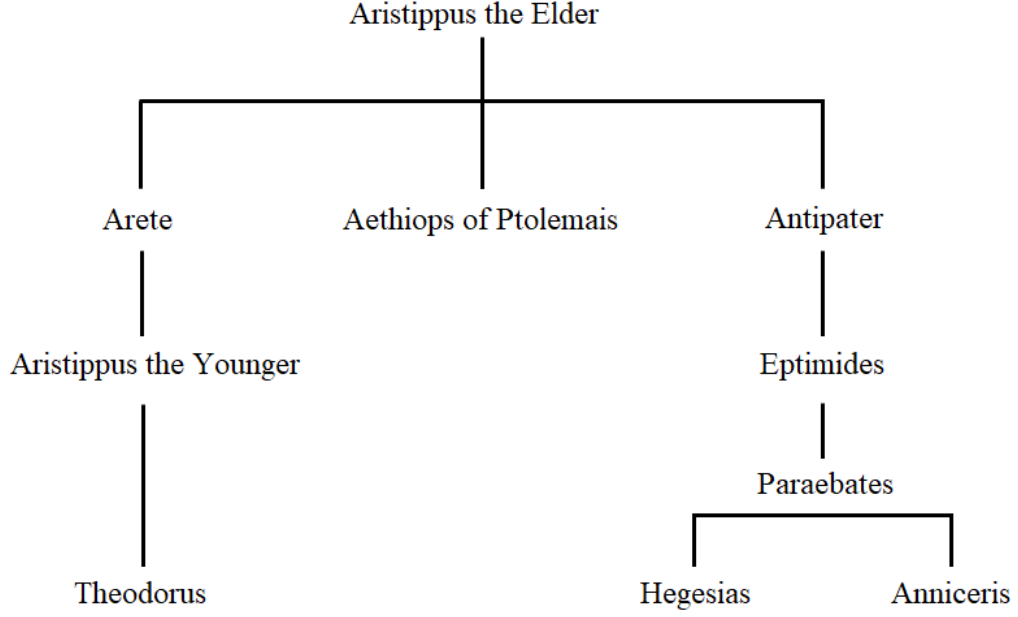
শেষ অধ্যায়ে (সিদ্ধান্ত) অ্যারিস্টিপাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং এপিকিউরাস – এই বিশিষ্ট চারজন দার্শনিকের সুখ সম্বন্ধীয় মতগুলির ভিত্তিতে তাঁদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণপূর্বক এক প্রকার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর এই মতগুলির দার্শনিক মূল্যায়ন এবং বর্তমানকালে মানুষের জীবনে এই প্রকার সিদ্ধান্তগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

অ্যারিস্টিপাস অনুসরণে সুখ ও শুভ জীবন

প্রাচীন গ্রীক শহর সাইরেন (Cyrene)-এর অ্যারিস্টিপাস (c. 435—356 B.C.E.) ছিলেন একজন সুখবাদী দার্শনিক। তিনি সাইরেন-এর এক সমৃদ্ধশালী ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরিণত বয়সের শুরুতেই তিনি তাঁর স্থানীয় শহর ত্যাগ করে এথেন্সে বসবাস শুরু করেন। আর সেখানেই তিনি সক্রোটিসের শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং সক্রোটিক সংঘের সদস্য হন। গবেষকদের মতে অ্যারিস্টিপাস এথেন্সে এসে সক্রোটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন আনুমানিক 416 BCE এর কাছাকাছি সময়ে। পরবর্তীতে তিনি সাইরেনাইক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী তিনিই ছিলেন। পরম্পরা অনুসারে পরবর্তীতে তার কন্যা অ্যারিত (Arete) এবং তার পৌত্র কনিষ্ঠ অ্যারিস্টিপাস বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অনেকে বলে থাকেন পৌত্রের সময়কালে সাইরেনাইক মতবাদের সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটে। যেসকল ব্যক্তিগণ অ্যারিস্টিপাসের জীবন শৈলী অনুসরণ করতেন তাদেরকে সাইরেনাইক নামে অভিহিত করা হত। হেগেসিয়াস (Hegesias), অ্যানিসেরিস (Anniceris), থেওডোরাস (Theodorus) এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু অনুগামী ছিল তাদেরকে হেগেসিয়াসেস, অ্যানিসেরিয়ানস এবং থেওডোরেয়াস নামে আখ্যায়িত করা হত। সাইরেনাইক পরম্পরা অনুসারে যেসকল ব্যক্তিগণ বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন তার একটি চিত্র নীচে দেওয়া হল^১-

^১ Zilioli, Ugo. *The Cyrenaics*. Routledge, 2014, p. 45.



সক্রেটিস-এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন অ্যারিস্টিপাস এবং তিনি এক প্রকার নৈতিক সুখবাদ প্রচার করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে (মানুষের) **জীবনের লক্ষ্য** হওয়া উচিত সুখ অন্বেষণ করা এবং এর জন্য আবশ্যিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, প্রতিকূলতা এবং সমৃদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা।

অ্যারিস্টিপাস ছিলেন একজন কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে সুখ ও বিলাসিতার অনুরাগী ছিলেন, অপরদিকে সফল বক্তা রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জানা যায় তিনি অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদান করতেন বলে সক্রেটিস তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন ছাত্রদের থেকে তিনি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন কিন্তু তা নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, বরং তাদেরকে এটা বোঝানোর জন্য যে কি উদ্দেশ্যে এবং কোন

কোন প্রয়োজনে তাদের অর্থ ব্যয় করা উচিত।^২ অ্যারিস্টিপিয়ান সাইরেনাইক দর্শনের লক্ষ্য ছিল তাঁর অনুগামীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিচারহীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যাতে তারা অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সমূলে দমন করে সুখী জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন চিন্তাবিদ এ প্রসঙ্গে বলে থাকেন অ্যারিস্টিপাস জ্যেষ্ঠ জনসমক্ষে ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তথাপি আনন্দ (happiness)-এর সারমর্ম বিশেষ বিশেষ সুখের মধ্যে নিহিত তা উল্লেখ করেছেন। তিনি সকল আলোচনায় সুখ সম্বন্ধেই কথা বলতেন এবং তার অনুগামীদের এটা ভাবে সাহায্য করতেন যে সুখে বা আনন্দে জীবন যাপন করাই হল মানব জীবনের লক্ষ্য।^৩ অন্যদিকে অ্যারিস্টিপাস কনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছেন। সুখে জীবন-যাপন করার সঙ্গে ‘smooth motion’ লাভ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তিনি রূপকের সাহায্যে তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন- একটি সমুদ্রের ঝড়ের মতো, যেখানে আমরা ব্যথা বেদনা অনুভব করি; অন্যটি হল অনুকূল বা আরামদায়ক মৃদুমন্দ বাতাস, যেক্ষেত্রে আমরা সুখ অনুভব করি; আর তৃতীয় অবস্থা হল একটি মধ্যবর্তী অবস্থা - শান্ত বা নিস্তব্ধ সমুদ্রের মতো, যেখানে আমরা সুখ বা ব্যথা-বেদনা কোনোটিই অনুভব করি না।^৪

সাইরেনাইক মনে করেন সুখ হল সর্বোচ্চ শুভ বা উৎকৃষ্ট বিষয় তাই সুখ অনুভব করাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। দৈহিক সুখ এবং ব্যথা-বেদনাকে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব

^২ Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, P. 70.

^৩ Zilioli, Ugo. *The Cyrenaics*. Routledge, 2014, p. 27.

^৪ Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, p. 36.

সহকারে বিবেচনা করতেন, কারণ সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবন্ত অনুভূতি। অতীত সুখস্মৃতি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ভবিষ্যতে সুখ অনুভবের আশাও তাঁরা করতেন না। অতীত বিগত বলেই বর্তমানে আর অস্তিত্বশীল নয় এবং ভবিষ্যৎ অনাগত বলে সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত। এই কারণে মানব জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বর্তমান সময়ে বিশেষ সুখ অনুভব করা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সুখের সমষ্টি থেকে উৎপন্ন হয় এমন আনন্দ লাভ করা তাদের লক্ষ্য নয়। এক অর্থে সাইরেনাইকদের সুখবাদী-ও বলা হত কারণ তারা আশু বা বিলম্বহীন সুখ অন্বেষণকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন।

সাইরেনাইকদের এমন মতবাদের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে- বর্তমান আমাদের কাছে সব থেকে মূল্যবান, কারণ আমরা বর্তমানে অস্তিত্বশীল এবং তা পরিবর্তন করতে অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করতে পারি যদি তার সুযোগ থাকে। কিন্তু অতীত-এর ক্ষেত্রে এমন সুযোগ থাকে না। অতীত-এর গুরুত্ব এটাই যে আমরা অতীত থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আর ভবিষ্যৎ হল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা অজানা বা অনিশ্চিত। সে কারণে অতীত স্মৃতি দ্বারা চিন্তা ও কর্মকে রুদ্ধ না করে রেখে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে নিয়ে অযথা না ভেবে বর্তমান কালে মনোযোগ দিলে ব্যক্তির সর্বস্তরের উন্নতি লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

সাইরেনাইক আনন্দ (happiness) ও সুখের (pleasure) মধ্যে পার্থক্য করে বলেন- জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ সুখ অনুসন্ধান করে। বিশেষ সুখ আমরা নির্বাচন করে থাকি আমাদের নিজস্ব লক্ষ্য রূপে, কিন্তু আনন্দকে নির্বাচন করা হয় না বরং আনন্দের ভিত্তিভূমি হল সকল বিশেষ সুখ। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সুখ সমষ্টির যোগফল হল আনন্দ।

আর সেক্ষেত্রে অতীত-এর প্রাপ্ত সুখ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুখ আনন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রাচীন গ্রীক ব্যাকরণবিদ এথেনিয়াস (Athenaeus)-এর মতে সাইরেনাইক বর্তমান সময়ের বিশেষ সুখ অনুভব করাকেই জীবনের লক্ষ্য রূপে গণ্য করেছেন। তবে অতীত বা ভবিষ্যত সুখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। তারা বলেন বর্তমান সুখের সঙ্গে এগুলি একত্র করে আমরা আনন্দে পৌঁছতে পারি।^৫ আনন্দ বলতে সাইরেনাইক মনে করেন সম্পূর্ণ ব্যথা-বেদনা মুক্ত অবস্থা, যা বাস্তবে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই তাঁরা আনন্দের প্রতি অতটা মনোযোগী নন। তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল বর্তমান সময়ে বিশেষ সুখ লাভ করা।

বিশিষ্ট রোমান দার্শনিক সেনেকা (Seneca) ও গ্রীক দার্শনিক সেক্সটাস এমপিরিকাস (Sextus Empiricus) বলেন সাইরেনাইক তাদের দর্শনকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন- কি এড়িয়ে চলা উচিত, কি অন্বেষণ করা উচিত, আবেগ-অনুভূতি, কার্য-কারণ এবং প্রমাণাদি।^৬

সাইরেনাইক তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণার মাধ্যমে সুখবাদী তত্ত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা, আবেগ-অনুভূতি, সংবেদন জানতে পারি কিন্তু বাহ্যবস্তু বিষয়ে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি না। অর্থাৎ বিষয়টি কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে তার উৎপত্তি হয়েছে- সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। অনুভব

^৫ Zilioli, Ugo. *The Cyrenaics*. Routledge, 2014, p. 156.

^৬ Barclay, William. "Hellenistic Thought in New Testament Times." *Expository Times*, Sage Publishing, 1960, p. 29. <https://doi.org/10.1177/001452466007200106>.

আমাদের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন ঘটায় তা আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু কোনো বাহ্য বস্তুর পরিবর্তন কিভাবে হয়? সেই পরিবর্তনের কারণ কি? সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারি না। তারা বলেন আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার কারণে নয় বরং বস্তুর প্রকৃতি-ই এমন যে কারণে আমরা তা জানতে সক্ষম হই না। সাইরেনাইক বলেন অভিজ্ঞতাই হল আমাদের জ্ঞানের একমাত্র মানদণ্ড। কেননা অভিজ্ঞতাই শুধুমাত্র আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বিষয়। যে বাহ্য বস্তুগুলির অভিজ্ঞতা আমরা পাই সেগুলি আমাদের বোধগম্য নয়, কারণ সেগুলি আমরা ধরা-ছোঁয়াতে পাই না।^১ তাঁরা বলেন যখন আমরা কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের সেই বস্তুটি বিষয়ে সাদাত্ব বা মিষ্টত্ব এমন কিছু সংবেদন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি সাদা বা মিষ্টি সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। অর্থাৎ বাহ্য বস্তু বিষয়ে বা তার জ্ঞান বিষয়ে এঁরা সংশয়বাদী। তাঁরা বলেন আমাদের কাছে বোধগম্য বিষয় সেগুলিই যেগুলি আমরা অন্তরে অনুভব করতে পারি, যেমন সুখ বা ব্যথা-বেদনা।

সাইরেনাইক আমাদের পূর্বকালীন জ্ঞান স্মরণ করে বলেন আমরা স্বাভাবিক এবং প্রবৃত্তিগতভাবেই সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকি। সুখ আমাদের সন্তোষ প্রদান করে তা জানার জন্য অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না তাই তা স্বতঃপ্রমাণ। সুখ আমরা কামনা করে থাকি সুখ অনুভবের জন্যই, অন্য কোনো বিষয় প্রাপ্তির জন্য নয়; তাই সুখ হল স্বতঃসিদ্ধ।

^১ Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, p. 37.

অন্যদিকে ব্যথা-বেদনা যে অপ্রীতিকর তা জানার জন্য অন্যকোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

গ্রীক দার্শনিক সেক্সতাস এম্পিরিকাস (Sextus Empiricus) তাঁর *Against the Logicians* গ্রন্থে সাইরেনাইক মতাদর্শ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। পাভুরোগাক্রান্ত (jaundice) ব্যক্তি সবকিছুই হলুদ রঙের দেখে। চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ-ওঠা ব্যক্তি (ophthalmia) সবকিছুই লাল রঙের দেখে। যদি আমরা আমাদের চোখের পাশের দিকে হাত দিয়ে চেপে রাখি, একই বস্তুকে দুটি দেখার দৃষ্টিভ্রম হয়ে থাকে। একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি হয়তো কোনো বস্তুকে দ্বিগুণ করে দেখে। তবে এটা সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা সত্ত্বেও আমরা বস্তুকে কিছু সাধারণ নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু বাস্তবে সেই নামের অর্থ যেমন আমাদের অজানা, তেমনই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ-ও আমাদের অজানা।^৮ আমরা সেই সকল সংবেদন সম্পর্কে অবগত হই যেগুলি আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যের সংবেদন বিষয়ে তেমন কিছুই জানতে পারি না। সার্বিক বা সাধারণ অনুভূতি বলে কোনো বিষয় নেই। ব্যক্তি কেবল তার নিজের সংবেদন সম্পর্কেই অবগত হতে পারে, তার থেকে বেশি কিছু নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবেই ব্যক্তি অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা ব্যক্তি সংবেদনকেই সমস্ত জ্ঞানের মানদণ্ড রূপে বিবেচনা করে থাকে।

সাইরেনাইক বলেন অনুভূতির কারণে আমাদের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে থাকে।

অ্যারিস্টিপাস ও তাঁর অনুগামীগণ সুখ ও ব্যথা-বেদনাকে আত্মার ‘motion’ রূপে বর্ণনা

^৮ Barclay, William. “Hellenistic Thought in New Testament Times.” *Expository Times*, Sage Publishing, Oct. 1960, p. 29. <https://doi.org/10.1177/001452466007200106>.

করেছেন। সুখ হল ‘smooth motion’ আর ব্যথা-বেদনা হল ‘rough motion’। যখন অনুভূতি খুব সামান্য পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে সুখ বা ব্যথা-বেদনা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে - তিনি সেই অবস্থাকে বিশ্রাম বা স্থির অবস্থা (state of repose) রূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই বিশ্রাম বা স্থির অবস্থা কখনোই সুখ নয়। এটি নিদ্রাবস্থার থেকে উত্তম কোনো অবস্থা নয় এবং এক্ষেত্রে কোনো সুখ অনুভূত হয় না। সাইরেনাইক ব্যথা-বেদনা মুক্ত অবস্থাকেও সুখ রূপে গণ্য করেন না। তাদের মতে সুখ একটি সক্রিয় বিষয়। যখন আমরা সুখ অনুভব করি তা আমাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটায়, সুখ হল প্রত্যক্ষযোগ্য সক্রিয় বিষয়। সাইরেনাইক আরো বলেন, সুখ লাভের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই হিংসা, দ্বেষ, কুসংস্কার, ভয় ইত্যাদি অনুভব করেন না কারণ এই বিশ্বাসগুলি শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তিনি ভয় এবং ব্যথা-বেদনা অনুভব করেন কারণ সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই অনুভবে এসে থাকে।

সাইরেনাইক তত্ত্ব গঠনের যথাযথ মানদণ্ড না থাকার কারণে অনেকে এই মতবাদকে অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করে থাকেন। যদি কেবল ব্যক্তি সংবেদন বা অনুভূতিকে সকলকিছুর মাপকাঠি রূপে গণ্য করা হয় তবে সেক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা অনেক অংশেই কমে যায়।

সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে সাইরেনাইক ভাবনা তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা দু'রকম সক্রিয় অবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন- সুখ এবং ব্যথা-বেদনা। সুখ হল ‘smooth

motion’ আর ব্যথা-বেদনা হল ‘rough motion’।^৯ একটি সুখ অন্য একটি সুখ থেকে বিসদৃশ বা ভিন্ন এমন ভাবার কোনো ভিত্তি নেই, আবার বিশেষ কোনো একটি বিষয় থেকে অধিক সুখ অনুভব করা যাবে এমন দাবিও সঙ্গত নয়। অর্থাৎ যে সকল বিষয় থেকে আমরা সুখ অনুভব করে থাকি তাদের মধ্যে কোনো একটি বিষয় অন্যটির তুলনায় অধিক সুখ প্রদান করে থাকে এমন নিয়ম নেই। সমস্ত প্রাণীর কাছে সুখ গ্রহণযোগ্য আর ব্যথা বেদনা হয় বলে বোধ হয়। তবে দৈহিক সুখ অনুভব করাই সাইরেনাইকগণের মূল লক্ষ্য। ব্যথা-বেদনা নিরসনের ফলে বা কোনো প্রকার অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেলে যে প্রশান্তি অনুভব হয়- তা ব্যক্তির লক্ষ্য রূপে গণ্য হয়নি। সাইরেনাইক দাবি করেন তাদের মূল লক্ষ্য আনন্দ উপভোগ নয়, বরং বিশেষ কোনো প্রকার সুখ অনুভব করা। তাঁরা দাবী করেন সুখ লাভ করা যে আমাদের সকলের লক্ষ্য তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন ভাবে পেয়ে থাকি। যেমন আমরা আমাদের শৈশবকাল থেকেই প্রবৃত্তিগতভাবে সুখ অনুভবের চেষ্টা করে থাকি। আর যখন তা আমাদের প্রাপ্ত হয় তখন আর অন্য কোনো কিছুই সন্ধান করি না। অন্যদিকে, আমরা ব্যথা-বেদনা থেকে এতটাই দূরে থাকতে চাই তেমনটা আমরা আর অন্য কোনো কিছুই ক্ষেত্রে করি না। সুখ আমরা যেভাবেই অনুভব করে থাকি না কেন তা উৎকৃষ্ট (good), তা যদি কোন নীতি বিরুদ্ধ বা লজ্জাজনক কর্ম থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবুও তা উৎকৃষ্ট। যদি কোনো অনুপযুক্ত কার্যকলাপের ফলস্বরূপ সুখ অনুভব হয়ে থাকে তবুও ব্যক্তির কাছে তা কাম্য বা উৎকৃষ্ট হয় বলে সাইরেনাইক মনে করেন। তাঁরা বলেন, সুখ এবং ব্যথা-বেদনা এক এক প্রকার ক্রিয়াশীল অনুভূতি (motion) দ্বারা গঠিত। সুখের অনুপস্থিতি মানেই যে ব্যথা-বেদনার

^৯ Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, pp. 75-76.

উপস্থিতি- এমন নয়। বেদনার অনুপস্থিতি বা সুখের অনুপস্থিতি আসলে এদের কাছে কোনো অনুভূতি নয়। বেদনার অনুপস্থিতি কোনো ব্যক্তির নিদ্রামগ্ন অবস্থার অনুরূপ। অনেকে এমন অবস্থাকে একটি মৃতদেহের অবস্থার সঙ্গেও তুলনা করেছেন।^{১০} সাইরেনাইক মতে সমস্ত মানসিক সুখ বা যন্ত্রণা দৈহিক সুখ বা ব্যথা-বেদনার ফলস্বরূপ আসে না। যেমন কোনো ব্যক্তি তার দেশের বা সম্প্রদায়ের সাফল্যে আনন্দিত হতে পারে তেমনি আবার নিজের সাফল্যেও আনন্দিত হতে পারে।

সাইরেনাইক মতে শুভ কোনো কিছুই স্মৃতি বা প্রত্যাশা থেকে সুখ উদ্ভূত হয় না। সুখ ও ব্যথা-বেদনার অনুপস্থিতিমূলক অবস্থাকে তারা মধ্যবর্তী অবস্থা বলে অভিহিত করেন। এই মতে মানসিক সুখের তুলনায় দৈহিক সুখ উৎকৃষ্ট; আবার মানসিক যন্ত্রণার তুলনায় দৈহিক যন্ত্রণা অধিক মন্দ। আর সে কারণেই অন্যায্যকারী বা দোষী ব্যক্তিকে দৈহিক দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে বলে তারা মনে করেন। মানুষের পক্ষে ব্যথা-বেদনা সহ্য করা খুবই কষ্টকর আর সে কারণেই সুখ আমাদের অধিক কাম্য। এঁরা মনের তুলনায় দেহের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করে থাকেন। সুখ কেবল সুখ অনুভবের কারণেই গ্রহণীয় রূপে মনে করা হয়। কিছু বিষয় আছে যা আমাদের সুখ প্রদান করে কিন্তু সেগুলি প্রকৃতিগতভাবে (বাস্তবে) বেদনাদায়ক, সুখের বিপরীত। আর সেই কারণেই সুখের সমষ্টি কখনোই আনন্দ উৎপন্ন করে না।^{১১}

^{১০} Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, p. 41.

^{১১} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, P. 76.

সাইরেনাইক মতে এমন কোনো সুখ নেই যেটি প্রকৃতিগতভাবে মন্দ বা অশুভ। এঁদের কাছে সুখের উৎস গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রচলিত রীতিনীতিতে যা অশুভ বা অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয় এমন কিছু থেকে আগত সুখও সাইরেনাইক-এর কাছে অশুভ বা অমঙ্গলজনক নয়। অর্থাৎ সুখের উৎস নিরপেক্ষ ভাবে সকল প্রকার সুখই তাদের কাছে শুভ বা মঙ্গলজনক।^{১২}

তত্ত্বগতভাবে যে মূল নীতি সাইরেনাইক মেনে চলেন তা হল- সমস্ত সুখ-ই শুভ এবং সুখানুভূতির দিক থেকে এদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এটা স্বীকার করেছেন যে এমন কিছু সুখ আছে যেগুলি অন্য সুখের তুলনায় অধিক আনন্দ প্রদান করে থাকে এবং কিছু সুখ এমন যেগুলি কেবল গভীর ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তির পর অনুভূত হয়। তাঁরা বলেন সুখের এই পার্থক্যটি আসলে আপেক্ষিক বা পরিস্থিতি সাপেক্ষ। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাঁরা স্বীকার করেছেন আমাদের প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথায় যা মন্দ বলে বিবেচিত হয় সেই সকল বিষয়ে সুখ অনুভব থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। সাইরেনাইক প্রথাগত শুভ বা মঙ্গলের তুলনায় প্রাকৃতিক শুভ বিষয়ের প্রতি বেশি আগ্রহী, কারণ তাঁরা বলেন আমাদের তেমন কর্মই নির্বাচন করা উচিত যা আমাদের নীতি নির্বিশেষে সুখ বা প্রসন্নতা প্রদান করবে। অবশ্য তাঁরা বলেন যে কিছু অপ্রত্যাশিত ও অনৈতিক কর্ম ব্যক্তির পক্ষে পীড়ার কারণ হয়ে থাকে।

^{১২} Barclay, William. "Hellenistic Thought in New Testament Times." *Expository Times*, Sage Publishing, Oct. 1960, p. 29. <https://doi.org/10.1177/001452466007200106>.

স্বাধীনতা'র প্রতি অ্যারিস্টিপাসের বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজেকে কোনো বিশেষ একটি দেশে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সকল ভূমি, সকল অবস্থানে নির্ভীক, অপরিচিত, স্বাধীন ব্যক্তি জীবন তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ছিল। এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। তিনি কখনোই শাসক বা দেশের নিয়ন্ত্রক হতে উৎসাহী ছিলেন না, কারণ শাসককে তার কামনা-বাসনার একটি বড় অংশ ত্যাগ করতে হয় এবং অনেক প্রকার সুখ তথা আরামদায়ক বিষয় থেকে বিরত থাকতে হয়। একদিকে তিনি যেমন দাসত্ব অনুমোদন করতেন না তেমন শাসকও হতে আগ্রহী ছিলেন না, বরং তিনি এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থান অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে চেয়েছেন।^{১০} তিনি মনে করতেন এই মধ্যবর্তী অবস্থান এর মাধ্যমে তিনি সহজেই আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। অনেকে সমালোচনা করে বলেন হয়তো তিনি দায়িত্ব পালনের ভয় পেতেন বা দায়িত্বের বোঝা বয়ে বেড়ানোর কষ্ট এড়াতে চাইতেন। তিনি কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে জীবনের সম্ভাবনাগুলি সীমায়িত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এর থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে তিনি স্বশাসন'কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায় - কোথায় মারা যাবেন সে বিষয়ে তিনি চিন্তিত নন কারণ নরক বা পাতালে যাওয়ার পথ যেকোনো স্থান থেকেই সমান দৈর্ঘ্যের। এর থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন - এমন আশা করতেন না।

অ্যারিস্টিপাস বিলাসবহুল ও সৌখিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর খাদ্য, পোশাক, সুগন্ধি, প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবান ছিল; যদিও এসবের কোনটিকেই তিনি আবশ্যিক বা

^{১০} Xenophon. *Memorabilia*. Translated and annotated by Amy L. Bonnette, Cornell University Press, 1994, pp. 35-36.

প্রয়োজনীয় রূপে মূল্যায়িত করেননি। বিলাসিতার বিষয় ভোগে তিনি আনন্দে থাকলেও এগুলির অভাবে কখনোই তিনি উদ্বিগ্ন বা নিরাশ হতেন না। তাঁর মতে সুখ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আরাম-বিলাসের দ্বারা এমন বশীভূত হয়ে যায় (জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সেগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে) যে সেগুলির অভাবে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। তাই তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছেন, যাতে আমরা কোনো বস্তুর/সামগ্রীর বশীভূত না হয়ে পড়ি। অ্যারিস্টিপাস সুখ লাভে উৎসাহী হলেও তিনি কোনো বস্তুর/বিষয়ের বশীভূত ছিলেন না - তাঁর ব্যক্তিত্বের এটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক। তিনি বলেছেন ‘I possess but I am not possessed.’^{১৪}

জীবনে দুঃখ পরিহারের জন্য, স্বস্তির জন্য তিনি নানা পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন তিনি কখনোই কোনো সংঘাত ও বিবাদে অংশগ্রহণ করতেন না। সর্ব প্রকার ঝগড়াট বা অশান্তি থেকে তিনি সবসময়ই দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। একবার তাকে কোনো এক ব্যক্তি অপমানজনক মন্তব্য (কটুক্তি) করায় তিনি কাল বিলম্ব না করে সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ অধিকার/নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে যে সে অপরকে অপমান করতে পারে, কটুক্তি করতে পারে, কিন্তু আমারও বিশেষ অধিকার/স্বাধীনতা আছে অন্যের কটুক্তি না শোনার, অবজ্ঞা করার। স্থান-কাল নির্বিশেষে তিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে দক্ষ ছিলেন। তাই তাই সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিক ডায়োনাইসিয়াস (Dionysius) তাকে অন্যান্য ব্যক্তির

^{১৪} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, P. 72.

তুলনায় উচ্চ আসনে সম্মানিত করেছিলেন। নিজের জীবনে তিনি কেবল বর্তমান কালে উপস্থিত বিষয় থেকেই তিনি সুখ অনুসন্ধান/অনুভব করতে আগ্রহী ছিলেন এবং যা বর্তমান সময়ে উপস্থিত নেই তা সন্ধান করা/কামনা করা থেকে বিরত থাকতেন।

সাইরেনাইক দর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল যা বাস্তবসম্মত নয় এবং প্রয়োজনীয় নয় - এমন বিষয়ের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে অবজ্ঞার মনোভাব রাখার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য থাকা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা/কল্যাণ-র জন্য আবশ্যিক। অ্যারিস্টিপাস তাঁর কন্যাকে সবসময়ে উপদেশ দিতেন যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা বাস্তব বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করে সেগুলিকে অবজ্ঞা করতে এবং এর জন্য কন্যাকে যথাযথ প্রশিক্ষণও দিতেন। এই নৈতিক সদগুণকে বিশেষ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন- যদি কোনো ব্যক্তি প্রচুর খাদ্য এবং অত্যধিক পানীয় গ্রহণ করেও যদি সন্তুষ্ট না হয় তবে তার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি সন্তুষ্ট না থাকে, তবে তা এক প্রকার অসুস্থতা বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলতেন প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে চিন্তায় চিন্তায় শাস রোধ হওয়ার তুলনায় খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে শান্তিতে থাকা অনেক ভালো।^{১৫} অর্থাৎ সুখ এবং স্বচ্ছলতা- এ দুটির মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই বলতে হয়।

অ্যারিস্টিপাস অর্থের তুলনায় সুখের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। প্রকৃত সুখের খাতিরে প্রয়োজনে তিনি অর্থ পরিত্যাগের নিদান দিয়েছেন, বিশেষতঃ যখন অর্থ অনর্থের তথা পীড়ার

^{১৫} Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, pp. 59-60.

কারণ হয়ে ওঠে। এক দিন তিনি জাহাজে করে কোথাও সফর করছিলেন, সেই সময় জাহাজে জলদস্যু আক্রমণ করায় তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন অর্থের তুলনায় প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। এক্ষেত্রে তাঁর বিচার ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিচক্ষণতা (prudence)-কে সাইরেনাইক শুভ রূপে মূল্যায়িত করেছেন কারণ তা ব্যক্তিকে প্রকৃত সুখ লাভে সহায়তা করে থাকে। সাইরেনাইক বলেন জ্ঞানী ব্যক্তি বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতা চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাইরেনাইক দর্শনে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা অন্যান্য সদগুণের মতো একটি সদগুণ। এটি তাদেরকে তত্ত্বগত নীতিসমূহের সঙ্গে বাস্তবিক ক্রিয়ার মেলবন্ধন ঘটাতে সাহায্য করেছে। তাঁরা বলেন ব্যবহারিক জ্ঞান উৎকৃষ্ট বা শুভ; তবুও তাকে আমরা নিজ গুণে শুভ বলে নির্বাচন করি না। শুভ ফলাফল প্রদানের ক্ষমতার কারণেই আমরা সেটি নির্বাচন করে থাকি। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা সুখ লাভে সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে, সেই সঙ্গে ব্যক্তিকে সঠিক লক্ষ্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। ব্যক্তির সুখী জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক কর্ম নির্বাচন আবশ্যিক হয় - আর এই প্রসঙ্গে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বিশেষভাবে সহায়ক বলে তাঁরা মনে করেন।

সাইরেনাইক বলেন প্রকৃতিগতভাবে কোনো কিছুই ন্যায্য, সুন্দর বা কুৎসিত নয়। পরম বা অকাট্য কোনো নির্ণায়ক মানদণ্ড নেই। আছে কেবল প্রথা ও রীতিনীতি। আমাদের প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি দ্বারাই বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি শুভ বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী তিনি অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকেন, শাস্তি ও দুর্নামের ভয়ে অসৎ কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত থাকেন এবং দর্শন চর্চা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে সম্মতি দিয়ে

থাকেন। এমন ব্যক্তিকেই সাইরেনাইক জ্ঞানী ব্যক্তি রূপে বিবেচনা করেছে।^{১৬} কোনো ঋষি বা মহাজ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই দ্বেষ, লোভ, কামনা বা কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপথে চালিত হন না; আর যদি কখনও হন তাহলে তার জন্য তিনি অনুশোচনা, ভয়, লজ্জা, ব্যথা-বেদনা অনুভব করেন।

সাধারণত ধন-সম্পদ সুখ উৎপাদন করে থাকে বলেই তা আমাদের কাছে শুভ রূপে বিবেচিত হয়। সম্পদ নিজ কারণে আমাদের কাছে মূল্যবান নয়। অর্থ দ্বারা আমরা খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিলাসিতা বা আরাম ক্রয় করতে পারি তাই তা আমাদের প্রয়োজন হয়। সম্পদ আসলে স্বতোমূল্যবান নয়, সুখ লাভের সহায়ক বা উপায় রূপে তা শুভ। সাইরেনাইক বলেন ক্ষেত্র বিশেষে সম্পদ, ন্যায়বিচার, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় শুভ বা মঙ্গলদায়ক রূপে গণ্য হতে পারে, তবে এদের মধ্যে কোনোটিই মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। সুখী জীবন-যাপন করতে সম্পদ ও সদগুণ আমাদেরকে সহায়তা করে, অর্থাৎ এরা বৃহৎ লক্ষ্যের সহযোগী রূপে কাজ করে। এই মতে সুখী জীবন-যাপন করাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। আর এই সুখী জীবন লাভ করার পর আমাদের আর অন্য কোনো কামনা থাকে না।

অ্যারিস্টিপাস শিক্ষালাভ করাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। তিনি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে উপমা সহযোগে বলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির থেকে ভিন্ন যেমনটা একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া অ-

^{১৬} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, P. 77.

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন অশিক্ষিত হওয়ার তুলনায় ভিক্ষুক হওয়া শ্রেয়।
ভিক্ষুক-এর অর্থের প্রয়োজন আর অশিক্ষিত ব্যক্তির মানবিকতার প্রয়োজন।^{১৭}

একদা এক পিতা তার সন্তানের শিক্ষা প্রদানের জন্য অ্যারিস্টিপাসের কাছে নিয়ে গেলে তিনি পাঁচশত মুদ্রা ধার্য করেছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলেছিলেন এই অর্থে আমি একটি সেবক ক্রয় করতে পারি। তিনি প্রতিবাদ করে বলেন আপনি তাই করুন তাহলে পরবর্তীতে আপনার দুটি সেবক হবে।

অ্যারিস্টিপাস সেই সকল বিষয়ে শিশুদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন যেগুলি প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর শিশুর জীবনে বিশেষ উপযোগী হবে। উপযোগিতার কথা মাথায় রেখেই তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চার তুলনায় যুক্তি বিজ্ঞান চর্চাকেই প্রাধান্য দিতেন এবং সেই সঙ্গে শুভ ও অশুভ তত্ত্ব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা লাভের কথা বলতেন। কারণ যুক্তি বিজ্ঞান চর্চার ফলে ব্যক্তি সু-বক্তা হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত কুসংস্কার ও মৃত্যু ভয় হতে মুক্তি পান।^{১৮} সেই সঙ্গে তিনি শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনও উল্লেখ করেছেন, কারণ শারীরিক প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে সদগুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে বলে তিনি মনে করেছেন।

অ্যারিস্টিপাস দর্শন চর্চাকে সকল লক্ষ্যের উর্ধ্ব স্থান দিয়েছেন। দর্শন চর্চা করলে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয়। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ আইন-এর অধীনে থেকে যেমন নীতিসম্মত জীবন-যাপন

^{১৭} Tsouna, Voula. "Aristippus of Cyrene." *Oxford University Press eBooks*, 2020, p. 393.

<https://doi.org/10.1093/oso/9780198758679.003.0018>.

^{১৮} Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, pp. 76-77.

করে, দার্শনিক আইনের অনুশাসন ছাড়াই নীতিসম্মত জীবন-যাপন করে থাকে। এমনকি আইন রদ করা হলেও দার্শনিকের জীবন-যাপনের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। কথা প্রসঙ্গে ডায়োনাইসিয়াস (Dionysius) বলেন তিনি দার্শনিকগণকে ধনী ব্যক্তির নিকট যেতে দেখেছেন কিন্তু ধনী ব্যক্তিকে কখনোই দার্শনিকের নিকট আসতে দেখেননি। উত্তরে অ্যারিস্টিপাস বলেন দার্শনিকগণ জানেন তাঁদের কি প্রয়োজন আর কি প্রয়োজন নেই। কিন্তু ধনী ব্যক্তি তা জানেন না।

ডায়োজেনেস (Diogenes Laertius)-এর মতে সাইরেনায়িক প্রকৃতির অনিশ্চয়তার কারণে প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতেন। তারা মনে করতেন আবেগ-অনুভূতিগুলি আমাদের বোধগম্য বিষয়, এমনকি সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষ আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞান সহজবোধ্য নয়; প্রকৃতির নিয়ম আমাদের অধীনও নয়, আমরাই তাদের অধীন। আবার যুক্তিবিজ্ঞান-এর উপযোগিতা থাকার কারণে তারা সে বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন। তবে অনেক ভাষ্যকার মনে করে থাকেন যে সাইরেনাইক পদার্থ বিজ্ঞান ও যুক্তিবিজ্ঞান উভয়কেই অনুপোযোগী বলে গণ্য করতেন। সাইরেনাইক দাবী করেন, যদি কোনো ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শুভ ও অশুভ তত্ত্ব বিষয়ে ধারণা লাভ করে থাকে, সে ভালো বক্তা হয়ে ওঠে, সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয় এবং মৃত্যু ভয় থেকে অব্যাহতি পায়।

পরবর্তী সাইরেনাইকগন-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেগেসিয়াসগণ (Hegesias)। তাঁরাও একইরকম ভাবে সুখ ও ব্যথা-বেদনা বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেছেন। তাঁদের মত অনুসারে কৃতজ্ঞতা, দানশীলতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের জীবনে চলার পথ অনুকূল করে থাকে বলেই সেগুলি আমাদের কাছে গ্রহণীয়। যদি এই বিষয়গুলি আমাদের

সুবিধা প্রদান না করত তবে আমরা এগুলোকে নির্বাচন করতাম না এবং সেক্ষেত্রে এগুলির অস্তিত্ব থাকত না। তাঁরা দাবি করেন বাস্তবে আনন্দ লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, যেহেতু আমাদের শরীর বিভিন্ন যন্ত্রণা অনুভব করে থাকে এবং শরীর অবচ্ছিন্ন আত্মাও পরোক্ষ ভাবে দেহের এর যন্ত্রণার অংশিদার হয় এবং বিচলিত হয়। তাছাড়া নিয়তির কারণেও আমাদের বিভিন্ন প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়, ফলত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে - আনন্দের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।^{১৯} তাঁরা মনে করেন জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই সমানভাবে কাম্য। স্বরূপত কোনো কিছুই সুখকর বা অপ্রীতিকর নয়। নতুনত্বের অভাব থাকার কারণে বা মাত্রার অভাব জনিত কারণে একই বিষয় কারো কাছে সুখকর আবার কারো কাছে বিরক্তিকর/অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। সুখ অনুভবের ক্ষেত্রে দারিদ্র বা সম্পদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই। ধনী বা দরিদ্র সুখ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করেন না। ঠিক একইরকম যুক্তিতে দাসত্ব বা স্বাধীনতা, উচ্চ বংশে জাত অথবা নিম্ন বংশে জাত, সুনাম বা দুর্নাম- বিষয়গুলি সুখ অনুভব পরিমাপের ক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন।

তাঁরা মনে করেন ব্যক্তির কাছে যে কার্য যুক্তিসম্মত রূপে প্রদর্শিত হয় কেবল মাত্র সেই কাজই তার করা উচিত। আর সেক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হলে তা অবশ্যই মার্জনা করা উচিত। কারণ কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে না বরং কিছু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ ভুল করে থাকে। তারা বলেন কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে বরং তাকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ভালো কিছু শেখানো উচিত। তাঁরা ইন্দ্রিয়

^{১৯} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, P. 77.

অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তা যথাযথ জ্ঞান প্রদান করে না। মনে করা হয় যে সেই সকল ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা উপভোগ করে থাকেন যারা সুখের উৎস বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

অ্যানিসেরিয়ানগণ (Annicerians) সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের উল্লেখ করেননি। তবে এটা বলেছেন যে প্রত্যেক ক্রিয়ার থেকে যে সুখের উদ্ভব হয় সেটি সেই ক্রিয়ার একান্ত লক্ষ্য।^{২০} কিছু বিষয়ে যেমন বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা সম্মতি দিয়ে থাকেন। তবে এই বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে এঁরা হেগেসিরিয়াস-এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। যদি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যন্ত্রণা বা পীড়া ভোগ করেন তবে তিনি অতি বিষন্ন হয়ে মুষড়ে পড়েন - এমন নয়; এক্ষেত্রে তিনি অল্প সুখ অনুভব করে থাকেন। তারা বলেন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে কেবল যুক্তি বা বিচার বুদ্ধি (reason) পর্যাপ্ত নয়; বহুজনের মতামতের মধ্যে নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করতেও কেবল যুক্তি পর্যাপ্ত নয়। বহু বছর ধরে মেনে চলা ধারণা/বিশ্বাস বা অভ্যাসের ফলে কোনো কিছুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা প্রবণতা ত্যাগ করা প্রয়োজন, যা কেবল যুক্তি দ্বারাই সম্ভব।

থেওডরাস (Theodorus)-এর অনুগামীগণ থেওডরিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে থেওডরাস নামে অন্তত কুড়ি জন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে তৃতীয় জন আমাদের আলোচ্য। থিওডরাস কোনোভাবেই ঈশ্বরের বিশ্বাস করতেন

^{২০} Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015, p. 89.

না। থেওডরাস অ্যানিসেরিস এবং ডায়োনাসিয়াস-এর সঙ্গে অধ্যয়ন করতজা, যারা ন্যায়বাগীশ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্বই তার জন্মভূমি। তিনি সুখ লাভ ও ব্যথা-বেদনা পরিত্যাগকেই জীবনের লক্ষ্য রূপে বিবেচনা করতেন। এক্ষেত্রে প্রথমটিকে জ্ঞানীর আর পরেরটি মূর্খ ব্যক্তির মনোযোগের বিষয় বলে গণ্য করতেন। প্রজ্ঞা ও ন্যায় বিচার হল শুভ বা মঙ্গলদায়ক, এর ঠিক বিপরীত বিষয় হল অশুভ বা অমঙ্গল। তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ তিনি বলতেন বন্ধুত্ব কোনো জ্ঞানী বা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে লক্ষ্যনীয় নয়। জ্ঞানী ব্যক্তির বন্ধুর প্রয়োজন নেই কারণ তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ; আর অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন/স্বার্থ মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বেরও অবসান ঘটে থাকে। দেশের স্বার্থে বা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির সুবিধার্থে নিজেকে শেষ করে ফেলা বা নিজের জ্ঞানের অপব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়।

যদি আমরা সরলভাবে অ্যারিস্টিপাস-এঁর বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করি তবে তিনি হয়ত আমাদের কাছে সুখবাদী বা ইন্দ্রিয় সুখবাদী রূপে উপস্থাপিত হন। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মতোই একজন যারা তাঁদের মতামত ও বিশ্বাসের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং বিরল। অ্যারিস্টিপাস এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি সুখ লাভকে কেন্দ্র করেই তাঁর দর্শন-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন আমাদের মূল লক্ষ্য হল সুখে জীবন-যাপন করা, আর এই সুখ হল শুভ এবং একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্লেটোর সুখ বিষয়ক ভাবনা ও তার দার্শনিক বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে প্লেটোর (427–347 B.C.E.) *প্রোটাগোরাস*, *রিপাবলিক* এবং *ফিলেবাস* – এই তিনটি সংলাপ অনুসরণে তাঁর সুখ বিষয়ক ভাবনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. প্রোটাগোরাস

প্রোটাগোরাস (Protagoras) সংলাপে সক্রেটিস ও প্রোটাগোরাস সুখ বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। যে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এই সংলাপের শুরু, তা হল- সুখ আমরা সকলেই পেতে চাই তাই সুখ শুভ বা মঙ্গলজনক। এমন কিছু সুখ আছে যা অশুভ, আবার কিছু ব্যথা বেদনাও আছে যা শুভ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই একথা স্পষ্ট করে বলা যায় না যে সকল সুখদায়ক বিষয়েই শুভ বা সকল বেদনাদায়ক বিষয়েই মন্দ। আর তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি আছে যা ভালো নয়, আবার মন্দ নয়। তবে এক্ষেত্রে সুখ এবং শুভ (Good) কে একই বলে উভয়ই সহমত পোষণ করেছেন।

সক্রেটিস বলেন কোনো ব্যক্তি যদি ব্যথা-বেদনার মধ্যে জীবন যাপন করে তবে তা কখনোই মঙ্গলের নয়। অন্যদিকে কেউ যদি পুরো জীবনটাই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করে তবে সে ভালোভাবেই জীবন কাটিয়েছে বলা যায়। তাহলে কী একথা বলাই যায় সুখে জীবন যাপন করা শুভ বা মঙ্গলের আর ব্যথা বেদনার জীবন যাপন হল অশুভ বা অমঙ্গলের? এক্ষেত্রে তিনি সুখ বা সুখদায়ক বিষয়কে সম্মানযোগ্য হওয়ার কথা বলেছেন। যা সুখ প্রদান করে থাকে বা যা থেকে আমাদের সুখ লাভ হয় তাই ‘সুখদায়ক’। কোনো কোনো সুখ বা সুখদায়ক বিষয়কে আমরা অশুভ বা অমঙ্গলের বলে থাকি, যেহেতু পরবর্তীতে তা বিভিন্ন

প্রকার অসুস্থতা, দীনতা বা সমজাতীয় প্রতিকূল অবস্থার কারণ হয়ে থাকে। দারিদ্র বা অসুস্থতা মানুষকে ব্যথা বেদনায় জর্জরিত করে তোলে, অন্যদিকে সুখ লাভ থেকেও বঞ্চিত করে। শরীর চর্চা, সামরিক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসায় অস্বোপচার, উপবাস প্রভৃতি বিষয়গুলি বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলজনক, কারণ এই বিষয়গুলি সাময়িক ব্যথা-বেদনার উদ্রেক ঘটালেও পরবর্তীতে ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ও সম্পদশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এই সাময়িক কষ্টদায়ক বিষয়গুলি ভবিষ্যতে আমাদের বৃহৎ ব্যথা-বেদনা থেকে রক্ষা করতে পারে বলেই এগুলি শুভ।^১

জীবনে অনেক সময় আমরা এমন সুখ উপভোগ করি যেখানে সুখের তুলনায় ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতা বেশি থাকে, তখন আমরা তাকে অশুভ বলে গণ্য করি। অনেক সময় অল্প সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় বৃহৎ সুখ অনুভব থেকে বঞ্চিত হই, তখন সেই অল্প সুখকেও মন্দ বলা চলে; আবার অনেক সময় কিছু বেদনাদায়ক বিষয়কে মঙ্গলজনক বলে থাকি কারণ তা আমাদেরকে বৃহৎ ব্যথা-বেদনা থেকে রক্ষা করে অথবা বৃহৎ সুখ লাভের পথ প্রশস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভালো-মন্দ বিষয়গুলি জানা সত্ত্বেও জীবনে সঠিক পথ নির্বাচনে সমর্থ হন না। ক্ষণিক সুখ লাভের আশায় তারা ভুল পথ নির্বাচন করেন। সক্রেটিস বলেন এর কারণ জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতা। সুখের অধীনত হওয়া বা দাসত্বাধীন হওয়াকে তিনি অজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর বলে গণ্য করেছেন।

সক্রেটিসের মতে, সঠিক সুখ কি- তা চিহ্নিতকরণ অথবা ব্যথা-বেদনা নির্বাচন ও পরিহারের মাধ্যমেই আমাদের অশুভ থেকে নিস্তার বা পরিত্রাণ হতে পারে। সুখ-দুঃখের মাত্রা

^১ Plato. *Protagoras*. Translated with notes by C.C.W. Taylor, Clarendon Press, 2002, pp. 47-48.

কম বা বেশি, তা দূরে বা নিকটে, দীর্ঘস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ পরিমাপ/মাত্রা সংক্রান্ত (measurement) বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক; কোনও কিছু নির্বাচনের পূর্বে তার পরিণাম বা ফলাফল সম্পর্কেও বিচার করা উচিত। সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞা (wisdom) ও জ্ঞানের (knowledge) বিশেষ ভূমিকা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে মানবীয় কার্যকলাপের সর্বাধিক ক্ষমতা রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। জ্ঞানের তুলনায় অধিক উত্তম বা বলশালী আর অন্য কিছু নেই বলে তিনি মনে করেন।^২

সাধারণত এ বিষয়ে সকলেই সহমত যে- সুখদায়ক বিষয় শুভ তথা মঙ্গলজনক এবং বেদনাদায়ক বিষয় অশুভ বা অমঙ্গলজনক। সুখ যেহেতু আমরা সকলেই কামনা করি আর তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য তাই তা ভালো বা শুভ। আমাদের লক্ষ্য অধিক সুখ লাভ করা এবং ব্যথা বেদনা এড়িয়ে চলা। আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে এই দুই-এর সঠিক পরিমাপ তথা যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে। তবে মনে রাখতে হবে যে সুখে ও ব্যথাহীনভাবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত কর্মকে সম্মানীয় এবং হিতকর হতে হবে। দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে পার্থক্য করে সত্রেটিস বলেন, জ্ঞান/শিক্ষা লাভ অথবা অন্যান্য বৌদ্ধিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা মানসিক আনন্দ পেয়ে থাকি আর ভোজন অথবা অন্যান্য শারীরিক কামনা-বাসনা পরিপূরণের মাধ্যমে আমরা সুখ অনুভব করে থাকি।

আমরা সুখে থাকব না-কি কষ্টে থাকব তা নির্ভর করে আমাদের সঠিক নির্বাচনের উপর। ব্যক্তি যখন অল্প পরিমাণ ব্যথা-বেদনার পরিবর্তে অধিকতর ব্যথা-বেদনায় গ্রহণ করে বা অধিকতর সুখের পরিবর্তে অল্প সুখ লাভেই খুশি হয় তখন তা হয়ে থাকে ব্যক্তির অজ্ঞতার

^২ Plato. *Protagoras*. Translated with notes by C.C.W. Taylor, Clarendon Press, 2002, p. 51.

কারণে। কোন বিষয়টিকে আমরা অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করি এবং কোনটিকে স্বল্প গুরুত্ব দিয়ে থাকি তার নিরিখে আমাদের বাস্তব জীবনের মান নির্ধারিত হয়, আর এই পরিমাপ/মাত্রা বোঝার ক্ষমতাকে এক বিশেষ ধরনের দক্ষতা বলে তিনি দাবী করেছেন।^৩

খ. রিপাবলিক

প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে ন্যায় (Justice) সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে প্রকৃত সুখী ব্যক্তি কে হতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিয়মানুগ ব্যক্তি বা নিয়মলঙ্ঘনকারী ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত সুখী ব্যক্তি কে- এই প্রশ্নের উত্তরে সক্রেটিসের অভিমত হল- নিয়মলঙ্ঘনকারী ব্যক্তি শক্তিশালী ও স্বাধীন হলেও কখনোই প্রকৃত সুখী ব্যক্তি নন। তাঁর মতে নীতিবান বা নিয়মানুগ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।

[এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন- প্লেটো তার *রিপাবলিক* গ্রন্থে সক্রেটিসকে সূত্রকার রূপে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও গ্লোকন, অ্যাডিমেন্টাস, থ্রেসিমেকাস, সিসফেলাস, পলিমার্কাস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সংলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন।]

এই গ্রন্থে সক্রেটিস আদর্শ রাষ্ট্রের অনুরূপ আদর্শ ব্যক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। প্লেটোর মতে ‘timocracy’ হল অনেকটা আদর্শ রাষ্ট্রের অনুরূপ, তবে গণতন্ত্রকে তিনি তৃতীয় স্থানে রেখেছেন এবং স্বৈরতন্ত্রকে তিনি সর্বনিম্ন স্থানে দিয়েছেন। স্বৈরাচারী ব্যক্তিকে তিনি অসুখী ব্যক্তি আর দার্শনিক শাসককে সুখী ব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। সুখী ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারণের জন্য প্লেটো কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—

^৩ Plato. *Protagoras*. Translated with notes by C.C.W. Taylor, Clarendon Press, 2002, p. 51.

১. একজন স্বৈরাচারী ব্যক্তি বা শাসকের পর্যাপ্ত সম্পদ, অর্থ, সাহস এবং ইচ্ছা অনুসারে কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও তিনি সুখী নন। এমন ব্যক্তি বাস্তবে প্রবৃত্তির দাস। আপাতদৃষ্টিতে তাকে স্বাধীন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে স্বাধীন নয়, কারণ পর্যাপ্ত সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের সন্তুষ্টি সাধনে এবং কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। অপরদিকে দার্শনিক প্রকৃত স্বাধীন এবং সকল স্বার্থ, কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

২. অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলেও স্বৈরাচারী ব্যক্তির তুলনায় দার্শনিকের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আত্মার যে তিনটি উপাদানের উল্লেখ হয়েছে যথা- সম্পদ, সম্মান, ও জ্ঞান - এই তিন বিষয়ের জ্ঞান-ই দার্শনিকের আছে। সম্পদ এবং সম্মানের অভিজ্ঞতা সাধারণ ব্যক্তির থাকলেও জ্ঞানের উপর দার্শনিকের অধিকার সর্বাধিক। যেহেতু তিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী সেই কারণে তিনি যথার্থ সুখী ব্যক্তি।

৩. একমাত্র দার্শনিক ব্যক্তিই প্রকৃত সুখ এবং আপাত সুখের মধ্যে ভেদ বুঝতে সক্ষম। সাধারণ ব্যক্তির কাছে এই ভেদ স্পষ্ট নয়। সাধারণত দেখা যায়, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের পর যে সুখ অনুভব করে তাকেই সে সর্বাধিক সুখ বলে মনে করে; কিন্তু সেটি আসলে আপেক্ষিক সুখ। প্লেটো বলেন এক্ষেত্রে সুখটি অন্য কিছু (খাদ্য গ্রহণের) উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সুখ অপর কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না, যেমন দার্শনিক ব্যক্তির সুখের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। প্লেটোর ভাষায় একজন দার্শনিক স্বৈরাচারী ব্যক্তির তুলনায় সাতশত উনত্রিশ গুণ বেশি সুখী। আর অন্যদিকে স্বৈরাচারী ব্যক্তি দার্শনিকের তুলনায় সাতশত উনত্রিশ গুণ বেশি অসুখী।^৪

^৪ Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p.301.

সক্রেটিস বলেন আমাদের এমন কিছু প্রবৃত্তি (appetites) আছে যেগুলি অনাবশ্যিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। প্রত্যেকেই হয়তো কম-বেশি এগুলির অধীন। কিন্তু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি (reason) ও নীতি-নিয়ম (law) দ্বারা তাঁদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, যার ফলে এগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল অবস্থায় থাকে। যখন ব্যক্তির যুক্তি-বুদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন পাশবিক শক্তি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়। কোনো নীতিবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও নীতিহীন পাশবশক্তি বিদ্যমান থাকে, যার প্রকাশ নিদ্রা অবস্থায় হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সুস্থ ও আত্মসংযমী (temperate) হন, তখন তিনি নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে নিজের যৌক্তিক ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করেন, শুভ চিন্তা ও ধ্যান অভ্যাস দ্বারা সকল অশুভ শক্তি দুর্বল করেন এবং নিরুদ্বেগ হয়ে নিদ্রাগমন করেন। অনিয়ন্ত্রিত কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তি দ্বারা এমন ব্যক্তি বিব্রত হন না, বরং বিশুদ্ধ বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ায় মুক্তভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান এবং সত্য অন্বেষণে ব্রতী থাকেন।

স্মৈরাচারী ব্যক্তির সম্পর্কে সক্রেটিস বলেন- এমন ব্যক্তির নেশা জনিত অভ্যাস এবং কামনা-বাসনার অধীন হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কামনা-বাসনা ও চাহিদার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে সে তার কামনা-বাসনা পূরণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে তার সম্পত্তির পরিমাণ কমতে থাকে এবং সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবেই তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তির পরিণতি হল- সম্পদের অভাবে অতৃপ্ত কামনা-বাসনার কারণে ব্যথা-যন্ত্রণা তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং সে যেকোনো প্রকারে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য মরিয়া

হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণভাবে কামনা-বাসনার অধীন হওয়ায় ব্যক্তি নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হন। এরূপ ব্যক্তি তার বিবেকবোধ হারিয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অতিরিক্ত কামনা-বাসনা ব্যক্তিকে কখনোই সুখ প্রদান করে না, বরং তা ব্যক্তিকে অসৎ কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে। ব্যক্তি যদি তার যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা দ্বারা নিজের কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে সুখের পরিবর্তে অধিক যন্ত্রণাই অধিক ভোগ করতে হয়। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেই প্লেটো প্রকৃত সুখী ব্যক্তি বলে বিবেচনা করেছেন। যিনি আত্মসংযমী তিনি সর্বোচ্চ সুখী; অন্যদিকে বিচারহীন অনৈতিক ব্যক্তি হলেন সর্বোচ্চ মন্দ ও অবজ্ঞেয় (miserable)।^৫

প্লেটো আত্মার তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন- যেগুলি আবার তিন প্রকার সুখের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।^৬ প্রথম উপাদান ব্যক্তির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি ব্যক্তির সাহসিকতা, ক্রোধ বা উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পর্কিত, আর তৃতীয়টি সাধারণ পরিভাষায় যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি- (যা আমাদের খাদ্য গ্রহণ, জৈবিক চাহিদা, ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার মূল) তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অর্থের সঙ্গেও প্রবৃত্তির বিশেষ যোগ প্লেটো স্বীকার করেছেন, কারণ অর্থ দ্বারাই আমাদের কামনা-বাসনার পূরণ হয়। তৃতীয় উপাদানের কারণে ব্যক্তি প্রবৃত্তি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। সাহসিকতা, ক্রোধ বা উদ্দীপনার দরুন ব্যক্তি কর্তৃত্ব, অধিকার বা খ্যাতি কামনা করার চেষ্টা করে। প্রথম নীতিটি

^৫ Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 291.

^৬ Arenson, Kelly. *Health and Hedonism in Plato and Epicurus*. Bloomsbury Academic, 2019, p. 12.

সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান ও সত্যতার সঙ্গে যুক্ত; এক্ষেত্রে ব্যক্তির খ্যাতিলাভ বা অর্থ উপার্জনের প্রতি কোনো বিশেষ আগ্রহ থাকে না। আত্মার এই উপাদান ব্যক্তিকে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হতে সাহায্য করে।

এক এক ব্যক্তির মধ্যে এক এক ধরনের উপাদান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এক্ষেত্রে সকল ব্যক্তিকে তিনটি শ্রেণীর আওতায় আনা যেতে পারে- জ্ঞানানুরাগী, সম্মান আকাঙ্ক্ষী, এবং অর্থপ্রেমি। প্লেটো তিন শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন প্রকার সুখ এবং তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যদি এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা পরীক্ষা করা হয় তাহলে তারা প্রত্যেকেই নিজের জীবনকে সুখী বলে বর্ণনা করবেন এবং অন্যদেরকে তাদের তুলনায় কম সুখী বলেই সাব্যস্ত করবেন। অর্থপ্রিয় ব্যক্তির কাছে অর্থই সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। সোনা, রূপা ইত্যাদি বিষয় থেকে কোনো অর্থই লাভ করতে না পারলে সেগুলি তার কাছে মূল্যহীন। শিক্ষা যদি এমন ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জনে সহায়তা না করে তবে সেই শিক্ষাও তার কাছে মূল্যহীন। সম্মান কামনাকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যে বিষয় তার সম্মান লাভের পথ প্রশস্ত না করে সেই বিষয় তার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু একজন দার্শনিকের কাছে জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধির যে সুখ বা আনন্দ তা অন্য সমস্ত জাগতিক বিষয়ের উর্ধ্বে। এরূপ ব্যক্তি পার্থিব উপাদানগুলিকে যেমন অস্বীকার করেন না তেমন সেগুলিকে আবশ্যিক বলেও মনে করেন না। জ্ঞান ও সত্যের খাতিরে তিনি সকল বিষয় ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না।^১

^১ Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 293.

প্রশ্ন হল কোন ধরনের জীবন-যাপন অধিক সুখদায়ক এবং কম যন্ত্রণাদায়ক, তা আমরা কিভাবে বুঝব? সুখ নির্ণয়ের জন্য কোন শর্ত বা মানদণ্ড থাকা উচিত? যুক্তি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাই এদের বুঝব না কি এগুলির তুলনায় উত্তম কিছু আছে? এ নিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে প্লেটো মনে করেন।

যে তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তির সকল রকম সুখের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা আছে তা দেখা প্রয়োজন। জ্ঞান ও সত্যতা বিষয়ে অর্থপ্রেমি ব্যক্তি ও সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কখনোই এক নয়। সাধারণ ব্যক্তির মতো দার্শনিকের অর্থ উপার্জনের অভিজ্ঞতা যেমন থাকে, জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধান বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা যায়। অর্থপ্রেমি অর্থলাভের মধ্যে দিয়ে সুখ প্রাপ্ত হলেও জ্ঞান ও সত্যতা লাভের সুখ প্রাপ্ত হবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, আর যদি তাঁর সেরকম ইচ্ছা হয়েও থাকে তবে সেক্ষেত্রে খুব সামান্য পরিমাণে এমন অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তির অর্থ উপার্জন ও সত্যানুসন্ধান উভয়েরই অভিজ্ঞতা বর্তমান। আবার একজন সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মান লাভের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির সুখ দার্শনিকের তুলনায় অধিক বলা যায় না। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিই তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সম্মান লাভ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে জানার আনন্দ একমাত্র দার্শনিকেরই হতে পারে বলে প্লেটো মনে করেন।^৮

অভিজ্ঞতার দিক থেকে অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় দার্শনিকের স্থান অনেক উর্ধ্বে, যেহেতু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা উভয়ই আছে। বিচারকার্য সম্পাদনের

^৮ Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888 p. 294.

জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তেমন কোন উপায় বা সাধন একমাত্র দার্শনিকেরই আছে। এখানে উপায় বা সাধন যুক্তি বা বিচার ক্ষমতা (reason) যা দার্শনিকের বিশেষ অস্ত্র।

সম্পদপ্রাপ্তি যদি বিচারের মানদণ্ড হত তাহলে সম্পদশালী ব্যক্তির বিচার সবথেকে বিশ্বস্ত ও প্রত্যয়যোগ্য হত। সম্মান, সাফল্য, সাহস ইত্যাদি যদি বিচারের মানদণ্ড হত তাহলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিচার সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য হত। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। তাই যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা চালিত ব্যক্তির সুখানুভবকেই আমরা সত্য বলে ধরে নিতে পারি। সুতরাং, এটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে- যে তিন প্রকার অংশের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আত্মার বৌদ্ধিক অংশের সুখানুভবই সর্বোচ্চ সুখানুভব। এবং যে ব্যক্তি বৌদ্ধিক নিয়ম-নীতি দ্বারা চালিত হন তিনিই আনন্দময় জীবন লাভ করেন।^৯

দ্বিতীয় স্তরের সুখী জীবন বলতে প্লেটো সামরিক জীবন এবং সম্মান প্রিয় ব্যক্তির জীবনের উল্লেখ করেছেন। অর্থপ্রিয় ব্যক্তির তুলনায় তিনি সম্মানপ্রিয় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কারণ অর্থপ্রেমী ব্যক্তির তুলনায় এমন ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশি বলে তিনি মনে করেন। অর্থলাভের সুখানুভবকে তিনি সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছেন।

সক্রেটিস গ্লোকনের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, সুখ-কে আমরা দুঃখের বিপরীত বলতে পারি কিনা? আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হই যেটা সুখ ও নয় আবার দুঃখও নয়, যেটা আসলে সুখ ও দুঃখের মধ্যবর্তী অবস্থা। যেমন কোন অসুস্থ ব্যক্তি মনে করেন সুস্থাস্থ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ সুখ আর অন্য কিছুতে নেই। যে ব্যক্তি তীব্র যন্ত্রণায় জর্জরিত তার কাছে

^৯ Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 294.

সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই হল সর্বোচ্চ সুখ। অর্থাৎ আমরা এমন অনেক ধরনের সুখানুভবের কথা শুনি যখন ব্যক্তি অসুস্থ হয় বা অন্য কোনো সমস্যার কবলে পড়ে তখন তার কাছে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়াই আসলে সর্বোচ্চ সুখ লাভ করা। এমতবস্থায় আলাদা করে অন্য কোনো সদর্থক আনন্দ উপভোগের ভাবনা থেকে ব্যক্তির মন বিরত থাকে। এই সুখ-দুঃখের মধ্যবর্তী অবস্থাকে অনেক সময় আমরা সুখানুভবের সঙ্গে তুলনা করে তাকে আনন্দময় অবস্থা রূপে বিবেচনা করি। কিন্তু প্রকৃত সুখানুভবের সঙ্গে এর তুলনা করলে বোঝা যাবে এটি আসলে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।

সুখের নিবৃত্তি দুঃখ বা দুঃখের নিবৃত্তি সুখ একথার বিরুদ্ধে সক্রটিস দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন- যখন আমরা কোনো গন্ধ থেকে সুখ অনুভব করি তখন তার পূর্ববর্তী কোনো বেদনা থাকে না; গন্ধটি খুব দ্রুত আমাদের অনুভূত হয় এবং তার পরবর্তী মুহূর্তে আমাদের কোনো অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয় না। অর্থাৎ তারা মুহূর্তের মধ্যে আসে এবং প্রস্থানের পর কোনো বেদনার উদ্বেক হয় না। কাজেই আমাদের ভাবা উচিত নয়- বেদনা নিবৃত্তির অর্থ বিশুদ্ধ সুখ আর সুখের নিবৃত্তি আসলে দুঃখ বা যন্ত্রণা। এমন বহুসংখ্যক সুখ আমরা ভোগ করি যেগুলি দেহের মাধ্যমে আত্মায় পৌঁছায় এবং বেদনার উপশম ঘটায়। আর ভবিষ্যতের সুখ ও বেদনা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বানুমান অনেকটা এমন ধরনেরই।^{১০}

প্লেটো বলেন- যে ব্যক্তির উচ্চতর, নিম্নতর ও মধ্যবর্তী অবস্থা বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান নেই, তার প্রকৃত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধেও যথার্থ বোধ নেই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নন, তিনি সুখ-দুঃখ ও তার মধ্যবর্তী অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত

^{১০} Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 296.

নন। প্রকৃত সত্যের অভিজ্ঞতা তার থাকে না, উপরন্তু অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা থাকে- যেমন সুখ, বেদনা ও তার মধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকে। যখন তাদের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তারা সেটাকে অনুভব করে এবং প্রকৃত সত্য মনে করে। আবার যখন বেদনার অবসান হয় তখন আসলে একটি নিরপেক্ষ অবস্থার উদ্ভব হয়, আর সেই অবস্থাকে তারা সুখদায়ক অবস্থা বলে মনে করে। যদিও তাদের প্রকৃত সুখানুভব হয় না, তবুও তারা বেদনার সঙ্গে বেদনাভাবের (absence of pain) তুলনা করে থাকেন। যেমনটা অনেক সময় সাদা রঙের পরিবর্তে ধূসরের সঙ্গে কালো রঙের তুলনা করা হয়ে থাকে।^{১১}

প্লেটোর এমন বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় জগত সম্বন্ধে যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞানের অভাব আছে, তার পক্ষে প্রকৃত সুখ বা ব্যথা-বেদনা বিষয়ে যথার্থ অনুভব সম্ভব নয়। যেসকল ব্যক্তির প্রজ্ঞা এবং সদগুণাবলীর অভাব আছে, যারা সর্বদা ইন্দ্রিয় ভোগ-বিলাসে রত থাকেন এবং নিম্ন অথবা মধ্যবর্তী স্তরের জগতে বিচরণ করে, তারা প্রকৃত সত্যের জগতে প্রবেশে অক্ষম। তাদের পক্ষে প্রকৃত স্থায়ী সুখ আনন্দও সম্ভব হয় না।

একইরকমভাবে আমরা বলতে পারি- যখন কোনো ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সম্মান এবং বিজয় অশেষণ করেন এবং লক্ষ্য লাভের খাতিরে অন্যের প্রতি হিংস্র এবং পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠেন, তখন তাকে আমরা পাশবিক বলে থাকি। অর্থপ্রেমি বা সম্মানপ্রেমি যদি যুক্তি ও

^{১১} Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 297.

বিচারবুদ্ধির (reason) দ্বারা নির্দেশিত পথ/লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হন তাহলে তারা অবশ্যই সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রকৃত সুখলাভে সফল হবেন।^{১২}

প্লেটো সুখলাভের ক্ষেত্রে যুক্তির কার্যকারী ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। যুক্তি বা বিচার-বিবেচনা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কখনোই প্রকৃত সুখ লাভ এবং যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যখন ব্যক্তির আত্মা সামগ্রিকরূপে দার্শনিক নীতি অনুসরণ করে এবং সকল দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে আর আত্মার প্রত্যেকটি অংশ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকে, তখন সেই ব্যক্তি প্রকৃত সুখ উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু যখন আত্মার অপর দুটি নীতি অধিকতর প্রভাবশালী হয়, যখন তারা নিজেদের লক্ষ্যপূরণে ও সুখ লাভে ব্যর্থ হয় এবং সুখ লাভের আশায় একের পর এক সুখের প্রতি ধাবিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো সুখানুভব নয়, সুখের ছায়া মাত্র।^{১৩} অর্থাৎ এখানেই তিনি জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির নীতি অনুসরণের কথা বলেছেন। স্বৈরাচারী ব্যক্তি জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন; তার ইচ্ছা, কামনা-বাসনা যুক্তির অধীন নয়। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকের জীবন প্রকৃত সুখ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

প্লেটো এ প্রসঙ্গে বলেন- আমাদের উচিত দেবত্ব শক্তি দিয়ে পাশব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ব্যক্তিকে একথা ভাবতে হবে যে এই পাশবশক্তি তাকে সম্মান এবং উন্নত চরিত্রের পরিবর্তে অসম্মানজনক ব্যক্তিতে পর্যবসিত করে। যেমন- যদি কোনো ব্যক্তি অর্থের কারণে

^{১২} Sommerville, Brooks. "Pleasure and the Divided Soul in Plato's Republic Book 9." *The Classical Quarterly*, Vol. 69, No. 1, 2019, pp. 19–20. *Crossref*, doi:10.1017/s0009838819000582.

^{১৩} Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 300.

(সোনা এবং রূপা) তার আত্মার উত্তম অংশকে কোনো অসৎ বা নিম্নতর অংশের দাসে পরিণত করে, তবে তা কখনোই ব্যক্তির জন্য শুভ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার সন্তান-সন্তৃতিকে অর্থের বিনিময়ে কোন অসৎ এবং হিংস্র ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণ অর্থলাভ করে, সে কখনোই প্রকৃত লাভবান হয় না। অর্থাৎ প্লেটো ব্যক্তিসত্তাকে কখনোই অন্যায়ের বশবর্তী না হওয়ায় উপদেশ দিয়েছেন।

ব্যক্তির ক্রোধ বা অহংকারকে নিন্দা করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন এগুলি ব্যক্তির পাশবিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে, শক্তিশালী করে। আবার বিলাসিতা বা স্নিগ্ধতাও (softness) নিন্দিত হয় কারণ তারা একইরকম ভাবে ব্যক্তিকে দুর্বল বা শিথিল করে তোলে এবং ব্যক্তি কাপুরুষে পরিণত হয়। যদি ব্যক্তি নিজের অন্তরের দেবত্ব এবং জ্ঞান দ্বারা চালিত হয় তবে তা অধিকতর উত্তম; আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে বাহ্যিক কর্তৃত্ব দ্বারা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমরা সকলেই যাতে যতদূর সম্ভব এই একই নিয়ন্ত্রণ শক্তির অধীনে সমান ভাবে থাকতে সক্ষম হই সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একইভাবে শিশুদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সদচরিত্রের আধিকারী হয় এবং বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়।

কিভাবে সুখী হওয়া সম্ভব সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন- কোনো অপরাধী যদি আইনকে ফাঁকি দিয়ে শাস্তি ভোগ এড়িয়ে যায়, তবে সেটাও তার পক্ষে লাভজনক নয়। কারণ এর ফলে সে অধিকতর মন্দ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি সে শাস্তি ভোগ করে তবে তার পাশবিক অংশটি সংযত হয়ে মানবিক হওয়ার সুযোগ পায়। ব্যক্তির মানবিক গুণগুলি অভিব্যক্ত হলে আত্মসংযম, জ্ঞান ও ন্যায়বিচার দ্বারা তার সমগ্র আত্মা যথাযথ ও উন্নত হতে

পারে। দৈহিক স্বাস্থ্য, শক্তি বা সৌন্দর্যের তুলনায় আত্মার এই প্রকার উন্নতি অনেক বেশি সম্মানীয়। আর এই উন্নত চরিত্রের উদ্দেশ্যেই ব্যক্তি জীবনের সমগ্র শক্তিকে উৎসর্গ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সেই সমস্ত বিষয়গুলিই অধ্যয়ন করবেন যেগুলি তাঁর আত্মার এই সমস্ত গুণাবলী গড়ে তোলার সহায়ক। অন্যান্য বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে এই সমস্ত জ্ঞান এবং বিচার-বিবেচনা দ্বারা ব্যক্তি তার চরিত্র সংযত রাখার অনুশীলন করবেন। একইসঙ্গে পাশবিক এবং অসংযত সুখলাভ থেকে বিরত থাকবেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য সুন্দর বা শক্তিশালী হওয়া নয় - যদি সে মিতাচারী বা আত্মসংযমী হতে সক্ষম না হয় তবে এগুলি অর্থহীন বলা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি সর্বদা আত্মার সঙ্গে দেহের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করবেন আর তার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ অনুভব করবেন।^{১৪} সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও একই নীতি এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তি কখনোই জগতের মিথ্যা প্রশংসা বা সাধুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পদের স্তূপ তৈরি করে নিজেকে অনন্ত সমস্যার মধ্যে নিয়োজিত করবেন না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পদ লাভের ও ব্যায়ের ক্ষেত্রে কিছু নীতি অনুসরণ করবেন এবং যাতে জগতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। একইরকমভাবে ব্যক্তি শুধু সেই সমস্ত সম্মানগুলিকে অনুমোদন করবেন এবং উপভোগ করবেন যেগুলি তাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে উন্নীত করে। এমন কোনো সম্মান তিনি গ্রহণ করবেন না যেগুলি তাঁর জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং চারিত্রিক অবনতি ঘটায়।

প্লেটো এখানে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে সুখী ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও তিনি তত্ত্বগতভাবে আদর্শ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির যথার্থ রূপ বিষয়ে তাঁর অভিমত দিয়েছেন, তথাপি

^{১৪} Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888, p. 305.

আমাদের বাস্তবিক জীবনেও তার এই নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং গ্রহণযোগ্য বলা যায়। যদি আমরা প্রত্যেকেই এই নীতি বা আদর্শ মেনে কর্মে লিপ্ত হই তবে প্রকৃতই তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মনে হয়।

গ. ফিলেবাস

ফিলেবাস প্লেটোর অন্তিম জীবনের রচনা বলা যায়। এই গ্রন্থে প্লেটো মূলত ব্যক্তি জীবনের মূল লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেবলমাত্র সুখলাভ করাই কি মানুষের উদ্দেশ্য, না-কি জ্ঞানলাভ বা অন্য কিছু ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? এই গ্রন্থে মূলত সক্রটিস ও তাঁর সংলাপ সহযোগী প্রোটোরকাস এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে ফিলেবাস-এর মতামত উত্থাপন করা হয়েছে। এই সংলাপে সক্রটিস প্রথমে বক্তব্য উত্থাপন করছেন এবং প্রোটোরকাসকে এই সংক্রান্ত দুটি সম্ভাব্য কোটির উত্থাপন করার প্রস্তাব দিয়ে বিষয়টিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করছেন। ফিলেবাস বলেন- সমস্ত প্রাণীর কাছে সুখ শুভ বিষয় এবং সেক্ষেত্রে সুখে ও আনন্দে জীবনযাপন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন সুখলাভের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই শুভ বা মঙ্গলজনক। অন্যদিকে সক্রটিসের মতে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা (intelligence), স্মৃতি (memory), সঠিক মতামত (right opinion), বিচারবুদ্ধি (true reasoning) সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সুখলাভের তুলনায় অধিক মূল্যবান। এই বিষয়গুলি যেমন বর্তমান জীবিত প্রাণীদের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক, তেমনই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এগুলি বিশেষ লাভজনক বিষয়।^{১৫} এ বিষয়ের সত্যতা অনুসন্ধানে আমাদের যা যা

^{১৫} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, pp.12-13.

করণীয় তা করা উচিত। এক্ষেত্রে আমাদের আত্মার এমন কিছু অবস্থার দিকে নজর রাখতে হবে যা ব্যক্তিকে সুখী জীবন প্রদানের সপক্ষে প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়। আর তাই একদিকে থাকবে সুখ সম্পর্কিত বিষয় আর অন্যদিকে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা সেই সম্পর্কিত বিষয়। যদি আমরা এই দুই কোটির থেকে উন্নত কোনো অবস্থার সন্ধান পাই এবং সেটা যদি অধিক সুখলাভের বিষয় হয়, তাহলে এই সুখলাভ সম্পর্কিত জীবন বুদ্ধিমত্তা বা বিচারবুদ্ধি সম্পর্কিত জীবনকে অতিক্রম করবে বলা যায়। আবার বিপরীত ভাবে যদি সেটা জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে সুখ (pleasure) পরাজিত হবে। কিন্তু ফিলেবাস সুখকেই বিজয়ী হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে সক্রেটিস ঈশ্বরকে স্মরণ করে এই সত্যতা অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন।

সক্রেটিস এই বিষয়টিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে খুব সুচারু ভাবে পরীক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি সুখের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করে বলেন এগুলি একটি অপরের তুলনায় ভিন্ন। যেমন একজন অনৈতিক ব্যক্তি সুখ অনুভব করেন, তেমন একজন নৈতিক ব্যক্তিও সুখ অনুভব করে থাকেন। তবে নৈতিক ব্যক্তির সুখানুভব অনৈতিক ব্যক্তির থেকে ভিন্ন, কেননা সে নৈতিক পথেই জীবন অতিবাহিত করেন। আবার কোনো বিচার-বিবেচনাহীন ব্যক্তি মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েও সুখ অনুভব করতে পারেন অথবা বুদ্ধিমান ব্যক্তিও যথাযথ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুখ অনুভব করতে পারেন। সুতরাং এই বিভিন্ন প্রকারের সুখ-কে যদি কোনো ব্যক্তি একই বলে বিবেচনা করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই বোকা বলতে হবে।^{১৬}

^{১৬} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 15.

বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন সম্ভব হতে পারে তেমনই বৈসাদৃশ্যও সম্ভব হতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রোটোরকাসও সক্রোটিসের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন বিভিন্ন সুখ একে অপরের থেকে ভিন্ন, যেহেতু তাদের উদ্ভব বিপরীত কোন কিছু থেকে হয়। তবে সক্রোটিস বলেন প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পরের বিপরীত নয়, সুখানুভব সুখানুভবের বিপরীত বিষয় নয়। আবার তিনি একথাও বলেন যে জগতে কোনো বস্তুই সম্পূর্ণরূপে কোনো বস্তুর অনুরূপ হয় না। তিনি বর্ণ বা রঙের (colour) উদাহরণ দিয়ে বলেন, সমস্ত বর্ণই আসলে বর্ণ বা রঙ। কিন্তু কালো বর্ণ যে শুধুমাত্র সাদা থেকে আলাদা তাই নয়, বরং সেটা সাদা বর্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই একই তুলনা আকারের (figure) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলা যায়।

ভালো ও মন্দ সুখের মধ্যে সেই সাধারণ উপাদানটির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যে কারণে এই সমস্ত আনন্দদায়ক বিষয়ের ক্ষেত্রে ‘শুভ’ বা ‘মঙ্গলজনক’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সকল প্রকার সুখদায়ক বিষয়গুলি যেমন একে অপরের সম্পূর্ণ সদৃশ নয় তেমন সম্পূর্ণ বিপরীতও নয় বলে সক্রোটিস মনে করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন রকমভেদ লক্ষ্য করা যায় তেমনই শুভ বা মঙ্গল (good) বিষয়ক মতামতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিদৃশ্যমান হয়। তাই আমাদের উভয় বিষয়ের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। সক্রোটিস এই ‘এক’ ও ‘বহু’ বিষয়টিকে একটি বিতর্কিত বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। ‘একের মধ্যে বহু আর বহুর মধ্যে এক’- বিষয়টি আসলে একটি চিরন্তন সমস্যা। একটি বিষয়ে সহমত হয়ে (জ্ঞান ও সুখ শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে অভিন্ন) তারপর যদি দুপক্ষ শুভ-এর শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন স্বীকার করেন তাহলে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়- এক কিভাবে বহু হতে পারে?

তিনি এক ও বহু বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে বলেন- আমাদের মুখ থেকে যে শব্দ নির্গত হয় সেটা আমাদের সকলের ক্ষেত্রে একই রকম। আবার অন্যদিকে সেটার অনন্ত রকমভেদও আছে।^{১৭}

প্রোটোরকাস পূর্বের মূল আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন যেহেতু আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত শুভ বা মঙ্গলজনক বিষয়ের অনুসন্ধান, সুতরাং ফিলেবাস এবং সত্রেটিস এর বিরুদ্ধ মতগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক।^{১৮} সত্রেটিস সুখ-কে (pleasure) কখনোই শুভ (good) বা শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবি করেননি। তাঁর মতে কেবল সুখ অথবা কেবল বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কখনোই শুভ জীবনলাভ সম্ভব নয়। বরং এই দুইয়ের মিশ্র জীবন-ই আমাদের কাম্য হতে পারে।^{১৯} এক্ষেত্রে তিনি বলেন, শুভ-কে অবশ্যই অন্য সমস্ত কিছুর তুলনায় যথাযথ (perfect) এবং যথোচিত (adequate) হতে হবে। সুখদায়ক জীবন ও বুদ্ধিমত্তার জীবন-কে সুচারুরূপে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে উভয়কেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে দেখা প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে যদি কোনো একটি শুভ বা শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অতিরিক্ত অন্য কোনো কিছু তার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন পড়বে না; কিন্তু এদের কোনোটির মধ্যে যদি অপর কিছু প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে আমরা যে প্রকৃত শুভ-র অনুসন্ধান করছি এটি তা নয়।

^{১৭} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 27.

^{১৮} Plato. *Plato's Examination of Pleasure*, p. 30.

^{১৯} Riel, Van Paul. *Pleasure and the Good Life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists (Philosophia Antiqua)*. Brill, 2000, pp. 18-19.

এই প্রসঙ্গে সক্রোটাস প্রোটোরকাসের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন- যদি তাকে সমগ্র জীবন সর্বোচ্চ সুখ উপভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে সেই সুযোগটি গ্রহণ করবে কিনা, এবং যদি সে সর্বোচ্চ সুখ প্রাপ্ত হয় তাহলে আর অন্য কোন কিছু প্রয়োজন বোধ হবে কিনা। তিনি প্রোটোরকাসকে সতর্কভাবে উত্তর প্রদানে অনুরোধ করেছেন এবং এমন সুখময় জীবনে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচারবোধ ইত্যাদির বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন। জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতি, সঠিক বিচারবোধ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে সক্রোটাস বলেন, এই বিষয়গুলি ব্যতীত ব্যক্তি কোনো ভাবেই বুঝতে সক্ষম নয় যে সে প্রকৃত আনন্দে আছে না-কি বেদনায় আছে। যেমন, ব্যক্তির যদি স্মৃতি (memory) না থাকে তাহলে সে অতীতে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখানুভবের স্মরণে সমর্থ হবে না। এবং বর্তমান সময়ে ব্যক্তি যে সুখ উপভোগ করছে ভবিষ্যতে তার কোনো স্মৃতি সম্ভব হবে না, অন্যদিকে, সঠিক বিচারবোধ না থাকার কারণে অতীতে প্রাপ্ত আনন্দের বিচার-বিবেচনা করাও সম্ভব হবে না। যদি বিবেচনা করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সুখ উপভোগ করার জন্য যে সামর্থ্য আবশ্যিক, তার অভাবে ব্যক্তির পক্ষে মানবিক জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে তার জীবন হবে কোনো প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর মত অথবা এমন প্রাণী যার শরীর খোলোক দ্বারা আবৃত।^{২০} এক্ষেত্রে বলা যায় সক্রোটাস যেন পূর্বোক্ত দুটি বিকল্পের (সুখ ও বৌদ্ধিকতার) মিশ্রিত জীবনকেই মূল্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন এই আলাপ-আলোচনার ফলাফল হিসেবে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, কোনো একটি জীবন বেছে নেওয়ার তুলনায় ওই দুই বিকল্প-এর মিশ্রিত জীবন-ই অধিক গ্রহণযোগ্য। যে দুটি জীবনের

^{২০} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 34.

কথা বলা হয়েছে তার কোনোটিই পৃথক পৃথক রূপে প্রকৃত শুভ জীবন হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।^{২১} তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে বিচারবুদ্ধিযুক্ত সুখের জীবনে (মিশ্রিত জীবন) কোন উপাদান যুক্ত হয়ে ওই জীবনকে শুভ বা মঙ্গলময় করে তোলে? সত্রেটিস দাবী করেন মিশ্র জীবনের সঙ্গে যে উপাদান যুক্ত হয়ে ওই জীবনকে মঙ্গলময় এবং কামনীয় করে তোলে তা অবশ্যই সুখ নয়, বরং তা প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি। আর যদি এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয় তাহলে সুখ কখনোই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী নয়।

সত্রেটিস সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বশীল বিষয়গুলিকে প্রথমে সীমিত এবং সীমাহীন এই দুই-শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ করেছেন এবং এই দুইয়ের মিশ্রণ থেকে যার সৃষ্টি সেটাকে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এবং পরবর্তীতে তিনি এই তিন শ্রেণীর সঙ্গে অপর আরেকটি শ্রেণীকে যুক্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যে সীমাহীন শ্রেণীর কথা বলা হচ্ছে সেটা কোনো না কোনো ভাবে বহু তা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ‘উষ্ণতর’ এবং ‘শীতলতর’- বিষয়ের সঙ্গে কম-বেশির একটা ব্যাপার জড়িত আছে। তাপমাত্রা (temperature) বিষয়টি সীমাহীন (unlimited) শ্রেণীর অন্তর্গত। আর অন্যদিকে ‘৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা’- তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ ৪০ যেহেতু সীমিত শ্রেণী আর তাপমাত্রা সীমাহীন শ্রেণী, তাই এটি এই দুইয়ের মিশ্রণ। একইভাবে শুভ-কেও যথাযথ মিশ্রণের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।^{২২}

^{২১} Harte, Verity. “Plato’s Philebus and the Value of Idle Pleasure.” *Oxford Scholarship Online*, 2018, pp. 115–16. *Crossref*, doi:10.1093/oso/9780198817277.003.0007.

^{২২} Cooper, Neil. “Pleasure and Goodness in Plato’s Philebus.” *The Philosophical Quarterly*, Vol. 18, No. 70, 1968, p. 13. <https://doi.org/10.2307/2218024>.

সক্রেটিস যে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটি হল সীমাহীন (unlimited) শ্রেণী, দ্বিতীয়টি সিমায়ীত (limit) শ্রেণী, তৃতীয়টি হল এই দুইয়ের মিশ্রণ, এবং চতুর্থটি হল এই মিশ্রণের ‘কারণ’। এক্ষেত্রে সক্রেটিস বুদ্ধিমত্তা ও সুখ- এই দুইয়ের মিশ্রিত জীবনকে তৃতীয় স্থানের অধিকারী বলে গণ্য করেছেন।^{২৩} সক্রেটিস ফিলেবাসের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন- সুখী অমিশ্র জীবনকে এর মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়? সুখ এবং বেদনা কি কোনো সীমা দ্বারা আবদ্ধ না-কি তাদের আমরা ‘কম’ (the more) ও ‘বেশি’ (the less) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলতে পারি? ফিলেবাস উত্তরে বলেন- ‘সুখ’ অবশ্যই ‘বেশি’ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এটিই সর্বোচ্চ শুভ রূপেই বিবেচিত হয়, কারণ গুণগত এবং মাত্রাগত দিক থেকে এটি অসীম গুণ সম্পন্ন।

জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ণয় করা খুবই সহজ বিষয় বলে সক্রেটিস মনে করেন। তিনি বলেন সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা স্বীকার করবেন, এই সমগ্র ধরিত্রীতে যুক্তি-বুদ্ধিই হল একমাত্র অধিপতি (king)।

সক্রেটিস প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন- এই জগত অযৌক্তিক এবং অন্ধ কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, না-কি এটা একটি আকস্মিক ঘটনা? অথবা আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেমন বলে থাকেন, এই সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হয় কোন আশ্চর্য যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক শক্তি দ্বারা? প্রোটোরকাস এক্ষেত্রে সহমত পোষণ করে বলেন এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদির আবর্তন ও বিন্যাস দেখলেই বোঝা যায় সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

^{২৩} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, pp. 51-52.

সক্রেটিস বলেন- আমাদের শরীর যে সমস্ত উপাদান দ্বারা গঠিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ঠিক একইরকম উপাদান দ্বারা গঠিত। আমাদের যদি আত্মা থাকে তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও আত্মা স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় আমাদের আত্মার উদ্ভব কোথা থেকে হল? এক্ষেত্রে সক্রেটিস পূর্বের সেই চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করে বলেন - সীমাহীন, সীমায়িত, মিশ্রণ, এবং তাদের কারণ- যা সমস্ত কিছুতে উপাদান রূপে বিদ্যমান। আমরা ধরে নিতে পারি এই চতুর্থ উপাদানটি আমাদের আত্মা। আমাদের শরীরসহ সমস্ত কিছুর দেখাশোনা করে, শরীরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং সকল প্রকার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করে যা তা হল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা- আর এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞা কেবল আত্মাতেই অবস্থান করে। আত্মা ব্যতীত জ্ঞান বা বিচারবোধ থাকা সম্ভব নয়। তিনি দুটি বিষয় স্মরণ রাখার নিদান দিয়েছেন- প্রথমত যুক্তি (reason) বা বিচারবোধ- যা 'কারণ' (cause) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং 'কারণে'র সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আর অন্যদিকে সুখ বা আনন্দ যা সীমাহীন শ্রেণীর অন্তর্গত।^{২৪}

সুখ বিষয়ক ধারণা ও প্রকারভেদ: সুখ-কে কখনোই ব্যথা-বেদনা থেকে পৃথক করে তার পরীক্ষণ সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। সুখ ও ব্যথা-বেদনা আসলে আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার বিষয় এবং এরা মিলিতভাবেই আবির্ভূত হয়ে থাকে। যখন প্রাণিজগতের সামাজ্য বা স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হয়, তারা বিভিন্ন সমস্যায় কবলিত হয় ও যন্ত্রণা অনুভব করে থাকে। আবার বিপরীতভাবে, যখন এই সামাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রাণীর সেই স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটে, তখন আমরা সেই অবস্থাকে সুখ নামেই অভিহিত করে

^{২৪} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 58.

থাকি। এমন অবস্থাকে তিনি অপচয়ের পরিপূরক রূপে সুখ (pleasure as replenishment of wastage) বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আমরা ক্ষুধা প্রবৃত্তিকে ব্যথা-বেদনা বা শান্তিভঙ্গের অবস্থা রূপে বিবেচনা করতে পারি, আর তদনুসারে খাদ্যগ্রহণ হল পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন আর সেটাই হল সুখ। একইরকম ভাবে তৃষ্ণা-ও এক প্রকার ক্ষয় বা বিনাশসূচক অবস্থা। সেক্ষেত্রে তরল জাতীয় পানীয় গ্রহণ এবং তাকে পুনরায় সেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই হল একপ্রকার সুখ। সহজে বলতে গেলে জীবের যখন স্বাভাবিক অবস্থার বিঘ্ন ঘটে তখন সে ব্যথা-বেদনা অনুভব করে আবার যখন সে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে তখন সে সুখ অনুভব করে বলে সফ্রেটিস মনে করেন।^{২৫}

প্রত্যাশা বা পূর্বানুমান (anticipation) থেকে প্রাপ্ত সুখ: কোনো কোনো সুখদায়ক বিষয়ের পূর্বানুমান বা প্রাক-প্রত্যাশার (anticipation) থেকে আত্মা যেমন সুখ অনুভব করে থাকে তেমনই বেদনাদায়ক অনুভূতির পূর্বানুমান থেকেও আত্মা স্মৃতির উপর নির্ভর করে ব্যথা-বেদনা অনুভব করে থাকে। বিশেষ অনুভূতি বলে একে ভিন্ন এক প্রকারের সুখ-দুঃখ বলা যেতে পারে।^{২৬} এই দুটি অভিজ্ঞতার কোনো মিশ্রণ না ঘটিয়ে যদি বিশুদ্ধভাবে একদিকে সুখ এবং অন্যদিকে বেদনাকে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে হয়তো আমরা সুখ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। সুখ এবং বেদনা অনেকটা শীতল ও উষ্ণ বিষয়ের মত বলে তিনি মনে করেন। অনুভূতির অনুষণে কোনো কোনো সময় এদেরকে আমরা গ্রহণ করি আবার কোনো

^{২৫} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 60.

^{২৬} Fletcher, Emily. "Plato on Pure Pleasure and the Best Life." *Phronesis*, vol. 59, no. 2, 2014, pp. 115–18. *Crossref*, doi:10.1163/15685284-12341263.

কোনো সময় বর্জন করি। সফ্রেটিস বিশ্বাস করেন- যে ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার জীবন নির্বাচন করেন তিনি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনো প্রকার সুখ-দুঃখানুভবের অধিকারী হন না। তিনি ঈশ্বরতুল্য জীবনযাপন করেন অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন সুখ-দুঃখ অনুভূতির উর্ধ্ব অবস্থান করেন, তিনিও তেমন বলা যায়।^{২৭}

দ্বিতীয় প্রকার সুখের উলেখ করে সফ্রেটিস বলেন, যা কেবলমাত্র আত্মার-ই অংশভুক্ত এবং স্মৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তাই এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বুঝতে হলে অনুভব (sensation) এবং স্মৃতি (memory) বিষয়ে আমাদের যথার্থ ধারণা থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে যা কেবলমাত্র শরীরে অনুভূত হয় এবং শরীরেই নিঃশেষ হয়ে যায়, যা আত্মাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম নয়। আবার এমন কিছু অনুভূতি আছে যেটা শরীর এবং আত্মা উভয় ক্ষেত্রেই অনুভূত হয় এবং সেক্ষেত্রে কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। আবার এমন অনুভূতির উলেখ করেছেন যেটা আমাদের শরীর এবং আত্মা কোনোটাতেই অনুভূত হয় না, অর্থাৎ অননুভূত থেকে যায়। এক্ষেত্রে সফ্রেটিস বলেন অননুভূত বিষয়টি কোনোভাবেই বিস্মরণ (forgetting)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যা কখনো স্মৃতির বিষয় হয়নি, কখনো অস্তিত্বমান নয়, তা অপসারিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রণানুভব যখন আত্মায় প্রভাব বিস্তার করে না সেই অবস্থাকে আমরা অ-সংবেদন বা অননুভব (non-sensation) বলতে পারি। আর যখন শরীর ও আত্মা উভয়ই একই সঙ্গে অনুভব করে এবং ক্রিয়াশীল হয়, তখন তাদের ক্ষেত্রে আমরা 'সংবেদন'

^{২৭} Dimas, Panos, et al. *Plato's Philebus: A Philosophical Discussion (Plato Dialogue Project)*. Oxford University Press, 2019, pp. 114-15.

বা ‘অনুভব’ পদটি ব্যবহার করতে পারি। আর এই সংবদেন বা অনুভব-এর সংরক্ষণ করা হল স্মৃতি (memory)। তবে স্মরণ (recollection) স্মৃতি থেকে কিছুটা ভিন্ন বলা যায়। যখন দেহ ও আত্মা- উভয়ে মিলে কোনো একটা বিষয় অনুভব করে এবং পরবর্তীতে আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে সেই বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করে সেটাকে তিনি ‘স্মরণ’ বলেছেন। আবার কোনো বিষয় বা অনুভব যখন স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়, তখন সেটাকে পুনরায় মনে করার যে প্রক্রিয়া, তাকেও ‘স্মরণ’ বলা হয়।^{২৮}

সুখের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদেরকে নিজেদের কামনা বাসনা’র প্রকৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং এই সম্পর্কিত বিষয়কে একপ্রকার কামনা-বাসনা বলে উল্লেখ করছেন। বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে একই নামে অভিহিত করার নীতি বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি ‘ওই ব্যক্তিটি তৃষ্ণার্ত’- একথার অর্থ সে জলের অভাব বোধ করছে। আর এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা বা কামনা (desire) হল সেই অভাব বা শূন্যস্থান পূর্ণ করা। যখন কোনো কিছু’র অভাব বোধ হয়, তখন অপর কোনো কিছু দ্বারা ব্যক্তির সেই শূন্যস্থান পূরণ করার ইচ্ছা বা বাসনা জাগে। জল পান করার বাসনা মানে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার বাসনা। সফ্রেটিস বলেন- তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এমন কিছু বিষয় আছে যেটা এই পরিপূরণের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সেটা কখনোই শরীর হতে পারে না, কেননা শরীরের পক্ষে শূন্য হওয়া সম্ভব না। তাই এক্ষেত্রে

^{২৮} Plato. *Plato’s Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, pp. 64-65.

একটি মাত্র বিকল্প অবশিষ্ট আছে, তা হল আত্মা। আর আত্মাই (soul) স্মৃতির মাধ্যমে সেই অভাব বা শূন্যতা পরিপূরণ-এর ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে।^{২৯}

ব্যক্তির সকল পরিকল্পনা, কামনা-বাসনা, প্রেরণা, নীতি নির্ধারণের বিষয়বস্তু আত্মার-ই অধিকারভুক্ত বিষয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের শরীরের অনুভূত বিষয় নয়। অর্থাৎ ক্ষয় (decay) ও সংরক্ষণ (preservation) এর সঙ্গে আমাদের সুখ ও যন্ত্রণানুভূতি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আর এভাবেই আমরা একটি প্রক্রিয়া থেকে আরেকটি প্রক্রিয়ায় অতিবাহিত হয়ে থাকি।

সক্রেটিস একটি অবস্থার উল্লেখ করে বলেন- যখন একদিকে যন্ত্রণা অনুভব হয় আবার একই সঙ্গে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আনন্দ-ও স্মরণ হয়। কখনও কখনও ক্ষয় প্রক্রিয়ার সঙ্গেও আমরা সেই ক্ষয় পরিপূরণ এর প্রত্যাশা করে থাকি। সুতরাং আমরা বলতে পারি কোনো প্রাণী যখন এই ক্ষয় পূরণের অবস্থা স্মরণ করে, তখন আসলে সে এক প্রকার সুখ অনুভব করে। আবার একই সঙ্গে যেহেতু সেই ক্ষয় প্রক্রিয়া চলমান সেহেতু সেই ব্যক্তি ব্যথা-বেদনাও অনুভব করে থাকে।^{৩০} এমন অবস্থাকে একই সঙ্গে সুখ-দুঃখ অনুভবের দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে তিনি আর একটি অবস্থার উল্লেখ করেন যেখানে আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি অথচ সেক্ষেত্রে ক্ষয়পূরণ-এর কোনো আশা আমাদের নেই। এক্ষেত্রে আমাদের দ্বিগুণ ব্যথা-বেদনা অনুভব হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

^{২৯} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, pp. 65-66.

^{৩০} Plato. *Plato's Examination of Pleasure*, p. 68.

সত্য - মিথ্যা সুখানুভব ও তাদের পারস্পরিক অবস্থান: সুখ বা ব্যথা-বেদনার কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ গুণাবলী নেই, তারা আসলে যেমন তেমনই থাকে। কিন্তু আমরা বাস্তবে তাদের কিছু গুণাবলী দেখতে পাই। যথার্থ মতামত ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে সুখ এবং অযথার্থ বা মিথ্যা মতামত ও অজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত যে সুখ- তাদের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ পার্থক্য আছে। যেহেতু ব্যক্তির মতামত কখনো সত্য হতে পারে আবার কখনো মিথ্যা হতে পারে, সুখ বা দুঃখ এই সত্য বা মিথ্যা মতামতের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। স্মৃতি এবং অনুভব-ই সর্বদা আমাদের অভিমত বা মতামত-এর উদ্ভব ঘটায় এবং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। যেমন- যদি কোনো ব্যক্তি দূর থেকে অস্পষ্ট কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায়, তাহলে সে আসলে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যে বিষয়টি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে বিষয়টি আসলে কি? এবং পরবর্তীতে সে যখন সঠিক উত্তর পায়, তখন সে নিজেকে বলে ‘ওটা আসলে কোনো ব্যক্তি’। আমাদের প্রত্যক্ষ অনেক সময় ভ্রান্ত হতে পারে। তবে তার সঙ্গে যদি সে স্থানে অন্যকোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং সে তার ঐ দৃশ্যমান বিষয়টিকে যদি বাস্তবিক ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে, অর্থাৎ যেটা সে মনে মনে ভেবেছিল সেটা যদি ভাষায় উচ্চারণ করে থাকে, তখন সেটা মতামত (opinion) থেকে বিবৃতি (assertion) হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যেটা পূর্বে অভিমত ছিল সেটা বিবৃতিতে পর্যবসিত হল।^{৩১} স্মৃতি এবং সংবেদন একত্রে আমাদের আত্মায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যখন আমাদের

^{৩১} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 74.

অভিজ্ঞতা সত্য হয় তখন আমাদের অভিমত বা মতামত এবং বিবৃতিও সত্য হয়। কিন্তু যখন এই অভিজ্ঞতা ভ্রান্ত বা মিথ্যা হয় তখন আমাদের বিবৃতিও মিথ্যা এবং বিপরীত হয়ে থাকে।

সুখ বা ব্যথা-বেদনা শরীরে অনুভূত হওয়ার পূর্বেই আত্মায় অনুভূত হতে পারে। একথা বলার অর্থ- ভবিষ্যত কোনো বিষয়ের প্রত্যাশা থেকে আমরা যে সুখ-দুঃখ অনুভব করে থাকি তা আত্মাতেই অনুভূত হয়। আর আমাদের আত্মায় অভিজ্ঞতা বিষয়ে যে চিত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে তা অতীত ও বর্তমানের মতো ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যদি কোনো ব্যক্তি ন্যায়, ধর্মপরায়ন এবং অন্য সবদিক থেকেই সুসম্পন্ন হন, তাহলে তিনি ঈশ্বরের কাছে মানুষ হন। এবং যদি কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ এর বিপরীত হন, যদি সমস্ত অশুভ লক্ষণ তথা অনৈতিকতার অধিকারী হন তাহলে তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের প্রিয় হতে অসমর্থ। সক্রেটিসের মতে নৈতিক-অনৈতিক উভয় ব্যক্তির অন্তরেই সুখানুভবের চিত্র অঙ্কিত থাকে। তবে অনৈতিক ব্যক্তির সুখ মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল বলে তিনি মনে করেন। অসৎ ব্যক্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা সুখ (false pleasure) অনুভব করেন আর অন্যদিকে সৎ ব্যক্তিগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য সুখ (true pleasure) অনুভব করেন।^{৩২} অর্থাৎ আমাদের আত্মায় মিথ্যা সুখ ও ব্যথা-বেদনার অস্তিত্ব আছে এবং সেটা আসলে সত্য সুখেরই বিশেষ অনুকরণ।

সুখ-এর প্রসারের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা সুখ: দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা সুখানুভব বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেন- ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি এমন বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির

^{৩২} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 77.

ক্ষেত্রেও ওই একই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ এদের প্রতিটিই কোনো না কোনো সময় মিথ্যা হতে পারে। আর এই মতামত গুলির সত্যতা বা মিথ্যাভের ওপর ভিত্তি করেই আমরা শুভ মতামতকে অশুভ মতামত থেকে পৃথক করে থাকি। কোনো সুখ অশুভ বা মন্দ কিনা তা বিচার করার একমাত্র উপায় সেটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা। সেটি যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা বলব সেই সুখানুভূতিটি অশুভ বা মন্দ।

তৃতীয় প্রকার মিথ্যা সুখ ও ব্যথা-বেদনা: নিরপেক্ষ অবস্থা নির্ণয়ে সক্ষম না হওয়ার কারণে তৃতীয় প্রকার মিথ্যা সুখ ও ব্যথা-বেদনা স্বীকার প্রয়োজন বলে সক্রোটিস মনে করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যখন প্রাণী ক্ষয় হওয়া (emptying) ও ক্ষয়পূরণ, পৃথকীকরণ ও সংযুক্তকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির সাক্ষী হয় এবং তার স্বাভাবিক অবস্থার বিপ্লব ঘটে তখনই সে ব্যথা-বেদনা অনুভব করে থাকে। আবার যখন প্রাণী তার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে তখন সে সুখ অনুভব করে থাকে। আমাদের শরীর যদি এমন কোনো অনুভবের সাক্ষী না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যেমন সুখ অনুভব করব না তেমনই ব্যথা-বেদনাও অনুভব করব না।

সক্রোটিস-এর মতে তিন ধরনের জীবন হল- আনন্দময় জীবন, ব্যথা-বেদনাদায়ক জীবন এবং সুখ বা ব্যথা-বেদনাহীন জীবন। তাঁর কথায় তৃতীয় অবস্থাটি কখনোই সুখদায়ক অবস্থা রূপে বিবেচ্য নয়। তিনি উদাহরণ দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেন কেন সুখী অবস্থাকে ব্যথা-বেদনাহীন অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা উচিত নয়। তাদেরকে সঠিক ভাবে বিচার-বিবেচনা না করে কখনোই কোনো অবস্থাকে সুখ বা ব্যথা-বেদনা বা মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা

রূপে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আমরা সাধারণত এমনটাই করে থাকি এবং ব্যথা-বেদনহীন অবস্থাকে আনন্দময় অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্লেটো তিন বা চার প্রকারের মিথ্যা সুখ-এর বিভাগ করেছেন-

১) মিথ্যা প্রত্যাশিত সুখ ২) মাত্রার ত্রুটির কারণে মিথ্যা সুখ ৩) নিরপেক্ষ অবস্থা বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত মিথ্যা সুখ। তবে কিছু ব্যাখ্যাকারগণ চতুর্থ প্রকার মিথ্যা সুখ-এর উল্লেখ করেছেন যেটার মিথ্যাত্ব ব্যথা-বেদনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উদ্ভূত হয়। যদিও ঐ প্রেক্ষিতে প্লেটো স্পষ্টভাবে তাদের মিথ্যা বলে উল্লেখ করেননি।^{৩৩}

সাধারণত আমরা দৈহিক সুখ-কেই সর্বোচ্চ সুখানুভব বলে বিবেচনা করে থাকি। সাধারণের মতে অসুস্থ ব্যক্তির তুলনায় সুস্থ ব্যক্তির সুখলাভের মাত্রা অধিক হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হন তখন অধিক পরিমাণে শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করে থাকেন; আর যখন তার স্বাভাবিক চাহিদাগুলি পূরণ হয়ে তৃপ্তি সাধন হয়, তখন তিনি অধিক সুখ অনুভব করে থাকেন। সুতরাং যদি সর্বোচ্চ সুখানুভবের অনুসন্ধান পেতে হয় তাহলে সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কোন ক্ষেত্রে সুখের বিস্তৃতি সর্বোচ্চ তীব্রতা পায় তা অনুসন্ধান করা। সক্রোটিস অসচ্চরিত্র ব্যক্তির সুখের সঙ্গে মিতাচার ব্যক্তির সুখের বিশেষ পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেন, মিতাচার ব্যক্তি তাঁর সংযত জীবন যাপনের মাধ্যমে সংযত সুখ লাভ করে থাকেন যা কখনোই মাত্রাধিক হয় না। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রাধিক সুখলাভে নিমজ্জিত হয়ে পরবর্তী কালে বিকৃত

^{৩৩} Carone, Gabriela Roxana. "Hedonism and the Pleasureless Life in Plato's Philebus."

Phronesis, Vol. 45, No. 4, 2000, p. 275. *Crossref*, doi:10.1163/156852800510225.

মস্তিষ্কে পর্যবসিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করতে পারি- যখন আত্মা এবং শরীর সুস্থ স্বাভাবিক থাকে তখন আমরা কোনোরকম সুখ বা ব্যথা-বেদনা অনুভব করি না। কিন্তু যখন অসুস্থ বা মন্দ অবস্থায় থাকি তখনই আমরা সর্বোচ্চ প্রকার সুখ বা ব্যথা-বেদনা অনুভব করে থাকি। আমরা এমন কিছু মিশ্র সুখ অনুভব করি যেগুলি কেবলমাত্র শরীরের সঙ্গে যুক্ত; অন্যদিকে এমন কিছু অনুভব আছে যেগুলি কেবলমাত্র আত্মার সঙ্গেই যুক্ত। আর তৃতীয়ক্ষেত্রে সুখ এবং ব্যথা-বেদনার একত্র মিশ্রণ আত্মা ও শরীর উভয়তেই অনুভূত হয়। এমন অনুভবকে কখনো সুখ আবার কখনো বেদনা হিসেবে বিবেচিত হয়।^{৩৪}

শরীর ও আত্মার মিশ্র সুখ: সক্রেটিস আত্মা ও শরীরের মিশ্র সুখ এবং কেবল আত্মার সুখ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করছেন যেখানে আত্মার অবস্থান শরীরের ঠিক বিপরীত, যেখানে দৈহিক সুখের বিপরীতে ব্যথা-বেদনার অবস্থান অথবা দৈহিক ব্যথা-বেদনার বিপরীতে সুখের অবস্থান। এছাড়াও অন্য আরেক প্রকার মিশ্র সুখ ও ব্যথা-বেদনা আছে, যেটা একমাত্র আত্মায় অনুভূত হয়ে থাকে, যেমন- ক্রোধ, ভয়, আকাজক্ষা, শোক, ভালোবাসা, আক্রোশ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি কেবল আত্মারই ব্যথা-বেদনা বলা যায়। তাঁর মতে আকাজক্ষা এবং বিলাপের (lamentation) সঙ্গে বিশেষভাবে সুখ এবং ব্যথা-বেদনা মিশ্রিত থাকে। আবার যে সকল ব্যক্তি বিয়োগান্তক নাটকের (tragedy) মজা উপভোগ করে থাকেন, তারাও একইভাবে আনন্দ অনুভব করেন আবার ক্রন্দন-ও করে থাকেন। যখন আমরা হাস্যরস সম্বন্ধিত কোনো বিষয় উপভোগ করি তখনও এক্ষেত্রে সুখের সঙ্গে বেদনা

^{৩৪} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 91.

মিশ্রিত থাকে। তবে আমরা যে ওই সমস্ত ঘটনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হই, তা অনুভব করা সহজ বিষয় নয়। পরহিংসা (malice) বিষয়টিও আত্মার ব্যথা-বেদনার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু এই পরহিংসা মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর অমঙ্গলে আনন্দিত হয়। আবার অজ্ঞতা (ignorance) বা বুদ্ধিহীনতাও এক প্রকার অশুভ বিষয়। হাস্যকর (ridiculous) বিষয়ের প্রকৃতিও সাধারণভাবে এক প্রকার মন্দতার (badness) সঙ্গে যুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

সত্য সুখ-এর বিভিন্ন প্রকার: যারা মনে করেন সকল প্রকার সুখই ব্যথা-বেদনার অবসান ঘটায় তাদের মতের আপত্তি করে সক্রোটস বলেন- এমন অনেক সুখ আছে যেগুলির প্রতিভাত রূপ ও বাস্তব রূপ সমান নয়। সেক্ষেত্রে আমাদের আত্মা ও শরীর যন্ত্রণানুভব থেকে মুক্তি প্রক্রিয়া যেমন অনুভব করে থাকে, ঠিক তেমন ভাবেই ব্যথা-বেদনাও অনুভব করে থাকে। কিছু সুখানুভব তাদের প্রকৃতিতেই সবসময় সুন্দর এবং তারা এক বিশেষ প্রকারের সুখ বহন করে চলে, যা অন্যান্য সুখের তুলনায় ভিন্ন। যে সকল বিষয়ের সঙ্গে বর্ণ বা রং যুক্ত আছে তাদের আমরা সুন্দর বলে আখ্যায়িত করে থাকি। শ্রুতিগোচর মধুর ও স্পষ্ট শব্দ বা বিশুদ্ধ একক সুরের ধারা অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও সুন্দর বলা যায়, অর্থাৎ তাদের প্রকৃতিতেই সুখ অন্তর্নিহিত থাকে। সুগন্ধ- আমাদের অল্পমাত্রায় সুখ প্রদান করে থাকে। তিনি সুখের দুটি প্রকারের কথা বলছেন- একটি অনুভবের সুখ ও অপরটি কোনো কিছু শিক্ষণ বা স্মরণ করা থেকে প্রাপ্ত সুখ। কোনো কিছু শেখা বা জানা থেকে যে সুখ প্রাপ্ত হয়, সেখানে যদি প্রকৃত কোনো ক্ষুধা জড়িত না থাকে, তাহলে কোনো ব্যথা-বেদনা অনুভব হয় না। আমরা যা শিখেছি বা জ্ঞান লাভ করেছি তা বিস্মরণের সময় আমরা কোনো

ব্যথা-বেদনা অনুভব করি না। সুতরাং আমরা বলতে পারি জ্ঞানলাভ থেকে যে সুখ অনুভূত হয় সেটা ব্যথা-বেদনার সঙ্গে মিশ্রিত নয়।^{৩৫}

এক্ষেত্রে তিনি ব্যাপ্তি বা তীব্রতার পরিবর্তে বিশুদ্ধতাকেই সত্যতার প্রতীক রূপে গণ্য করেছেন। যে সকল সুখানুভব তীব্র হয় সেগুলিকে আমরা অসংযত সুখ বলে চিহ্নিত করতে পারি। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর যে সকল সুখ অধিক তীব্র মাত্রায় অনুভূত হয় এমন ধরনের সুখ-কে সীমাহীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এমন সুখ অধিক অথবা কম মাত্রায় আমাদের শরীর ও আত্মায় সমরূপে অনুভূত হয়ে থাকে। সুখ-এর দিক থেকেও ব্যথা-বেদনাহীন বিশুদ্ধ সুখ পরিমাণে যেমনই হয়ে থাকুক তা মিশ্র সুখের তুলনায় অনেকগুণ বেশী আনন্দদায়ক, সুন্দর এবং সত্য বলে সক্রটিস মনে করেন।^{৩৬}

প্রক্রিয়া রূপে সুখ- উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে বৈপরীত্য: সুখলাভের প্রক্রিয়া ও তার উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে বৈপরীত্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সক্রটিস বলেন- সুখ আসলে কোনো কিছু 'হওয়া' (to be) বোঝায়। এর থেকে আলাদা করে সুখ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনি দু-প্রকার বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার বিষয় স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। আর অন্য প্রকারটির অন্যের ওপর নির্ভরশীল। একটি প্রকৃতিগতভাবেই গৌরবের, আর অন্যটি তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট। একদিকে কিছু 'হয়ে ওঠার' প্রক্রিয়া (Becoming), অন্যদিকে কিছু 'অস্তিমানতা' (Being) বা সত্যায়িত হওয়া- এখন প্রশ্ন হল 'হয়ে ওঠার' খাতিরে 'অস্তিমান' না-কি 'অস্তিমান' এর জন্য 'হয়ে ওঠা'? সক্রটিসের

^{৩৫} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 101.

^{৩৬} Plato. *Plato's Examination of Pleasure*, p. 105.

মতে, কোনোকিছু অস্তিত্বমান হওয়ার জন্যই ‘হয়ে ওঠার’ প্রক্রিয়া সজ্জাটিত হয়ে থাকে। সেটা কোনো যন্ত্র সামগ্রীর মাধ্যমে হতে পারে বা কোনো উপাদান সামগ্রীর মাধ্যমে হতে পারে। তবে অস্তিত্বমান (Being) হওয়ার কারণেই ‘হয়ে ওঠা’ (Becoming) প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে। অর্থাৎ সমগ্র ‘হয়ে ওঠা’ প্রক্রিয়াটি আসলে ‘সত্তাবান’ বা ‘অস্তিত্বমান’ হওয়ার জন্যই সংগঠিত হয়ে থাকে। আর ‘সুখ’ যদি প্রকৃতপক্ষেই ‘হয়ে ওঠার’ একটি প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই কোনো কিছু ‘সত্তাবান’ বা ‘অস্তিত্বমান’ (Being) হওয়ার কারণেই তা ঘটে থাকে। সুখানুভব আসলে ‘হয়ে ওঠার’ একটি প্রক্রিয়া, যা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। সুখ যদি ‘হয়ে ওঠা’ (Becoming) প্রক্রিয়া হয় তবে তা কখনোই শুভ বা মঙ্গল (good) শ্রেণীর অধীনস্থ নয় বলে তিনি মনে করেন।^{৩৭}

আসলে তিনি ‘হয়ে ওঠা’ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সুখ-এর সম্বন্ধ এবং ‘অবসান হওয়া’ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যথা-বেদনার সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। ক্ষয় হওয়া বা হ্রাস পাওয়া প্রক্রিয়ার ফলেই ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয়। এছাড়াও তৃতীয় আরেক প্রকার বিকল্পের উল্লেখ করেছেন যেক্ষেত্রে সুখ বা ব্যথা-বেদনার কোনটাই অনুভূত হয় না, যেটাকে তিনি বিশুদ্ধ চিন্তাশীল জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন।^{৩৮}

জ্ঞানের শ্রেণীকরণ: সক্রেটিস জ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং যুক্তি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন এবং এদের বিশুদ্ধ উপাদানগুলির সঙ্গে সুখের প্রকৃত সত্য

^{৩৭} Fletcher, Emily. “Plato on Pure Pleasure and the Best Life.” *Phronesis*, Vol. 59, No. 2, 2014, pp. 119–20. *Crossref*, doi:10.1163/15685284-12341263.

^{৩৮} Plato. *Plato’s Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 111.

অংশগুলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দু-প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন- (১) প্রায়োগিক জ্ঞান (technical knowledge), যা প্রযুক্তিগত শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, এবং (২) শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞান। সুখের ক্ষেত্রে একটি সুখ যেমন অপর একটি সুখ থেকে বিশুদ্ধ হয়, ঠিক তেমন ভাবেই এক প্রকার জ্ঞানও অন্যপ্রকার জ্ঞান থেকে বিশুদ্ধ হয়। যেহেতু বিভিন্ন বিষয় ও শিল্পকর্মে যথার্থতার মাত্রাভেদে লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু এই যথার্থতার দিক থেকেও বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে মাত্রাভেদ করা সম্ভব। যে সকল শিল্পকর্মে দার্শনিক প্রচেষ্টা যুক্ত আছে, তার গণনা, পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়গুলি যথার্থ ও সত্যতার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় উচ্চমানের। যুক্তির সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে এমন প্রকৃত অস্তিত্বশীল, সত্য, অপরিবর্তনীয় সংশয়াতীত জ্ঞানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন জ্ঞানকে অন্য সকল জ্ঞানের মধ্যে সত্য জ্ঞান রূপে বিবেচনা করা যায়।

শুভ জীবন হল শুভ কিছুর মিশ্রণ: আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল সুখ এবং বৌদ্ধিকতার মিশ্র জীবনই আমাদের কাম্য এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সুখ ও বৌদ্ধিকতা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে কিছু সত্য ও বিশুদ্ধ আর কিছু মিথ্যা ও অবিশুদ্ধ। ফিলেবাসের মতে সুখ হল সমস্ত জীবের মূল অতীষ্ট বিষয়। তাঁর মতে সুখই একমাত্র বিষয় যেটি সকলের জন্য শুভ। সুখ (pleasure) এবং শুভ (Good) আসলে একই বিষয়ের দুটি পরিভাষা, যেহেতু প্রকৃতিগত ভাবে এই দুটি অভিন্ন। সক্রেটিস দাবি করেন এ-দুটি আসলে অভিন্ন বিষয় নয়;

এরা প্রকৃতপক্ষে দুটি ভিন্ন বিষয় এবং এদের নাম-ও ভিন্ন। শুভত্বের দিক থেকে বিচার করলে সুখের তুলনায় বুদ্ধিমত্তার (intelligence) স্থান অনেক উচ্চতর বলতে হয়।^{৩৯}

বিশেষ মর্যাদার দিক থেকে বিচার করলে শুভ-কে অন্য সকল বিষয় থেকে ভিন্ন বলতে হয়। যদি কোনো প্রাণী স্থায়ীভাবে শুভত্বের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে তাঁর আর অন্য কোনো বিষয়ের প্রয়োজন হয় না। এটি প্রকৃত সন্তোষসাধনে সক্ষম। সুখ এবং বুদ্ধিমত্তা-কোনোটিই এককভাবে সকল ব্যক্তির নিকট সর্বোচ্চ শুভ বিষয়রূপে গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে স্মৃতি, বৌদ্ধিকতা, জ্ঞান, সত্য-মতামত ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে। সুখ বিহীন কেবল বুদ্ধিমত্তার জীবন বা প্রজ্ঞা বিহীন কেবল সুখানুভবের জীবন কখনোই প্লেটোর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি জ্ঞান এবং সুখানুভবের মিশ্র জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

শুভ জীবনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান ও সুখ: শুভ জীবনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জ্ঞান ও কোন প্রকার সুখ গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যদি সকল প্রকার বুদ্ধিমত্তা ও সকল প্রকার সুখ একত্রে মিশ্রন করা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে সক্রোটিস যুক্তি দ্বারা সুখের সঙ্গে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচারবোধ ইত্যাদির বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি সত্য ও বিশুদ্ধ সুখ ও যথার্থ জ্ঞান-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এদের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তবে এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, আত্ম-সংযম ও বিভিন্ন সদগুণাবলীর সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। মিশ্র জীবনে শুভত্বের প্রকাশ-সৌন্দর্য

^{৩৯} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 125.

(beauty), সুসমতা (proportion) ও সত্যতা (truth)- এই তিন প্রকারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুন্দর কোনো বিষয়ের মধ্যেই আমরা শুভত্বের স্বাক্ষর পেয়ে থাকি। সমানুপাত এবং পরিমাপ শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর এক্ষেত্রে সত্যতা বিশেষভাবে অঙ্গীভূত থাকে।

শুভ-কে সত্যতা, সমানুপাত এবং সৌন্দর্য - এই তিনটি বিষয়ের সংযোগে অনুসন্ধানের চেষ্টা করে তিনি বলেন, সুখ অনেকটাই শিশুর মত, প্রজ্ঞার (Reason) সঙ্গে যার কোনো যোগাযোগ নেই। অন্যদিকে প্রজ্ঞা বা যুক্তিবোধ সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন না হলেও জগতের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এটি সত্যের নিকটবর্তী এবং জগতের সর্বোচ্চ সত্য বিষয়ক।^{৪০} অন্যদিকে পরিমাপ বা পরিমিতির (Measuredness) দিক থেকেও যুক্তিবোধ সুখের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন।

শুভ-এর শ্রেণীবিভাগ: সত্রেটিস শুভ বা মঙ্গলের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং এক্ষেত্রে সুখ-এর স্থান সর্বনিম্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন জগতের সকল অধিকৃত বস্তুর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে পরিমাপ সম্বন্ধিত বিষয় (the region of measure)। যা-কিছু পরিমিত, আধিক্যহীন (moderation), যথাযথ (appropriateness) সে যে নামেই নির্দেশিত হোক, তা প্রথম স্থানের অধিকারী বলা যায়। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল- যা কিছু সমানুপাতিক (proportioned), সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুন্দর, সম্পূর্ণ, পর্যাপ্ত, ত্রুটিহীন (perfect) ও সন্তোষজনক (satisfying)। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা-কে তিনি তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। চতুর্থ স্থানে

^{৪০} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 137.

তিনি এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলি আমাদের আত্মায় বিশেষভাবে সম্বদ্ধ হয়ে আছে। যেমন- বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সঠিক মতামত প্রভৃতি বিষয়গুলি সুখের তুলনায় শুভ বা মঙ্গলের অধিক সদৃশ এবং আত্মার অধিগত বিষয় বলে তিনি মনে করেন। আর পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে আত্মার নিজস্ব বিশুদ্ধ সুখ, যেটা প্রকৃতপক্ষে ব্যথা-বেদনা হীন অবস্থা।^{৪১} সুখের তুলনায় প্রজ্ঞা-কেই মানবজীবনের ক্ষেত্রে অধিক হিতকর রূপে গণ্য করা হয়েছে। প্রজ্ঞা ও সুখ এদের কোনোটিই যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর্যাপ্ত, সন্তোষজনক ও ত্রুটিহীন নয় তাই তারা প্রকৃত শুভ হওয়ার যোগ্য নয়। সাধারণ ব্যক্তি শুভ জীবনলাভের ক্ষেত্রে সুখ-কেই জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে বিবেচনা করে থাকেন। দার্শনিকের গভীর চিন্তাশক্তি থেকে যে সত্যতা প্রকাশ পায়, যা যুক্তি-বিচার আকারে ব্যক্তির কাছে উপস্থাপিত হয়, তার তুলনায় কামনা-বাসনাগুলি অধিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। এভাবেই প্লেটো তাঁর *ফিলেবাস* গ্রন্থে প্রকৃত শুভ ও ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

^{৪১} Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945, p. 140.

তৃতীয় অধ্যায়

অ্যারিস্টটলের নিকোমেকিয়ান এথিক্স অবলম্বনে ইউডেমোনিয়া'র স্বরূপ ব্যাখ্যা

অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকে মানবীয় শুভ (human good) বা মঙ্গল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন সকল মানবীয় কর্মকাণ্ডেরই কোনো-না-কোনো শুভ উদ্দেশ্য থাকে। প্রতিটি কলা (art), বিজ্ঞান, অনুসন্ধান, প্রকল্প বা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো-না-কোনো শুভ-র ধারণা লক্ষ্যরূপে থাকে। তবে মানুষ ভেদে এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সুস্বাস্থ্য লাভের অনুসন্ধান, জাহাজ তৈরির শিল্পের উদ্দেশ্য হল জাহাজ নির্মাণ, সমরকৌশল এর উদ্দেশ্য বিজয় লাভ, অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ধন আমদানি। আর এই সমস্ত বিদ্যাকে যখন কোনও একটি লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন অন্তর্ভুক্ত সকল বিদ্যাসমূহ উচ্চতর লক্ষ্যটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অ্যারিস্টটল মনে করেছেন, যদি আমাদের এমন কোনো লক্ষ্য থাকে যেটা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা অন্য সমস্ত কিছু কামনা করি/কর্ম সম্পাদন করি, তাহলে সেই লক্ষ্যটি অবশ্যই সর্বোচ্চ শুভ এবং পরম শুভ (chief good)।

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতিকে একটি বিশেষ উচ্চতর বিদ্যা রূপে স্বীকার করেছেন। কেননা রাষ্ট্রনীতি সকল কর্ম প্রকল্প, বিজ্ঞান বা কলা-কে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন তথা, রাষ্ট্রের নাগরিকদের উন্নতিকল্পে বা রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে কোন প্রকল্প তথা বিজ্ঞান প্রয়োজন- তা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে থাকে। কাজেই এই বিজ্ঞান অন্য সকল বিজ্ঞান বা কলার উদ্দেশ্যকে তার অধীনস্থ করে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি অবশ্যই মানবীয় শুভ বিষয়। মানুষের সকল জ্ঞান এবং সাধনার উদ্দেশ্য অবশ্যই কোনো না কোনো শুভ বিষয়

প্রাপ্তি। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য-ও তেমনটাই। মানবীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শুভ অর্জন করাই এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র - উভয়ের লক্ষ্য একই বলে তিনি মনে করেন। তবে ব্যক্তি তুলনায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ।^১ কোনো ব্যক্তির পক্ষে যেমন এই লক্ষ্য লাভ মূল্যবান, তেমনই কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা মূল্যবান। সুতরাং এমন ধরনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অনুসন্ধান করাই আমাদের লক্ষ্য।

তাঁর মতে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা নির্ভুলভাবে যতটা জানতে পারি তার তুলনায় অধিক প্রত্যাশা করা আমাদের উচিত নয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যতটা নির্ভুল ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে সেটাকেই আমরা পর্যাপ্ত মনে করব। স্পষ্টতা বা নির্ভুলতা সমানভাবে সমস্ত আলোচনা থেকে আশা করা যায় না। যথাযথ ও মহৎ কর্ম বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে অনুসন্ধান করে থাকে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি নিজের স্বরূপ অনুসারে না হয়েও কেবল প্রথা বা রীতি অনুসারে অস্তিত্বশীল থাকে। আর ‘শুভ’ একইরকমভাবে পরিবর্তনশীল - অনেক ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ক্ষতিকর হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। ‘সম্পদ’ যেমন অনেকের কাছে ক্ষতির কারণ হয়, আবার অনেকের কাছে সাহসের বা ভরসার কারণ হয়।

অ্যারিস্টটল বলেন যে ব্যক্তির যে বিষয়ে ধারণা আছে, সেই ব্যক্তির সেই বিষয়ে সঠিক বিচার সম্ভব। আর যিনি সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি সাধারণভাবে একজন ভালো বিচারক। কোনো যুবক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত শ্রোতা হতে সক্ষম নন, কেননা তার জীবনে

^১ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 4.

ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ। যেহেতু সে আবেগপ্রবণ এবং আবেগ-
অনুভূতি দ্বারা চালিত, সেহেতু তার সমস্ত শিক্ষা এবং জ্ঞান ব্যর্থ ও অনর্থক। এক্ষেত্রে তার
উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ নয়, কেবল কর্মসম্পাদন করা। এমন অসংযমী (incontinent) ব্যক্তির
ক্ষেত্রে জ্ঞান কখনোই লাভজনক হয় না। তবে যে সকল ব্যক্তি যুক্তি (reason) অনুসারে
কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে জ্ঞান বিশেষ
লাভজনক ভূমিকা রাখে।^২ কোনো ব্যক্তি যদি ন্যায়, উন্নত চরিত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা
লাভ করতে চান তবে তার অবশ্যই সদ অভ্যাস চর্চা প্রয়োজন। এবং যিনি এই সদ অভ্যাস
চর্চা করেন তার কাছে অতি সহজেই এই বিষয়ে ধারণা লাভ সম্ভব বলে অ্যারিস্টটল মনে
করেন।

মানুষের জন্য শুভ কি- তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, সাধারণভাবে সুখ-দায়ক বা
আনন্দদায়ক অবস্থাকেই (happiness) শুভ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে সুখ-দায়ক
অবস্থা কি- সে বিষয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে মতবৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ব্যক্তিগণ আনন্দময়
অবস্থাকে সুখ, সম্পদ অথবা সম্মানের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন। আবার একই ব্যক্তি বিভিন্ন
সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে আনন্দময় অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। যেমন, যখন কোনো
ব্যক্তি অসুস্থ থাকেন তখন তিনি স্বাস্থ্যকে আনন্দময় অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আবার
যখন কোনো ব্যক্তি দরিদ্র তখন তিনি ধন-সম্পদ কে আনন্দময় অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন মনে
করেন। এই বিভিন্ন রকম শুভ ছাড়াও এমন কিছু শুভ আছে যেটা প্রকৃতই শুভ (good in

^২ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009,
p. 5.

itself) আর অন্য সমস্ত শুভত্বের কারণ। অ্যারিস্টটল জনপ্রিয় মতের উল্লেখ করে বলেন - সুখ, সম্মান, সম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শুভ রূপে প্রতিপন্ন করা হয়। এর সঙ্গে চতুর্থ একটি শ্রেণীর কথা তিনি উল্লেখ করেন যেটি চিন্তা বা মননশীল জীবন (contemplation)।

সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যক্তিই সুখের সঙ্গে শুভ বা আনন্দময় অবস্থাকে অভিন্ন রূপে দেখেন। আর এ কারণেই তারা উপভোগের জীবনকে ভালোবাসেন। তিনি তিন প্রকার জীবনের উল্লেখ করেছেন- প্রথমটি উপভোগের জীবন, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক জীবন এবং তৃতীয়টি হল চিন্তা বা মননশীল জীবন। জীবন-যাপনের বিশিষ্ট শ্রেণিগুলি বিচার করলে দেখা যায় উচ্চবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সুখদায়ক অবস্থাকে সম্মান-এর সঙ্গে অভিন্ন রূপে বিবেচনা করেন। সম্মান লাভ ব্যক্তির নিজের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয় এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। কিন্তু শুভ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তির নিজের উপর নির্ভর করে এবং অন্যের থেকে সেটা পাওয়া কঠিন। তবুও ব্যক্তি সম্মানের প্রতি আকৃষ্ট হন তার যোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাদের সদগুণাবলীর কারণেই পরিচিত ব্যক্তিগণের থেকেই সম্মান প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাদের কাছে সদগুণাবলী (virtue) হল উত্তম বা শ্রেষ্ঠতর। আর এক্ষেত্রে অনেকে সম্মান লাভের পরিবর্তে সদগুণাবলী অর্জনকেই রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য মনে করেন। সম্পদ শুধুমাত্র অন্য কিছু পাওয়ার খাতিরেই প্রয়োজন হয়। অনেকাংশে দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের কারণে সম্পদ লাভ বা অর্থ উপার্জন করা মানুষের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তবে মানুষ প্রকৃত অর্থে যে শুভ বিষয়ের অন্বেষণ করে, তা অবশ্যই সম্পদ নয়।

শুভ-এর আকার বা গঠন (form) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল সার্বিক শুভ (universal good) বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁর মতে, যেহেতু আমরা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী, তাই সত্যকে উদঘাটন করা আমাদের কর্তব্য। ‘শুভ’ শব্দটি বা পরিভাষাটি যেমন দ্রব্যের শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনই গুণ ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই শুভ বিষয়গুলির প্রকৃতিতেই অবস্থান করছে এবং সেটি সকল কিছুই পূর্ববর্তী। সকল শুভ বিষয়কে বোঝানোর মত কোনো সাধারণ ধারণা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্ত্বানামক (being) প্রত্যয়টির মতোই শুভ প্রত্যয়টির বিভিন্ন অর্থ আমরা দেখতে পাই। যেমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুভ – ঈশ্বর ও প্রজা, গুণাবলীর ক্ষেত্রে শুভ সৎ গুণাবলী, পরিমাণের ক্ষেত্রে শুভ পরিমিত বা যথাযথ, সময়ের ক্ষেত্রে শুভ সঠিক সময়, সঠিক সুযোগ আবার অবস্থানের ক্ষেত্রে শুভ সঠিক স্থান ইত্যাদি। সকল ক্ষেত্রেই শুভ বিষয় বিভিন্নভাবে অর্থপূর্ণ হতে পারে।

অ্যারিস্টটল শুভকে দু প্রকারে দেখতে বলেন- এমন শুভ আছে যা নিজ গুণেই শুভ এবং অন্যগুলি এই শুভ-এর নিরিখে শুভ। আর এক্ষেত্রে তিনি সদগুণ সম্পন্ন শুভ বিষয় থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভেদ বিচারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধিমত্তা বা দৃষ্টিশক্তি, সুখানুভব বা সম্মান - যদিও আমরা অন্য কিছুই খাতিরে অন্বেষণ করে থাকি তবুও অনেকে এগুলিকেই প্রকৃত শুভ বলে মনে করেন। আমরা যদি বলি শুভ এর আকার বা ধারণা ছাড়া অন্য কোনও কিছুই প্রকৃত শুভ নয়, তবে এই শুদ্ধ আকারটি শূন্য (empty)

হয়ে দাঁড়াবে। শুভত্বের দিক থেকে সম্মান, জ্ঞান এবং সুখানুভব পৃথক। সুতরাং শুভ কোনো একটি সাধারণ উপাদান নয় যা সকল শুভ-র ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম।^৩

অ্যারিস্টটল মনে করেন শুভ কোনো বস্তু নয়- যার বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শুভকে অন্বেষণ করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত শুভ এর ধারণা লাভ সম্ভব। চরম শুভকে অবশ্যই চূড়ান্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। অন্যান্য শুভ-এর সঙ্গে চূড়ান্ত শুভ (Final Good)-এর পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন- অন্যান্য শুভ-এর ক্ষেত্রে আমরা যেমন অন্য কোনো কিছু পাওয়ার খাতিরে সেটাকে কামনা করি, চূড়ান্ত শুভটি কেবল সেই শুভ-এর খাতিরেই কামনা করা হয়, অন্য কোনো কিছুর খাতিরে নয়।^৪

সুখ বা আনন্দানুভব ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। আনন্দানুভব আমরা কেবল আনন্দ লাভের জন্যই কামনা করে থাকি, অন্য কোনো কিছুর কারণে নয়। বরং অন্য সকল কিছু কামনা করা হয় সুখে থাকার কারণেই। তবে সম্মান, সুখ, যুক্তি এবং বিভিন্ন সদগুণাবলী আমরা আয়ত্ত করি তাদের নিজ গুণের কারণে। অনেক সময় এগুলি আমাদের যথাযথ ফল প্রদান করে না, তবুও এদেরকে আমরা আনন্দ অনুভবের খাতিরে নির্বাচন করে থাকি। এগুলির মাধ্যমেই আমরা বিচার করে থাকি যে আমরা আনন্দে থাকব।

সাধারণভাবে বলা যায় কেবল আনন্দ অনুভবের জন্যই আনন্দকে কামনা করা হয় অন্য কোনো কিছুর খাতিরে নয়। আর স্বয়ং সম্পূর্ণতার (self-sufficiency) দিক থেকেও এই

^৩ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 9.

^৪ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*, p. 10.

একই ফলাফল হবে বলে তিনি মনে করেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকেই বুঝে থাকি যিনি তার পরিবারের সঙ্গে, পিতা-মাতা-সন্তানাদি বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে বসবাস করেন। অ্যারিস্টটল একাকী বা নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকে কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন না।

আনন্দময় (eudaimonia/happiness) অবস্থাকে একটি চরম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন এবং এটাই আমাদের কর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলা যায়।^৫ এই অবস্থা চরম শুভ কিনা সে বিষয়ে তিনি বলেন, যদি আমরা মানুষের কার্যকলাপকে যথার্থভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম হই তাহলে চরম শুভ বিষয়টিকে নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। একজন ভাস্কর শিল্পীর, কোন বংশীবাদক বা কোনো চিত্রশিল্পীর অবশ্যই নিজ নিজ কর্মকাণ্ড আছে। আর শুভ বিষয় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত আছে। যেমনভাবে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের যেমন হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতির নিজ নিজ কিছু ক্ষমতা/গুণ আছে তেমনভাবেই মানুষেরও এগুলো থেকে আলাদা ভাবে এমন এক বিশেষ ক্ষমতা/গুণ থাকতে পারে। আর সেটাই আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষকে পৃথক করার জন্য তিনি মানুষের বিশেষ গুণাবলী প্রজ্ঞা, যুক্তি বা বিচার-বোধের দুটি অংশের কথা বলছেন- একটি যুক্তি অনুসারী জীবন এবং অন্যটি আমাদের চিন্তা ও বিচার ক্ষমতার অনুশীলন দ্বারা চালিত জীবন। আর যেহেতু যুক্তি অনুসারে জীবনের দুটি অর্থ হয়, তাই এক্ষেত্রে সেস অর্থ অ্যাক্টিভিটি বা

^৫ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 11.

কর্মতৎপরতার জীবনকেই বোঝাতে চেয়েছেন। যদি ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ মাত্রই আত্মার ক্রিয়াকলাপ হয় এবং সেটি যুক্তি-বুদ্ধি অনুসারে হয় তাহলে একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন সাধু ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ অভিন্ন বলতে হয়। যেমন বলা যায় একজন বীণা বাদক ও একজন সুশীল বীণা বাদক আসলে তারা উভয়ই বীণা বাদক। তবে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে, শুভত্বের নিরিখে তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু ভেদ থাকে। যিনি সুশীল বীণাবাদক তিনি অবশ্যই কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করে থাকেন। একজন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ খুব সুন্দর ভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকেন, আর এটি সম্ভব হয়ে থাকে আত্মার ক্রিয়াকলাপে সদগুণ চর্চার মাধ্যমেই। যদি সেক্ষেত্রে একাধিক সদগুণ থেকে থাকে তবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সদগুণ চর্চার মাধ্যমেই মানবীয় শুভত্বের প্রকাশ হয়ে থাকে।^৬

অ্যারিস্টটল আনন্দময় অবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস বা মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কিছু শুভকে বাহ্যিক রূপে বর্ণনা করেন; আর অন্যগুলি আত্মা বা শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেছেন; আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ ও প্রকৃত শুভ রূপে বিবেচনা করেছেন। আমাদের মানসিক কর্মকাণ্ডগুলিকেও আমরা আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করি। আর এই মতটিকে প্রাচীন দার্শনিকগণ সমর্থন জানিয়েছিলেন বলে তিনি মনে করেন। এই তত্ত্বের সঙ্গে অন্য আরেকটি বিশ্বাস বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হল- একজন সুখী ব্যক্তি শুভ জীবনযাপন করেন এবং শুভ কর্ম সম্পাদন করেন। আনন্দ অবস্থাকে শুভ জীবন যাপন করা এবং শুভ কিছু কর্মের মাধ্যমেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কোনো কোনো মতে

^৬ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 12.

সদগুণের সঙ্গে এই আনন্দ অবস্থাকে একাত্ম করে দেখে হয়, কেউ কেউ বাস্তবিক জ্ঞানের (practical wisdom) সঙ্গে আনন্দময় অবস্থাকে অভিন্ন বলে মনে করেন, অনেকে আবার কোনও প্রকার দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে (যেগুলির সঙ্গে সুখানুভব (pleasure) বিশেষভাবে সম্পর্কিত) এই অবস্থাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই সকল মতাদর্শগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে। যেসকল ব্যক্তিগণ আনন্দ অবস্থার সঙ্গে সদগুণকে অভিন্ন মনে করেন সেই মতবাদের সঙ্গে অ্যারিস্টটল-এর বক্তব্যের বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে। অ্যারিস্টটল বলেন, যে ব্যক্তি যে বিষয় পছন্দ করেন বা ভালোবাসেন সেটাই তার কাছে সুখদায়ক। যেমন যিনি অশ্ব পছন্দ করেন তার কাছে অশ্ব আনন্দদায়ক বিষয়, যিনি ন্যায়বিচার পছন্দ করেন তার কাছে ন্যায় কর্ম আনন্দদায়ক, আর সাধারণভাবেই যিনি সদগুণ অনুরাগী তাঁর কাছে সৎ কর্মকাণ্ডগুলি সুখকর। তবে সুখের বিষয় গুলিকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় কেননা তাদের স্বীকৃত কোনও বিষয়ই স্বগত সুখদায়ক নয়। যিনি আদর্শবান ব্যক্তি, তিনি প্রকৃত সুখদায়ক বিষয়গুলিতেই সুখ অনুভব করেন, আর এমন ব্যক্তি প্রকৃতই সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রকৃত সুখদায়ক বিষয়গুলি অতিরিক্ত কোনো সুখের প্রয়োজন পড়ে না। যে ব্যক্তি সদগুণসম্পন্ন কর্মকাণ্ডে আনন্দ অনুভব করেন না তাকে কখনোই শুভ বলা যায় না। যিনি নৈতিক কর্মকাণ্ডে আনন্দ অনুভব করেন না তাকে কখনোই নৈতিক ব্যক্তি বলা সঙ্গত হবে না। একইরকমভাবে যিনি উদারনৈতিক ক্রিয়াকর্মে আনন্দ অনুভব করেন না তাকে কখনোই উদার ব্যক্তি বলা সঙ্গত নয়। সবক্ষেত্রে যদি এমনটাই হয়ে থাকে তবে সদগুণসম্পন্ন ক্রিয়া অবশ্যই স্বগতভাবেই আনন্দদায়ক হবে।

কিন্তু তারা অবশ্যই সর্বোচ্চ মাত্রায় শুভ এবং মহৎ হবেন। এভাবেই আনন্দময় অবস্থাকে অ্যারিস্টটল জগতের শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ উচ্চস্থানীয়ও সুখদায়ক বিষয় রূপে উপস্থাপন করেছেন।^১

সুখ বা আনন্দময় অবস্থা কিভাবে লাভ করা সম্ভব সে প্রসঙ্গে তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন- শিক্ষণ, অভ্যাস, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আকস্মিকভাবে এই আনন্দময় অবস্থা অর্জন করা সম্ভব কি না। যদি ঈশ্বরের কাছে মানুষকে দেওয়ার মতো কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা শ্রেষ্ঠ সুখ বা আনন্দ বললে ভুল হবে না। আর সুখ বা আনন্দ যদি ঈশ্বর প্রদত্ত নাও হয়ে থাকে, যদি সেটা সদগুণ অথবা শিক্ষণ এর ফলস্বরূপ এসে থাকে, তবুও তা ঈশ্বর প্রদত্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এমতবস্থায় সদগুণের উদ্দেশ্য ও ফলাফলটি জগতের শ্রেষ্ঠ বলে তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, আনন্দময় অবস্থাকে আত্মার একটি বিশেষ সদগুণ সম্পন্ন ক্রিয়া রূপে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই আনন্দময় অবস্থার পূর্বশর্ত রূপে অন্যান্য অবশিষ্ট কিছু শুভ বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত, যে বিষয়গুলি সহকারি উপায় রূপে ব্যবহৃত হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নাগরিকদের শুভ ও নৈতিক সদগুণসম্পন্ন কর্মকাণ্ডে সমর্থ করে তোলায় বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। এক্ষেত্রে ন-মানব প্রাণীর আনন্দময় অবস্থার উল্লেখ করা হয় না, কারণ তাদের পক্ষে এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, যেমন শিশু বা কিশোর এর পক্ষেও এমন কাজ করা সম্ভব না।

কোনো ব্যক্তির সমগ্র জীবন পর্যবেক্ষণ না করা পর্যন্ত কি আমরা বলতে পারি না সেই ব্যক্তি সুখী? আমরা কি ব্যক্তির জীবনাবসানের পর বলতে পারি যে সে সুখী ছিল? এমন সকল প্রশ্ন

^১ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 14.

অ্যারিস্টটল উত্থাপিত করেছেন। ব্যক্তি সুখে থাকবে না দুঃখে থাকবে তা নির্ধারণ হয়ে থাকে তার সৎ অথবা অসৎ কর্ম দ্বারা। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন ব্যক্তির এমন কোনো কর্ম নেই যেটি সদগুণসম্পন্ন কর্মকাণ্ডের তুলনায় অধিক স্থায়িত্ব সম্পন্ন।^৮ যদি ব্যক্তির কর্ম দ্বারাই ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারিত হয়, কোনো সুখী ব্যক্তি অবজ্ঞেয় হতে পারে না। তার পক্ষে কখনোই কোনো ঘৃণ্য এবং অবমাননাকর কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়, আর এই জন্যই ওই ব্যক্তিকে প্রকৃত সৎ ও জ্ঞানী বলতে হয়। সদগুণাবলীকে প্রশংসনীয় বলা যায় কিন্তু সুখ বা আনন্দ প্রশংসার উর্ধ্ব বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। যে সকল বিষয়কে প্রশংসিত করা হয় সেগুলি অবশ্যই বিশেষ প্রকারের হয়ে থাকে এবং বিশেষ কিছু কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত থাকে। যেমন আমরা সাহসী, ন্যায়পরায়ন বা সদগুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রশংসা করে থাকি তাদের অনুরূপ কর্ম সম্পাদনের কারণে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুভ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু আনন্দিত অবস্থাকে এক ঐশ্বরিক বা সৌভাগ্যশালী উৎকৃষ্টতম অবস্থা রূপে বিবেচনা করা হয়। ইউডক্সাস (Eudoxus) ও প্রায় একই রকম কথা বলেছেন - যদি কোনো শুভ বিষয় প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য হয়েও প্রশংসিত না হয় তবে বুঝতে হবে সেটি প্রশংসাযোগ্য বিষয়ের তুলনায় উত্তম। প্রশংসাযোগ্য বিষয়গুলি কোনো না কোনো বিষয়ের নিরিখে প্রশংসার বিষয় হয়। আনন্দময় অবস্থা এইসকল প্রশংসিত ও নিখুঁত বিষয়গুলিরই অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হয়তো সেই চরম নীতি, যার খাতিরে আমরা সকল কর্ম সম্পাদন করে

^৮ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 17.

থাকি। এই নীতির প্রেক্ষিতেই অন্যান্য সকল বিষয়কে আমরা শুভ, ঐশ্বরিক এবং প্রশংসিত বলে বিবেচনা করে থাকি।

অ্যারিস্টটল আত্মার বিভাগ অনুসারে সদগুণের দুটি বিভাগ করেছেন— বৌদ্ধিক সদগুণ এবং নৈতিক সদগুণ। সুখ বা আনন্দ যেহেতু সদগুণ অনুসারে আত্মার কর্মকাণ্ডকে বোঝায় তাই তিনি সদগুণের প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। আর এভাবেই হয়তো আনন্দময় অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রকৃত ছাত্র এই সদগুণাবলী বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। আর আমরা যে মানবীয় শুভ এবং মানবীয় সুখ বা আনন্দের অন্বেষণ করছি তা কখনোই দৈহিক কোনো বিষয় নয় তা আত্মা সম্পর্কীয় বলা যায়। আর আনন্দময় অবস্থাকেও আত্মার একটি বিশেষ কার্যকলাপ রূপেই আমরা অভিহিত করে থাকি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু এই সকল মানবীয় শুভ বিষয়ে আলোচনা করে তাই একজন প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নকারীর আত্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর এই সমস্ত দিক বিচার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনায় উন্নততর বিজ্ঞান রূপে তিনি উল্লেখ করেছেন।^৯

আত্মার দুটি অংশ বা বৈশিষ্ট্য— একটি যৌক্তিক এবং অপরটি অযৌক্তিক। অযৌক্তিক বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং তা পুষ্টি ও বৃদ্ধি রূপে মানব শিশু ও জ্ঞানের মধ্যে দেখা যায়, আবার ন-মানব প্রাণীদের মধ্যেও থাকে। পরিণত মানুষ ব্যতীত প্রায় অন্যসব প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অ্যারিস্টটলের মতে যৌক্তিক উপাদান থেকে যে সদগুণ

^৯ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 20.

মানুষের মধ্যে আসে তার কিছু বৌদ্ধিক এবং কিছু নৈতিক। দার্শনিক জ্ঞান (Philosophic Wisdom), বিচারবোধ (Understanding) এবং বাস্তব জ্ঞান (Practical Wisdom) ইত্যাদি বৌদ্ধিক সদগুণ। অন্যদিকে উদারতা (liberality) এবং মিতাচার (temperance) নৈতিক সদগুণের অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে তার জ্ঞান বা বোধশক্তির তুলনায় সু-স্বভাব বা মিতাচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার জ্ঞান এবং মানসিক অবস্থার কারণে প্রশংসা করা হয়। আর ঐ সকল মানসিক অবস্থাকে আমরা প্রশংসনীয় সদগুণ রূপে অভিহিত করে থাকি।

নৈতিক সদগুণ একপ্রকার শিল্পকলার মতো, যেটা একই কার্যের পুনরাবৃত্তির বা অনুশীলনের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে বৌদ্ধিক সদগুণের উৎপত্তি এবং বিকাশের জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন হয়। তাই এক্ষেত্রে সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে নৈতিক সদগুণ অভ্যাসের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। গ্রিক শব্দ ‘Ethos’ (habit) থেকেই ‘moral virtue’ কথাটির উদ্ভব বলা যায়। আর কোনো নৈতিক সদগুণই প্রকৃতিগতভাবে বা স্বভাবত আমাদের মধ্যে উদ্ভিত হয় না। কেননা যা স্বভাববশত ব্যক্তির আয়ত্তাধীন তার অনুশীলনের প্রসঙ্গ থাকে না, আবার যা প্রকৃতিগতভাবে অস্তিত্বশীল তার বিরুদ্ধ কোনো বিষয় অভ্যাস করা সম্ভব হয় না। কোনো পাথরখন্ড প্রকৃতিগতভাবেই নিম্ন দিকে চালিত হয়, সেটাকে বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমেও উর্ধ্ব দিকে চালিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিগতভাবে যে বিষয়গুলি আমাদের কাছে আসে আমরা সেগুলির সুপ্ত সম্ভাবনাকে বুঝে উপযুক্ত কর্মের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তির প্রচেষ্টা করতে পারি। আমরা সদগুণগুলি অর্জন করে থাকি তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে। যেমন কোনো ব্যক্তি নির্মাণ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই নির্মাতা হয়ে

ওঠেন, যেমন কোনো বীণাবাদক তার শিল্প কার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই বীণা বাদক হয়ে ওঠেন, তেমন ভাবেই আমরা ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ন হই অথবা পরিমিত কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মসংযমী হয়ে উঠি। কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন আবার অন্যায়কারীও হয়ে উঠতে পারেন, আত্মসংযমী হতে পারেন আবার অসহিষ্ণু হতে পারেন। ব্যক্তি কৈশোর অবস্থায় যে অভ্যাস বা অনুশীলন করবে তা দ্বারাই তার চরিত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে।^{১০}

অ্যারিস্টটল এই প্রসঙ্গে বলেন, কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করা বা সদগুণ কি তা জানা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং কিভাবে আমরা নৈতিক সদগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি তা চেষ্টা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। কিভাবে আমাদের পক্ষে ওই ধরনের কার্য সম্পাদন করা উচিত হবে তা জানার জন্য ঐসকল কার্যকলাপের স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন। কর্ম-সম্পাদনকারী ব্যক্তিকেই নির্ধারণ করতে হবে কোন ক্ষেত্রে কোন যথাযথ নীতি অনুসারে কোন কার্য সম্পাদন করা উচিত। এক্ষেত্রে তিনি বলেন যেমন অত্যধিক মাত্রায় শরীরচর্চা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, একই রকমভাবে অতিরিক্ত বেশি বা কম মাত্রায় খাদ্য গ্রহণও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে সেই শরীরচর্চা বা খাদ্যগ্রহণ যদি পরিমিত হয়ে থাকে তবে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। বিভিন্ন সদগুণ যেমন- মিতাচার বা সাহস-এর ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি সর্বদা ভীতগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করেন তিনি কাপুরুষে পরিণত হন। আবার মাত্রাতিরিক্ত সাহসের কারণে ব্যক্তি বিপদের সম্মুখীন হন এবং বেপরোয়া হঠকারী

^{১০} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 24.

ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। একইভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত রকম সুখ ভোগে রত থাকেন, তিনি অসংযমী (self-indulgent) ব্যক্তিতে পরিণত হন। আবার যে ব্যক্তি সমস্ত রকম সুখ অনুভবকেই এড়িয়ে চলেন তিনি নিরাসক্ত বা অনুভূতিশক্তিহীন (insensible) ব্যক্তিতে পরিণত হন। অর্থাৎ মিতাচার ও সাহস এমন বিষয় যা মাত্রাধিক্য এবং মাত্রা স্বল্পতার কারণে অসদ হয় এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তা সদগুণ হয় বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন।^{২১}

সদগুণ সম্পন্ন কার্য সম্পাদন করে সুখ অনুভব আসলে একটি লক্ষণ, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির দ্বারা সদগুণ সম্পন্ন প্রবণতা অর্জিত হয়েছে। সুখ এবং দুঃখ কে আমাদের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন থেকে প্রাপ্ত চিহ্ন রূপে বিবেচনা করতে পারি। যে ব্যক্তি দৈহিক সুখ ভোগ করা থেকে বিরত থেকেও আনন্দে থাকেন তিনি অবশ্যই আত্মসংযমী ও মিতাচারী ব্যক্তি; অন্যদিকে যে ব্যক্তি বেদনা বা কষ্টে বিরক্ত বোধ করেন তিনি অবশ্যই অসংযমী। যিনি বিভিন্ন সমস্যার বিরুদ্ধে শক্তভাবে মোকাবিলা করে আনন্দ লাভ করেন তিনি অবশ্যই সাহসী ব্যক্তি; আর যিনি ব্যথা-বেদনা লাভ করে ভীত/হতাশাগ্রস্ত, তিনি হলেন কাপুরুষ।

অ্যারিস্টটল বলেছেন, নৈতিক সদগুণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অনেক সময়ে সুখ লাভের কারণেই আমরা অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হই আর ব্যথা-বেদনার ভয়ে শুভকর্ম থেকে বিরত থাকি। সদগুণ যদি ক্রিয়া ও আবেগ/অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং প্রতিটি আবেগ/অনুভূতি এবং প্রতিটি ক্রিয়া যদি সুখ এবং বেদনার সঙ্গে মিশে থাকে, তাহলেও সদগুণ সুখ এবং বেদনার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

^{২১} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 25.

জীবনে যে তিনপ্রকার বিষয় আমরা নির্বাচন করতে পারি আবার নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকতে পারি, সেগুলি হল - উন্নতচরিত্র বা আদর্শ সংক্রান্ত (the noble), সুবিধা বা লাভজনক (the advantageous), আনন্দদায়ক (the pleasant) বিষয়; আর বিপরীত দিকে নিকৃষ্ট (the base), ক্ষতিকারক (the injurious) ও বেদনাদায়ক (the painful) বিষয়। সং ব্যক্তি সঠিক লক্ষ্যে চালিত হয় এবং অসং ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে চালিত হয় এবং বিশেষত সুখের প্রতি চালিত হয়। সমস্ত প্রাণী সুখদায়ক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সমস্ত নির্বাচিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই সুখ বিশেষভাবে যুক্ত থাকে। এমনকি আদর্শ সংক্রান্ত ও উপকারী বিষয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক রূপে প্রতিভাত হয়। বাল্যকাল থেকেই এই বিষয়গুলির এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত অনুভূতির পরিসরে আমরা বড় হয়ে উঠি। আর এই সুখ-দুঃখের মাপকাঠিতেই আমরা আমাদের কর্মের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত হই। আর এ কারণেই এই সমগ্র বিষয়ের দার্শনিক বিচার প্রয়োজন।

ব্যক্তি যদি ন্যায়সঙ্গত এবং মিতাচারী কর্ম সম্পাদন করে থাকে তবে তাকে নৈতিক এবং মিতাচারী ব্যক্তি বলতে হয়। যেমন কোনো বৈয়াকরণিক ব্যাকরণ চর্চা করেন বলেই তিনি বৈয়াকরণিক। কোনো সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত চর্চা করে থাকেন বলেই তিনি সঙ্গীতশিল্পী। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল সদগুণ সম্পন্ন কর্ম-সম্পাদনকারীকে বিশেষ কিছু শর্ত অনুসরণের কথা বলেন— প্রথমত, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, তাকে অবশ্যই শর্তহীনভাবে ওই কর্ম নির্বাচন করতে হবে; তৃতীয়তঃ, দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় চারিত্রিক অবস্থানে থেকে কার্য সম্পাদন করতে হবে। কোনো নীতিবান ব্যক্তি বা আত্মসংযমী ব্যক্তি যেভাবে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন সেই অনুসারে কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমেই ব্যক্তি সদগুণ সম্পন্ন

হতে সক্ষম হবেন। এমন ধরনের কর্মসম্পাদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সদগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন।^{১২}

‘সদগুণ কি?’ এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অ্যারিস্টটল বলছেন- আত্মায় তিন প্রকার সামর্থ্য থাকে- আবেগ-অনুভূতি, সামর্থ্য এবং চারিত্রিক অবস্থা। সদগুণ এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই কোনো একটি হবে। আবেগ-অনুভূতি (passion) বলতে তিনি এখানে জৈবিক চাহিদা, ক্রোধ, ভয়, আত্মবিশ্বাস, আনন্দ, বন্ধুত্ব, ঘৃণা, কামনা, অনুকরণ, করুণা এবং আরো যে সমস্ত অনুভূতি সুখ অথবা ব্যথা-বেদনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত সেই বিষয়গুলিকে বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে সামর্থ্য বলতে সেই ক্ষমতাগুলি বুঝতে হবে যেগুলির উপস্থিতি জন্য আমরা অনুভব করতে সক্ষম হই। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ক্রোধাস্থিত হওয়া, বেদনা বোধ করা অথবা করুণা বোধ করা হল সামর্থ্য। চারিত্রিক অবস্থা বলতে বোঝায় সেই সকল বিষয় যার কারণে আমরা ওই আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে ভালো বা মন্দ হয়ে উঠি। যেমন বলা যায় যদি আমরা অত্যাধিক তীব্রভাবে বা খুব অল্প মাত্রায় ক্রোধ অনুভব করি তখন সেটা ক্ষতিকর; আর যখন আমরা এটাকে সম বা পরিমিত মাত্রায় অনুভব করি তখন সেটা ভালো। অন্যান্য আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার।

সৎ বা অসৎ গুণাবলী কোনোটাই আবেগ-অনুভূতি নয়। কারণ আবেগ অনুভূতির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিকে শুভ বা অশুভ বলা হয় না, বরং সদগুণাবলী বা অসদগুণাবলীর ভিত্তিতেই শুভ অশুভ বলা হয়ে থাকে। আমরা আমাদের আবেগ অনুভূতির জন্য কখনো প্রশংসিত বা নিন্দিত

^{১২} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 28.

হই না। কোনো ব্যক্তির ভয় বা ক্রোধ অনুভব করা কখনোই প্রশংসা বা নিন্দার মাপকাঠি নয়। আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে বলা যায় আমরা আবেগে তাড়িত হই। ক্রোধ এবং ভয় আমরা আমাদের সচেতন পছন্দব্যতীত অনুভব করে থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচনের কোনো স্থান নেই। আর এই আবেগ অনুভূতি অনুভব করার ক্ষমতা থাকার কারণে আমাদেরকে শুভ বা মন্দ বলে আখ্যায়িত করা হয় না। প্রকৃতিগত ভাবেই আমাদের এই অনুভব ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে আমরা ভালো বা মন্দ ব্যক্তি হই না।

তবে সদগুণ সক্রিয় নির্বাচনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু সদগুণ বা অসদগুণ আমাদেরকে চালিত করে এমন বলি না বরং এটি একটি বিশেষ প্রবণতা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যক্তি মনকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় নিয়ে যায়। আমাদের সদগুণ অথবা অসদগুণের কারণেই আমরা প্রশংসিত অথবা নিন্দিত হয়ে থাকি।

সদগুণ যদি আবেগ-অনুভূতি না হয় অথবা ধারণক্ষমতা (capacities) না হয় তাহলে সেটি অবশ্যই চারিত্রিক অবস্থা (states of character) হবে। অর্থাৎ জাতিগত দিক থেকে অ্যারিস্টটল সদগুণকে একটি চারিত্রিক অবস্থা বলে সম্বোধন করেছেন। নৈতিক সদগুণ হল একটি চারিত্রিক অবস্থা কোনো আবেগ-অনুভূতি নয় বা কোনো ধারণ ক্ষমতা নয়।^{১০}

নৈতিক সদগুণ হল একটি স্বাভাবিক প্রবণতা যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সম বা মধ্যবর্তী অবস্থাকে নির্বাচন করতে শেখায়। বলা যেতে পারে যে প্রতিটি সদগুণ কোনো না কোনো উৎকর্ষতা প্রকাশ করে। এই উৎকর্ষতা কোনো একটি কর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার

^{১০} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 29.

ক্ষমতা। যেমন চক্ষুর উৎকর্ষতার কারণেই আমরা ভালো ভাবে দেখতে সক্ষম হই। একইভাবে কোনো একটি ঘোড়ার শ্রেষ্ঠত্ব তার দৌড়াবার ক্ষমতা, আরোহীকে বহন করা ও শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। আর এটি যদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য হয়, তাহলে মানবীয় সদগুণ এমন একটি চারিত্রিক অবস্থা হবে যেটি ব্যক্তিকে সং ব্যক্তিতে পরিণত করবে ও তাঁর নিজ কর্মকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করবে।

এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল মধ্যবর্তী অবস্থা বা সম (mean) বলতে দুটি চরম অবস্থার মধ্যে এক অবস্থানকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা দুইটি চরম অবস্থা থেকে সমদূরবর্তী। বিষয়ের (object) দিক থেকে এটি সকলের ক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন। আমাদের প্রেক্ষিত থেকে এই অন্তর্বর্তী (intermediate) মানটি আসলে কোনো কিছুই মাত্রাধিক্য নয় আবার মাত্রাস্বল্প ও নয়। আপেক্ষিক হওয়ার কারণে এটি আমাদের সকলের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নয়। যেমন তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন বিষয়ের দিক থেকে যদি দশ সংখ্যায় অনেক হয় এবং দুই সংখ্যায় খুবই কম হয় তাহলে ছয় হল এর মধ্যবর্তী সংখ্যা। এটিকে তিনি গাণিতিক অনুপাতে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী অবস্থা এমনটি হবে না। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ পাউন্ড খাদ্য গ্রহণ অতিরিক্ত হয়ে থাকে এবং ২ পাউন্ড যদি সামান্য পরিমাণ হয়ে থাকে, তার থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে ৬ পাউন্ড খাদ্যই যথাযথ। কেননা এটিও কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে আবার স্বল্প-ও হতে পারে। কোনো ক্রীড়াবিদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটি স্বল্পমাত্রার হতে পারে। এভাবেই কোনো কর্মদক্ষ ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রা এবং

মাত্রা স্বল্পতার মধ্যে মধ্যবর্তী অবস্থাকে নির্ণয় করেন। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল বিষয়ের প্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী অবস্থা নয় বরং ব্যক্তির প্রেক্ষিতে মধ্যবর্তী অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন।^{১৪}

চরম অবস্থা শিল্প কর্মের শুভত্ব বিনষ্ট করে আর মধ্যবর্তী অবস্থা তা রক্ষা করে। একজন দক্ষ শিল্পী তাদের শিল্পকর্মে এই বিষয়ের প্রতি নজর রাখেন বলে তিনি মনে করেন। তবে সদগুণ যদি কোনো শিল্পকলার তুলনায় উন্নত এবং যথাযথ হয় তবে সদগুণকে অবশ্যই মধ্যম অবস্থা লাভের সামর্থ্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল মূলত নৈতিক সদগুণ এর কথাই বলছেন। এই নৈতিক সদগুণ আবেগ-অনুভূতি এবং ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আর সেই সঙ্গে ওই তিন অবস্থাও অর্থাৎ মাত্রাধিক্য, মাত্রা স্বল্পতা এবং মধ্যম অবস্থাও বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন ভয়, আত্মবিশ্বাস, জৈবিক চাহিদা, ক্রোধ, করুণা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়গুলি কখনো কখনো অত্যধিক মাত্রায় আবার কখনো স্বল্পমাত্রায় আমাদের অনুভূত হয়ে থাকে। আর এই দুটি ক্ষেত্রের কোনোটাই যথাযথ নয়। বরং সঠিক সময়ে, সঠিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক পথে মধ্যম অবস্থায় অনুভব করাই আসলে সদগুণ-এর বৈশিষ্ট্য।

একই রকমভাবে কর্মের ক্ষেত্রেও এই তিনটি অবস্থা অর্থাৎ মাত্রাধিক্য (excess), বা অসম্পূর্ণতা বা খামতি (defect) এবং তার মধ্যবর্তী অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ এই সদগুণ আসলে আবেগ অনুভূতি এবং কর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। মাত্রাধিক্য ও মাত্রাস্বল্পতা আসলে এক প্রকার ব্যর্থতা। আর মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন হল এক প্রকার সাফল্য ও

^{১৪} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 29.

প্রশংসা। এই সাফল্য এবং প্রশংসা-কে সদগুণেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। পরবর্তীতে তিনি পিথাগোরিয়ান মতবাদের উল্লেখ করে বলেন - অশুভকে অসীম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শুভকে সীমিত শ্রেণীর বলে গণ্য করা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হতে পারি কিন্তু সফলতা কোনো নির্দিষ্ট সঠিক পথের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব হয়। অসফল হওয়া সহজ বিষয় কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা তুলনামূলক দুঃসাধ্য বিষয়। তাই এদিক থেকে বিচার করলেও মাত্রাধিক্য বা মাত্রা স্বল্পতা আসলে অনৈতিকতারই বৈশিষ্ট্য আর মধ্যম বা সম অবস্থা নৈতিক সদগুণের বৈশিষ্ট্য বলে তিনি মনে করেন। অনৈতিক হওয়ার পথ অনেক আছে কিন্তু নৈতিক হওয়া কেবল বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট পথেই সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

এই মধ্যম অবস্থানটি ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যুক্তি বা প্রজ্ঞা (Reason) দ্বারাই এই মধ্যম অবস্থানটি নির্ধারিত হয়ে থাকে। যিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা (Practical Wisdom) সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি তাঁর বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা এই অবস্থানটি নির্ধারণ করে থাকেন। সদগুণ সর্বদা ব্যক্তিকে এই মধ্যবর্তী অবস্থান অন্বেষণ করে সঠিক নির্বাচন করতে শেখায়। সেই কারণে তিনি বলেন- সদগুণ হল দুটি চরম অবস্থার মধ্যে সঠিক এবং শ্রেষ্ঠ মধ্যম অবস্থান।^{১৫}

অ্যারিস্টটল তিন প্রকার প্রবনতার কথা বলছেন দুটি হল অসদগুণ যা যথাক্রমে মাত্রা-আধিক্য ও মাত্রা-স্বল্পতার সঙ্গে যুক্ত এবং তৃতীয়টি সদগুণ বা মাত্রা-মধ্যম অবস্থা। চরম অবস্থার সঙ্গে মধ্যম অবস্থার বৈপরীত্য সম্বন্ধ এবং তাদের একে অপরের সঙ্গেও বৈপরীত্য

^{১৫} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 31.

আছে। যেমন কাপুরুষের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে সাহসী ব্যক্তিকে অতি দুঃসাহসী ব্যক্তি বলে প্রতিভাত হয়। আবার অতি-দুঃসাহসী ব্যক্তির প্রেক্ষিত থেকে দেখলে তাকে কাপুরুষ বলে প্রতিভাত হয়। অনুরূপভাবে অসংবেদী (insensible) ব্যক্তির প্রেক্ষিত থেকে দেখলে মিতাচারী ব্যক্তিকে স্বপ্ররোচিত (self-indulgent) বলে প্রদর্শিত হয়। আবার স্বপ্ররোচিত ব্যক্তির দিক থেকে তাকে অসংবেদী বলে প্রতিভাত হয়। আর এভাবেই এই অবস্থাগুলি একে অপরের বিপরীত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

মধ্যম অবস্থানের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পতার বৈপরীত্য হয়ে থাকে। তিনি উদাহরণ সহযোগে বলেন দুঃসাহসিকতা আধিক্য নয় বরং কাপুরুষতা হল স্বল্পতা যা সাহসিকতার অধিকতর বিপরীত স্থানে স্থিত। অনুভূতিহীন অবস্থা হল একটি অভাব বা স্বল্পতা। স্বপ্ররোচনা হল মাত্রাধিক্য যা মিতাচারের বিপরীতে অবস্থিত। দুঃসাহসিকতাকে সাহসিকতার সদৃশ্ এবং নিকটতম মনে করা হয় আর কাপুরুষতাকে বিসদৃশ মনে করা হয়। তিনি বলেন যে বিষয়গুলি আমরা স্বাভাবিকভাবেই পেতে ইচ্ছে করি সেই বিষয়টি মধ্যবর্তী অবস্থার অধিক বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখ অন্বেষণ করে থাকি আর তার ফলে আমরা সঙ্গতি বা যথাযথতার (propriety) পরিবর্তে স্বপ্ররোচনায় মগ্ন হই। আর এদিক থেকে স্বপ্ররোচনা মিতাচারের অধিক বিপরীত হয়ে থাকে, কারণ এই অবস্থাকে মাত্রাধিক্য এবং মিতাচারকে মধ্যম অবস্থা বলে গণ্য করা হয়।

সমস্ত ক্রিয়া বা সমস্ত আবেগ-অনুভূতির মধ্যম অবস্থান নির্ণয় করা সহজ নয় বলে তিনি মনে করেন। কিছু কিছু বিষয়ের নামের সঙ্গেই অসাধুতা যুক্ত আছে যেমন- হিংসা-বিদ্বেষ,

নির্লজ্জতা, চুরি, হত্যা, ইত্যাদি। আর এই বিষয়গুলির নাম ধারায় তাদের অসাধুতা প্রকাশ পায়। এগুলি প্রকৃতিগতভাবে মন্দ।

মধ্যম অবস্থা অধিগত করা কষ্টসাধ্য বিষয়। যুক্তিতর্কে নয়, বরং উপলব্ধির মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। তিনি বলেন উত্তম হওয়া খুব একটা সহজ বিষয় নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হতে পারেন- এটা সহজ বিষয়, অথবা অর্থ ব্যয় করতে পারেন - এটাও সহজ বিষয়। তবে সঠিক সময়ে, সঠিক পথে, সঠিক উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ করা বা অর্থ ব্যয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণেই শুভত্ব দুর্লভ, প্রশংসনীয় ও আদর্শ।^{১৬}

তিনি কিছু বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকতে বলেছেন যেগুলির প্রতি আমরা সহজেই আকৃষ্ট হই। তিনি বলেন কোনো কোনো সময় আমরা সুখকর বিষয়টিকে নিরপেক্ষভাবে বিচারে সক্ষম হই না। যদি আমরা বিচারমূলক প্রেক্ষিত গ্রহণ পূর্বক সুখানুভবকে বরখাস্ত করি বা মন থেকে দূরে সরাই তাহলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা কমে। আর এভাবেই আমরা মধ্যম অবস্থান বা সম-কে লাভ করতে সক্ষম হতে পারি।

অ্যারিস্টটল মনে করেন আমাদের পছন্দের বিষয়গুলি আসলে আমাদের পূর্ব বিবেচনার ফল। নৈতিক সদগুণের সঙ্গে পছন্দের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, আর স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই আমরা কোনো বিষয়কে পছন্দ করে থাকি। শিশু বা নিম্নতর প্রাণীও স্বেচ্ছাকৃত কর্ম সম্পাদন করে থাকে, কিন্তু তাদের কাজ পছন্দ বা মনোনীত কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় না। যে সকল ব্যক্তিগণ

^{১৬} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 36.

পছন্দসই/মনোনীত বিষয়কে জৈবিক চাহিদা, ক্রোধ, ইচ্ছা বা মতামতের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন, তাদের অবস্থান যথার্থ নয়, কারণ বিচারশক্তিহীন প্রাণীদের ক্ষেত্রে জৈবিক চাহিদা, ক্রোধ সমানভাবে প্রযোজ্য হলেও পছন্দ ব্যাপারটি সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। আত্মসংযমহীন ব্যক্তি পছন্দের পরিবর্তে ক্ষুধা প্রবৃত্তির বশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে, আবার আত্মসংযমী ব্যক্তি ঠিক এর বিপরীত ভাবে অর্থাৎ জৈবিক চাহিদার পরিবর্তে পছন্দ অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন।

আমরা সে সকল বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে থাকি সেগুলি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে আমরা সক্ষম। উদ্দেশ্য আসলে যৌক্তিক কামনার বিষয়বস্তু বলে আমরা পূর্বেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করি, কিন্তু উপায় (means) সম্বন্ধে আমরা চিন্তা ভাবনা করে থাকি; অর্থাৎ কোন উপায়ে সহজে লক্ষ্য লাভ সম্ভব সে বিষয়ে ব্যক্তি নিরন্তর প্রচেষ্টায় রত থাকেন। আমরা যা কামনা-বাসনা করে থাকি সেটাই আমাদের লক্ষ্য (end)। আর যে বিষয়ে আমরা ভাবনা-চিন্তা করে থাকি, পছন্দ করে থাকি সেটা হল উপায়। আর এই উপায়-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কর্ম অবশ্যই আমাদের পছন্দ হতে হবে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হতে হবে বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। সদগুণ চর্চা এই উপায় এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে তিনি বলেন আমরা যেমন সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি তেমনি অসৎ কর্মও আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। কারণ আমাদের মধ্যে উভয় ক্ষমতাই বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তি নৈতিক সদগুণসম্পন্ন হবেন অথবা অনৈতিক অসৎ গুণসম্পন্ন হবেন তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর

নির্ভরশীল।^{১৭} আর এই সৎ বা অসৎ হওয়ার ক্ষমতা যেহেতু ব্যক্তির হাতেই নিহিত তাই তার কর্মাবলির কারণে সে প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে তিনি বলেন ব্যক্তির চারিত্রিক অবস্থার জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। অর্থাৎ ব্যক্তি তার স্ব-ইচ্ছাতেই সদগুণসম্পন্ন অথবা স্ব-ইচ্ছাতেই অসৎ গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

তঁর মতে সদগুণ একটি চারিত্রিক অবস্থা যেটা ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই সদকর্ম সম্পাদনে প্রেরণা জোগায়। এই সদকর্ম স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং তা আমাদের যুক্তি-বুদ্ধির নির্দেশেই হয়ে থাকে। তিনি কিছু সদগুণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যেমন সাহস, মিতাচার ইত্যাদি। সাহস সম্পর্কে বলেন, এটি এমন একটি সদগুণ যা আস্থা ও ভয়ের মধ্যবর্তী। যেমন আমরা মর্যাদাহানি, দারিদ্র, অসুস্থতা, বন্ধুহীনতা, মৃত্যু ইত্যাদি অশুভ বিষয়গুলিকে ভয় করে থাকি। কিন্তু সাহসী ব্যক্তি এই বিষয়গুলি নিয়ে অতটা চিন্তিত নন। তবে কিছু বিষয়কে ভয় করা সঠিক, যেমন মর্যাদাহানি। যিনি এটিকে ভয় করেন তিনি বাস্তববাদী এবং বিনয়ী, আর যিনি তা করেন না, তিনি লজ্জাহীন। মিতাচার (Temperance) হল সুখলাভ সংক্রান্ত বিষয়ের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। একজন মিতাচারী ব্যক্তি জৈবিক প্রবণতাকে বিচারবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন করবেন এবং যুক্তি বা বিচার প্রসঙ্গে জৈবিক উপাদানগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করবেন। তিনি কোন বিষয় কখন কামনা করবেন এবং কেন কামনা করবেন তা তঁর বিচারবোধ (reason) নির্দেশ করে থাকে। তিনি যুক্তি-বুদ্ধির নির্দেশেই কর্মে প্রবৃত্ত হবেন।^{১৮}

^{১৭} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 46.

^{১৮} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*, p. 59.

এছাড়াও তিনি অন্যান্য নৈতিক সদগুণের উল্লেখ করেছেন যেমন - অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সদগুণ হল উদারতা (liberality), আড়ম্বর (magnificence) ইত্যাদি। সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত সদগুণ হল- গর্ব (pride)। রাগ বা ক্রোধ সম্পর্কিত সদগুণ হল সুমেজাজ (good temper)। সামাজিক আদান-প্রদান সম্পর্কিত সদগুণ হল বন্ধুভাবাপন্নতা (friendliness), সত্যবাদিতা (truthfulness), উপস্থিত বুদ্ধি (ready wit)। উপ সদগুণ হল লজ্জা (shame)।

যে সম বা মধ্যবর্তী অবস্থানকে আমাদের নির্বাচন করা উচিত বলা হয়েছে, তা কেবল যুক্তি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমেই নির্ধারিত হতে পারে। কেবল সত্য বিবৃতি যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সঠিক প্রজ্ঞার দ্বারা সঠিক মানদণ্ড নির্ণয় করতে হবে।

আত্মার দুটি অংশ- একটি যৌক্তিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যটি অ-যৌক্তিক নীতির সঙ্গে। আবার যৌক্তিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অংশটির দুটি ভাগ- একটি অংশ যেটাতে আমরা জগতের পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি নিয়ে মনন করি, আর অন্যটিতে অপরিবর্তনশীল বস্তুগুলি বিষয়ে মনন করি। একটি অংশকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক আর অন্যটিকে গণনামূলক (calculative)। এই গণনামূলক অংশটির সঙ্গে যৌক্তিক নীতিগুলি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তবে এই দুটি অংশের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। যৌক্তিক বা বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া ছাড়া পছন্দ বা নির্বাচনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বৌদ্ধিক এবং চারিত্রিক উভয়ের সমন্বয় ব্যতীত শুভ কর্ম বা তার বিপরীত - কোনোটাই সম্ভব নয়। বুদ্ধি নিজে থেকে কিছুকে চালিত করতে পারে না তবে সেটি যদি ব্যবহারিক হয় এবং কোন লক্ষ্যাভিমুখী হয় তবেই তাকে চালিত করতে সক্ষম।

অ্যারিস্টটল বলেন— যে অবস্থাগুলিকে সুনিশ্চিতকরন বা নাকচ করার মাধ্যমে আত্মা সত্যতা প্রাপ্ত হয় সেইরকম মুখ্য বৌদ্ধিক সদগুণ পাঁচটি - কলা (art), বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (scientific knowledge), ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (practical wisdom), দার্শনিক জ্ঞান (philosophic wisdom), সজ্ঞামূলক প্রজ্ঞা (intuitive reason)। তবে তিনি বিচার (judgement) এবং মতামতকে (opinion) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি, কারণ এগুলির মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যবহারিক জ্ঞান হল এমন যা মানব জীবনের লক্ষ্য সুনিশ্চিত করে। একজন ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিজের শুভ-অশুভ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান তথা বিবেচনা করার ক্ষমতা আছে, তাই তার ব্যবহারিক প্রজ্ঞা আছে বলা যায়। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও নয়, আবার কলা ও নয়। এটি কলা নয়, কারণ ক্রিয়া করা ও তৈরি করা দুটি পৃথক বিষয়; আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়, কারণ সেটি নিত্য অপরিবর্তনীয় আবশ্যিকতা বিষয়কও নয়। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং ক্রিয়া স্বাভাবিক বিষয়। মানবীয় শুভ প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা ব্যক্তিকে যৌক্তিক এবং সঠিক ক্ষমতা সম্পন্ন করে তোলে। সুতরাং ব্যবহারিক প্রজ্ঞা হল একটি সদগুণ। আত্মার দুটি অংশ যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম, তার মধ্যে একটি অবশ্যই সদগুণ। মতামত যেমন পরিবর্তনশীল, তেমন ব্যবহারিক প্রজ্ঞাও পরিবর্তনশীল। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা ব্যতীত মানবীয় শুভ কিছুই প্রাপ্তি সম্ভব নয়, আর নৈতিক সদগুণ সম্পন্ন হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

সত্ত্বামূলক প্রজ্ঞা হল এমন কিছু নীতি বিষয়ক জ্ঞান যা বিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে দার্শনিক প্রজ্ঞা হল জ্ঞানের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ প্রকারের মধ্যে একটি। দার্শনিক প্রজ্ঞা হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সত্ত্বামূলক প্রজ্ঞার সমাহার, যার বিষয়গুলি প্রকৃতিগত ভাবে সর্বোচ্চ। অ্যারিস্টটল ছয় প্রকার চরিত্রের কথা বলেছেন, সেই সঙ্গে তিন প্রকার নৈতিক অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন - অসৎ অভ্যাস (vice), অসংযম (incontinence) এবং পশুত্ব বা পাশবিকতা (brutishness)। এগুলির সদগুণ এবং সংযমের বিপরীত বলেই এগুলি না করাই কর্তব্য। তাঁর মতে পশুর ক্ষেত্রে সদগুণ বা অসদ গুণ - কোনোটাই প্রযোজ্য নয়, কারণ তার চারিত্রিক অবস্থা ভিন্ন। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সৎ বা অসৎ গুণ প্রযোজ্য নয়, কারণ ঈশ্বর সৎ গুণের উর্ধ্বে। মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা যেমন ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি কম দেখতে পাই তেমনই পাশবিক ব্যক্তিও কম দেখতে পাই।

অ্যারিস্টটল সুখ পরিপন্থী তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন— ১) কেউ কেউ ভেবে থাকেন কোনো সুখ-ই শুভ নয়। ২) অনেকে কিছু কিছু সুখকে শুভ মনে করেন তবে বেশিরভাগ সুখই তাদের কাছে অশুভ। ৩) যদি সকল প্রকার সুখ শুভও হয়ে থাকে তবুও সুখ জগতের শ্রেষ্ঠ বিষয় নয়।

তিনি সুখ বিষয়ে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন— কিছু ব্যক্তি আছেন যারা মনে করেন সুখ হল শুভ বিষয়। অপরদিকে কিছু ব্যক্তি আছেন যারা মনে করেন, সুখ হল অশুভ বিষয়।

Eudoxus মনে করেন সুখ হল শুভ কারণ, সমস্ত যৌক্তিক বা অযৌক্তিক সব কিছুই সুখের প্রতি ধাবিত হয়। সকল বস্তুর মধ্যে সুখ হল শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের বিষয়। তাই সেটাই সর্বোচ্চ শুভ। তিনি বলেন ব্যক্তি সুখ লাভের জন্যই সুখ নির্বাচন করে থাকেন। সুখের সঙ্গে যখন অন্য কোনো শুভ বিষয় সংযোজন করা হয় যেমন- ন্যায় কর্ম, তখন সেটি অধিকতর নির্বাচনের যোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

প্লেটোর মতে সুখ শুভ বিষয় নয়। তবে সুখদায়ক জীবনের সঙ্গে যদি প্রজ্ঞা যুক্ত হয় তবেই তা অধিক কাম্য হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞাহীন সুখের জীবন কাম্য নয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন সুখ যদি নিজেই শুভ হত তবে অন্য কোনো শুভ এর সংযোজনে সেই বিষয়ের শুভত্ব অর্থাৎ সুখের শুভত্ব বৃদ্ধি পেত না। শুভ বিষয়টি এমন নয় যে তার সঙ্গে অন্য কোনো বিষয় যুক্ত করে দিলেই তার কাম্যতা বৃদ্ধি পায়।^{১৯}

অনেকে মনে করেন শুভ হল নির্ণিত বা নির্ধারিত আর সুখ হল অনির্ণিত বা অনির্ধারিত, কারণ সুখের ক্ষেত্রে মাত্রাভেদ হয়, শুভ-র ক্ষেত্রে হয়না। ইন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষেত্রে যেমন আমরা সুখের কথা বলি তেমনি চিন্তা বা মননের ক্ষেত্রেও আমাদের সুখানুভূতি হতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য অথবা বুদ্ধিগম্য উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সুখ অনুভব হতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই সুখ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন যেকোনো সময়েই পূর্ণ, সুখও তেমন পূর্ণ। এমন হওয়া সম্ভব নয় যে সুখের সময়কাল দীর্ঘ হলে তবে সুখের আকার পূর্ণতা লাভ করবে। সুখ কোন গতিবিধি নয়- এটি একটি অনুভূত অবস্থা। যেকোনো

^{১৯} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 184.

গতিবিধি অসম্পূর্ণ এবং সেগুলি নানা প্রকার। সুখ এর আকার হল— তা সমগ্র এবং পূর্ণ। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে, তার নিরিখে সর্বোত্তম বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রচিত হলে, সেই ইন্দ্রিয়ের গতিবিধি পূর্ণ এবং সুখস্বরূপ হয়। চিন্তন মনন এবং পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে সবথেকে পূর্ণ অবস্থা হল সুখ। সুখ যদিও গতিবিধিগুলির সমাপ্তি ঘটায় কিন্তু তা অন্তর্নিহিত অর্থে নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বোধগম্য অথবা সংবেদ্য বিষয়সকল উপস্থিত থাকে এবং প্রভেদকারী বা মননশীল বৃত্তিগুলি আদর্শ রূপে স্থিত হয়, ততক্ষণ তাদের গতিবিধি অবশ্যই সুখের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। যেহেতু মানুষের কোনো কার্যকলাপই পূর্ণ ধারাবাহিক বিষয়ক নয় তাই সুখও ধারাবাহিক নয়। সুখ আমাদের কাজকর্ম বা গতিবিধির সহগামী হয়- একই বিষয় কখনো সুখকর কখনো নয়, কখনো উদ্দীপনার উৎস, আবার কখনো নিরুৎসাহের বিষয়। যখন কোনো কিছু নতুন থাকে তখন আমরা খুশী হই কিন্তু তা পুরনো হয়ে গেলে সেই সুখ অনেক কমে যায়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সুখ ও জীবন পরস্পর সম্পৃক্ত কারণ গতিময়তা (জীবন) ব্যতীত সুখ উৎপন্ন হয় না আবার যেকোনো গতিবিধি/ক্রিয়া তার অনুসঙ্গী কোনো সুখে এসে সমাপ্ত হয় তথা পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি যে বিদ্যা বা বিষয় নিয়ে সুখের সঙ্গে মনন ক্রিয়ায় যুক্ত হন সেই ব্যক্তি দ্বারা কৃত কর্মের মাধ্যমে বিদ্যা বা বিষয়টির অগ্রগতি/উন্নতি ঘটে। শুভ এবং অশুভ-র নিরিখে মানুষের ক্রিয়ার গুণগত ভেদ দেখা যায় এবং কোনও কোনও কাজ নির্বাচনের/সম্পাদনের উপযুক্ত হয়, কোনও কোনও কাজ অযোগ্য হয়, আর কিছু উপেক্ষণীয় হয়।

অনেকে ভাবতে পারেন সকল মানুষ সুখ কামনা করে কারণ সকলের লক্ষ্যই জীবনে সুখ লাভ করা। ব্যক্তি জীবন ক্রিয়া-কর্মে নিয়োজিত। প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ভালোলাগার বা

পছন্দের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। আর সুখ এই কর্মকাণ্ডকে পূর্ণতা প্রদান করে থাকে সেই সঙ্গে জীবনকেও পূর্ণতা প্রদান করে, যেটা তারা কামনা করে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সুখকে লক্ষ্য রূপে নির্বাচন করে কেননা সেটা জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। কর্ম ছাড়া সুখের উদ্রেক ঘটে না। আর প্রতিটি কর্ম পরিপূর্ণ হয় সেই অনুসঙ্গী সুখের দ্বারা।^{২০}

কর্মের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যখন আমরা একই সঙ্গে দুটিকর্মে যুক্ত থাকি, তখন সেই দুটি কর্মের মধ্যে যেটি বেশি সুখদায়ক সেটি অপরটিকে স্থগিত করে বা সমাপ্ত করে। যেমন যুক্তি চর্চা চলাকালীন বাঁশির আওয়াজ আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং যুক্তি চর্চা থেকে বিরত করে। নাট্যশালায় গিয়ে ব্যক্তিগণ যদি নাটক দেখার পরিবর্তে মিষ্টি খেতে বেশি পছন্দ করে থাকে তবে বুঝতে হবে নাট্যশিল্পী নিম্নমানের। অর্থাৎ নাটক দেখার তুলনায় মিষ্টি ভক্ষনেই সে বেশি সুখ অনুভব করছে।

ভালোত্ব বা মন্দত্বের বিচারেও আমাদের কর্মকাণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু নির্বাচনযোগ্য, কিছু বর্জনীয় আর কিছু নিরপেক্ষ। সুখের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে। যথোপযুক্ত ভালো কর্মের সঙ্গে যে সুখ সেটা শুভ আর অযোগ্য বা মূল্যহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে সুখ সেটা অশুভ। ভালো বা শুভ কোনো বিষয়ে প্রবৃত্তি হল প্রশংসায়োগ্য আর মন্দ বিষয়ে প্রবৃত্তি হল নিন্দনীয়।

ক্রিয়াকর্ম গুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ সুখও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশুদ্ধতার দিক থেকে দৃষ্টিশক্তি স্পর্শের তুলনায় উচ্চতর বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। একইভাবে শ্রবণ ও

^{২০} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 189.

ঘ্রাণশক্তি আস্থাদনের তুলনায় উচ্চতর। আর সেক্ষেত্রে সুখের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে চিন্তা বা মনন বিষয়ক সুখ এগুলির তুলনায় উচ্চতর। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাদের কার্যকলাপ অনুসারে সুখ অনুভব হয়ে থাকে।

যদি সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে মানদণ্ডরূপে বিবেচনা করা হয় তাহলেও বলা যায়, তার কাছে যে বিষয়গুলি সুখদায়ক বলে প্রতিয়মান, সেই বিষয়গুলি অন্যদের কাছে অপ্ৰীতিকর বলে মনে হতে পারে। আবার যে বিষয়গুলি তার কাছে অপ্ৰীতিকর, সেই একই বিষয় কারো কাছে সুখদায়ক বলে মনে হতে পারে। তবে যে বিষয়গুলিকে সাধারণত নিন্দনীয় বলে মনে করা হয় সেগুলি থেকে প্রাপ্ত সুখকে কখনোই সুখ বলা উচিত নয়। যারা বিকৃত মস্তিষ্ক তারা ব্যতীত এমনটা কেউ বলবে না। এখন প্রশ্ন হয়- কোন সুখ বা কোন প্রকার সুখ মানুষের জন্য যথাযথ? ব্যক্তির কার্যকলাপ থেকে কি তা স্পষ্ট নয়? যদি মানদণ্ডের কথা বলতে হয় তবে যিনি সৎগুণী এবং প্রজ্ঞাবান তিনি যে বিষয়কে সুখদায়ক বলে মনে করবেন, সেটাই আসলে শুভ। যথাযথ ও সর্বোচ্চ সুখী (supremely happy) ব্যক্তির এক বা একাধিক কার্যকলাপ থাকতে পারে এবং তদনুসারে তিনি যে সুখ প্রাপ্ত হন তা যথাযথ। আর বাকিরা যে সুখ উপভোগ করেন তা গৌণ।^{২১}

অ্যারিস্টটলের মতে আনন্দ অবস্থা (Happiness) হল শুভ ক্রিয়াকর্ম, বিনোদন বা আমোদ প্রমোদ নয়। আনন্দ অবস্থা নিজের খাতিরেই কাম্য হয়ে থাকে, অন্য কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য নয়। এই অবস্থার মধ্যে কোনো কিছু অভাব থাকে না, তাই এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সদগুণ অনুসারী

^{২১} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 192.

কার্যকলাপ হল এমন যেটা করলে আর অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। মহান এবং শুভ কর্ম হল এমন, যা নিজ খাতিরেই কাম্য হয়ে থাকে অর্থাৎ সেটা শুভ কর্ম বলেই তা কাম্য অন্য কোনো কারণে নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ অবস্থা অনুসারে কর্ম করে থাকেন, তেমনি কোনো সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সদগুণ অনুসারেই কর্ম করে থাকেন। আর এই সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কখনোই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকেন না। সুতরাং আনন্দ অবস্থা কখনোই বিনোদনের মধ্যে থাকে না। আনন্দ অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল কিছুই আমরা কোনো কিছুর খাতিরে বা উপায় হিসেবে নির্বাচন করে থাকি। একমাত্র আনন্দ অবস্থাই হল চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আর অন্য সব হল উপায়।^{২২}

আনন্দ অবস্থা সদগুণসম্পন্ন ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। চিন্তাশীল বা মননশীল (contemplative) জীবন হল সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা। এই অবস্থা যদি সদগুণ অনুসারী কার্যকলাপ দ্বারা লব্ধ হয়ে থাকে তবে সেটা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ সদগুণ অনুসারে হওয়া উচিত। যুক্তি বা প্রজ্ঞা হল উচ্চতর বিষয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা যে বিষয়গুলিকে জানা সম্ভব সেগুলিও উচ্চতর বিষয়। একবার সত্যকে জেনে যাওয়া অর্থ সেই সত্য বিষয়ে ক্রমাগত মনন করা। আমরা মনে করি আনন্দ অবস্থা হল এমন অবস্থা যার সঙ্গে সুখ যুক্ত আছে। তবে দার্শনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্রিয়া হল সদগুণসম্পন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সর্বোচ্চ সুখদায়ক। আর সদগুণের চর্চা করে যে সুখ প্রাপ্ত হয়, তা বিশুদ্ধ এবং স্থায়ী। যারা আনন্দদায়ক অবস্থা কি তা জানেন না তবে অশ্বেষণে রত তাদের তুলনায় যারা আনন্দ অবস্থা কি তা জানেন তারা

^{২২} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 193.

তুলনায় অনেক খুশিতে থাকেন। আর এই চিন্তাপ্রযুক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে বলেই মনে করা হয়। একজন ব্যক্তি সাধারণ নাগরিক, দার্শনিক, ন্যায়পরায়ণ অথবা সদগুণসম্পন্ন যাই হোন না কেন, তার জীবনে আবশ্যিক বস্তুগুলি প্রয়োজন হয়। আবার তাদের মধ্যে কারো কারো অপরকেও প্রয়োজন হয়। যেমন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন অন্যান্য ব্যক্তি, যাদের প্রতি এবং যাদের সঙ্গে থেকে তিনি ন্যায়পরায়ণ কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন। সাহসী ব্যক্তি বা মিতাচারী ব্যক্তিরও অন্যদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যিনি দার্শনিক তিনি অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই সত্যকে মনন করতে সক্ষম হন। যদি তার সহযোগী থাকে তবে হয়তো তিনি আরো উত্তম রূপে তা করতে পারবেন, কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অ্যারিস্টটল বলেছেন মানুষের ক্ষেত্রে যুক্তি বা প্রজ্ঞা অনুসারী জীবন হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সুখদায়ক। মানুষকে মানুষ রূপে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাই অন্য সকল কিছুর থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এইরূপ জীবন হল সর্বোচ্চ সুখী বা আনন্দময় জীবন।^{২৩}

মননশীল বা চিন্তাশীল জীবন যে শ্রেষ্ঠ তা পুনরায় বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- অন্যান্য সদগুণ অনুসারী জীবন-ও সুখী হতে পারে তবে তা গৌণ মাত্রায়। ন্যায়পরায়ণতা, সাহসী বা অন্যান্য সদগুণসম্পন্ন কর্ম আমরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে করে থাকি। আর সেক্ষেত্রে একে অপরের জন্য কোনটা উপযুক্ত, সেই অনুসারে আমরা আবেগ দ্বারা চালিত হয়েই পরিষেবা বা আচরণ করে থাকি। আর এই সমস্ত কিছুই মানব স্বভাবীয়। এদের মধ্যে

^{২৩} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 196.

কিছু উপাদান দেহ থেকে উদ্ধৃত। তবে চারিত্রিক সদগুণ বিভিন্ন দিক থেকে আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যবহারিক প্রজ্ঞাও চারিত্রিক সদগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার নীতি হল নৈতিক সদগুণ অনুসারে কাজ করা।

সদগুণ অনুসারে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক কিছু বিষয়ের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র পরিচালকের কার্যকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহ এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। একজন উদার ব্যক্তির শুভ কর্ম করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় সেবার বিনিময়ে কিছু দেওয়ার, একজন সাহসী ব্যক্তির তার সদগুণ অনুসারে কার্যসম্পাদনের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন, একইভাবে একজন মিতাচারী ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের জন্য সুযোগের প্রয়োজন হয়। অনেকে বলে থাকেন এসকল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাটি সদগুণের জন্য অত্যাবশ্যিক। তবে এক্ষেত্রে কর্ম যতটা বৃহৎ এবং মহৎ হয়, প্রয়োজনও তেমন হয়। যিনি সত্যকে চিন্তা করেন বা মনন করেন তার সদগুণ চর্চার ক্ষেত্রে এমন ধরনের কিছু প্রয়োজন হয় না। তিনি সকলের মধ্যেই জীবন যাপন করেনও সদগুণসম্পন্ন ক্রিয়াকর্ম নির্বাচন করেন। তবে জীবন ধারণের জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেগুলো তারও প্রয়োজন হয়।

মননশীল বা চিন্তাশীল কার্য করাই যে যথাযথ সুখী বা আনন্দময় অবস্থা তা স্পষ্ট করার জন্য অ্যারিস্টটল বলেন- মানবীয় কার্যকলাপ ঈশ্বরীয় কার্যকলাপের সদৃশ। অন্যান্য প্রাণী এই সুখী অবস্থার অংশীদার হতে পারেনা কারণ তারা এমন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনা। ঈশ্বর যেমন সমগ্র জীবন ধরেই আনন্দময় অবস্থায় আছেন তেমনি মানুষ যতদিন এমন কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, ততদিন সুখে বা আনন্দে থাকবে। আর যিনি যত বেশি মননে

সক্ষম তিনি প্রকৃতপক্ষে তত বেশি সুখী। অর্থাৎ সুখী বা আনন্দময় অবস্থা আসলে চিন্তন বা মননের কোন না কোন আকার।^{২৪}

মানুষ হওয়ার খাতিরে ব্যক্তির বাহ্য কিছু বিষয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রকৃতি চিন্তন বা মননের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যেহেতু আমরা শরীরের অধিকারী, সুতরাং স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য খাদ্য গ্রহণ ও অন্যান্য পরিচর্যা আমাদের প্রয়োজন। তবে আর প্রয়োজন স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং মহৎ বা শুভ কর্ম। পরিমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি সদগুণসম্পন্ন ক্রিয়াকর্ম করে সুখী হতে পারেন।

সদগুণ সম্পর্কে কেবল জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়, সেই সঙ্গে আমাদের সদগুণগুলি বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা করা উচিত। এই প্রচেষ্টা যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যক্তির অভ্যাসে তৈরি করতে হবে। যদি কৈশোর কাল সঠিক নিয়ম-কানুন এর মধ্যে গড়ে তোলা না হয় তবে যুবাবস্থা অতিক্রম হওয়ার পর সদগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই যখন তারা যুবক তাদের সঠিক লালন-পালন ও পরিচর্যা প্রয়োজন। তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সদগুণ অভ্যাস এবং চর্চা করবে। যুব সমাজের জীবন যাপন এবং অনুশাসন দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্যে আইন কানুনের প্রয়োজন হবে। যিনি আইন অমান্য করবেন তার জন্য শাস্তি এবং জরিমানা প্রযোজ্য হওয়া উচিত বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন।

^{২৪} Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009, p. 197.

চতুর্থ অধ্যায়

সুখ ও সুখবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এপিকিউরাস

প্রাচীন গ্রীক নৈতিকতায় দুটি বিকল্প যাপন বা জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়- একটি কঠোর নৈতিক নিয়মানুসারী জীবন আর অন্যটি সুখলাভের সহজ জীবন। সুখকে সাধারণত নৈতিক জীবনের পরিপন্থী রূপে বিবেচনা করা হত। সোফিস্ট প্রডিকাসের (Prodicus) মতানুসারে গ্রীক বীর হারকিউলিস (Hercules) নৈতিকতার কঠোর পথ ও সুখলাভের সহজ পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সুখ লাভের সহজ পন্থা পরিত্যাগ করে নৈতিক সদগুণের (virtue) পথই অবলম্বন করেছিলেন। মনে করা হত নৈতিক নিয়মানুসারী জীবনযাপন ব্যক্তিকে বৌদ্ধিক সত্তা রূপে নৈতিক উৎকর্ষে উন্নীত করে, আর সহজে সুখ অশ্বেষী জীবনযাপন ব্যক্তিকে পশুসুলভ আচরণে প্রবৃত্ত করে। এপিকিউরাস সুখদায়ক জীবনকে সত্য বলে গ্রহণ করাকেই শুভ এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এপিকিউরাসের মতে দীর্ঘস্থায়ী সুখই সম্পূর্ণ সুখ বলা যায় এবং তা শুধু ব্যক্তির বর্তমান অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতে সুখের প্রত্যাশা বা পূর্বানুমানকেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করেছেন। ব্যক্তির সাধারণ এবং সংযত জীবনযাপনের মাধ্যমেই সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তবে কিছু ব্যাখ্যাকার দৈহিক পরিতৃপ্তি সাধনকেই এপিকিউরিয়ান নৈতিকতার লক্ষ্য বলে দাবী করে থাকেন। তাঁরা বলেন সমস্ত শুভ-র মূল ভিত্তি পাকস্থলীর সুখেতেই নিহিত। আর এই ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগসুখের কারণে তাঁরা বিশেষ ভাবে সমালোচিত হয়ে থাকেন।

সমকালীন হেলেনীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এপিকিউরাসের বিদ্যালয় ছিল অন্যতম। এপিকিউরাসের অনুগামীগণ নিজেদেরকে সক্রেটিসের উত্তরিধাকারী হিসাবে দাবী করেননি বরং তারা সক্রেটিয় (socratic) প্রথা থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিজেদেরকে স্টোয়িক বলেই পরিচয় দিতেন। তবে এপিকিউরিয়ান সুখবাদের সঙ্গে স্টোয়িকদের কঠোর নৈতিকতার শুধু যে বৈসাদৃশ্যই ছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে সাইরেনাইক নৈতিকতার সঙ্গেও এঁদের অমিল লক্ষ্যণীয় ছিল। এপিকিউরাস সক্রেটিয় প্রথা স্বীকৃত পদার্থ বিদ্যার পরিধি থেকে দূরে সরে গিয়ে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে এক উন্নত রূপ প্রদান করেছেন বলা যায়। তাঁর দর্শনের জড়বাদী ব্যাখ্যা বা আলোচনা আমরা বিশেষ কিছু গ্রন্থে যেমন- *On Nature, Letter to Herodotus and Letter to Pythocles* পেয়ে থাকি। তবে লুক্রেসিয়াস (Titus Lucretius Carus)-এর ল্যাটিন কবিতাতেও এই জড় জগতের সমস্ত ঘটনার জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানব আত্মার গঠন-প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেও জড়বাদী ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে তাঁরা জগত সম্বন্ধে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণা বহন করে চলেছেন এবং পরমাণুবাদকেই তাঁদের সুখবাদের ভিত্তি রূপে উপস্থাপিত করেছেন। এই সকল পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁরা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং সেইসঙ্গে নৈতিক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করতেন। সুতরাং এপিকিউরিয়ান সুখবাদের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।

ডেভিড কনস্টান (David Konstan) তার *Epicurean Happiness: A Pig's Life?* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে এপিকিউরাস নিজে তাঁর *Letter to Menoeceus* (128-29) গ্রন্থে

বলেছেন উত্তম জীবন-যাপনের জন্য সুখ-ই আমাদের প্রথম এবং শেষ বিষয়। সুখকে আমরা প্রথম এবং প্রকৃতিদত্ত শুভ রূপে চিনতে পারি। এই সুখের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করি এবং সমস্ত শুভ বিষয়কে অনুভব দ্বারা পরিমাপের মাধ্যমেই আমরা সুখ লাভ করে থাকি।^১ তাঁর মতে আত্মা থেকে শরীরকে যদি সম্পূর্ণ আলাদা করা হয় তাহলে আমরা কোনো কিছুই অনুভব করতে সক্ষম হব না। তেমনভাবে এথেনাস (Athenaeus) বলেন যদি আমরা আত্মাদানের (teste) সুখ থেকে বিরত থাকি, ধ্বনি বা শব্দ থেকে যে সুখানুভূতি হয় তাকে দূরে রাখি, অন্যান্য সুন্দর বিষয় থেকে যে মনোরম অনুভূতি আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলি দূরে সরাই, তবে ভালো বা শুভ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা লাভই সম্ভব নয়।

ডায়োজেনেস (Diogenes Laertius-3rd century C.E.) এপিকিউরিয়ান দর্শনের চারটি মূল ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, katastematic সুখ ও kinetic সুখ। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক সুখ-দুঃখ দৈহিক সুখ-দুঃখের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তৃতীয়তঃ, সুখলাভ করাই সকল প্রাণীর মূল উদ্দেশ্য এবং তা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমেই আহরিত হবে এবং চতুর্থত, নৈতিকতা বা নৈতিক সদগুণ আমরা কামনা করি তাদের নিজস্ব গুণাবলীর কারণে নয় বরং তা আমাদের সুখ লাভে সহায়তা করে থাকে বলেই আমরা তা অনুশীলন করি। অর্থাৎ সদগুণ হল সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। যেমন আমরা ঔষধ সেবন করি

^১ Konstan, David. "Epicurean Happiness: A Pig's Life?" *Journal of Ancient Philosophy*, Vol. 6, No. 1, June 2012, p. 4. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v6i1p1-22>.

স্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তেমনি, সদগুণ চর্চা করি আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে। তবে এই সদগুণ-কে আনন্দ থেকে কোনো ভাবেই পৃথক করা যায় না বলে তিনি মনে করেন।^২

সিসেরো (Marcus Tullius Cicero 106-43 B.C.)-এর *On Moral Ends* গ্রন্থে টরকুয়াতাস (Torquatus) এপিকিউরিয়ান নৈতিকতা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এপিকিউরাস একমাত্র সুখ-কেই (pleasure) স্বকীয় মূল্যবান বিষয় আর ব্যথা-বেদনাকে (pain) একমাত্র মূল্যহীন বিষয় রূপে গণ্য করতেন। আর অন্য সমস্ত মূল্যযুক্ত বিষয়ই এই দুই-এর নিরিখেই মূল্যায়িত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন কোনো শিশুর স্বাভাবিক ব্যবহার বা আচরণ থেকেই আমরা এবিষয়ে সহজেই অনুমান করতে পারি। শিশু জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ অন্বেষণ করে থাকে ও ব্যথা-বেদনা পরিহারের চেষ্টা করে থাকে। যেমন সুখ সম্বন্ধে এপিকিউরাস নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা প্রথম এবং সহজাত। কেননা সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতিগতভাবে সুখ উপভোগ করতে চায় এবং বেদনা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। তাই অন্যান্য প্রাণীদের মত আমাদেরও এমন লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে আমরা তা নির্বাচন করতেও পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। এই কারণে পরবর্তীতে এপিকিউরিয়াস সুখের শুভত্ব বিষয়ে এবং ব্যথা-বেদনার মন্দত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি বলেন কিছু কিছু বিষয় যেমন আগুনের উত্তাপ, বরফের সাদা বর্ণ, মধুর মিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি। এগুলি প্রমাণের জন্য বিশদ যুক্তি বিচারের প্রয়োজন হয় না। এই

^২ Laertius Diogenes: *Lives of Eminent Philosophers*. Vol. 2, Translated by R. D. Hicks, Harvard University Press, 1925, p. 663.

বিষয়গুলির প্রতি একটু মনোযোগ নিবন্ধন করলেই আমরা এদের গুণ বা ধর্ম বুঝতে সক্ষম হই।^৭ এপিকিউরাস এই সত্যকে স্বতঃপ্রমাণ রূপে স্বীকার করেন। শৈশবাবস্থায় প্রাণীদের প্রকৃতিগত আচরণ আমরা সকলেই স্বাভাবিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। এই অর্থে তা প্রমাণ করার জন্য আলাদা করে অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আর এটাই হল তাঁর সুখবাদের সর্বপ্রথম সত্যতার মানদণ্ড।

এপিকিউরাস-এর মতে কোনো ব্যক্তিই সুখ প্রত্যাখ্যান করেন না কারণ তা সুখ তাই। আর ভবিষ্যতে কি উপায়ে আরও বৃহৎ সুখ উপভোগ করা যায় এবং ব্যথা-বেদনা এড়িয়ে চলা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করে থাকেন। কোনো ব্যক্তিই ব্যথা-বেদনাকে মনোনীত করেন না কারণ তা ব্যথা-বেদনা তাই। আর ভবিষ্যতেও বৃহৎ বেদনাকে প্রতিহত করে ভবিষ্যতের সুখ সুরক্ষিত করেন। এভাবেই ব্যক্তি তার পছন্দের বিষয়কে পরস্পরের সাপেক্ষে মূল্যায়নের দ্বারা তার নৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি বলেন সুখ-কে দীর্ঘ মেয়াদের সাপেক্ষে বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যথা-বেদনা প্রতিহত করার মত সমক্ষমতাসম্পন্ন বিষয়রূপে গণ্য করা উচিত। তাঁর মতে দৈহিক অনুভূতির তুলনায় মানসিক অনুভূতি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। দৈহিক সুখ বা যন্ত্রণা কেবল বর্তমান সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু মানসিক সুখ-দুঃখ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই ব্যাপ্ত থাকে এবং আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তা বিশেষভাবে সম্পর্কিত।^৮ অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস দ্বারা মানসিক অনুভূতির ক্ষমতাও

^৭ Cicero, Marcus Tullius. *Cicero: On Moral Ends*. Edited by Julia Annas, Cambridge University Press, 2001, p. 13.

^৮ Laertius Diogenes: *Lives of Eminent Philosophers*. Vol. 2, Translated by R. D. Hicks, Harvard University Press, 1925, pp. 661-63.

বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কাজেই মনের পরিধি ও ক্রিয়া-কলাপ দ্বিগুণ বলা যায়, যা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণাকেও প্রতিহত করতে পারে। আবার অন্যদিকে ব্যথা-বেদনাকে অধিক তীব্র করার ক্ষমতাও আমাদের মনের আছে। বর্তমানে আমরা যে সকল দৈহিক সুখ উপভোগ করে থাকি তা অতিক্রম করার ক্ষমতাও মনের আছে।

সুখের প্রকারভেদ-- এপিকিউরাস দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুখের ধারণাকে পৃথক করেছেন— *katastematic pleasure* এবং *kinetic pleasure*। তিনি তাঁর *on choices and Avoidance* গ্রন্থে বলেন মানসিক বেদনা মুক্ত (*ataraxia*) এবং দৈহিক ব্যথা-বেদনা মুক্ত (*aponia*) অবস্থা হল *katastematic pleasure*। ব্যক্তির স্বাভাবিক চাহিদা, কামনা-বাসনা পরিপূরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হল *kinetic pleasure*, যেমন খাদ্য গ্রহণ, তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি।^৫ তবে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই দুই বিভাগকে নানা ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাই আমরা প্রথমে এই দু-প্রকার সুখের তুলনামূলক আলোচনা করব।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে এপিকিউরিয়ান সুখানুভবের এই দুই শ্রেণীবিভাগের মূল মানদণ্ড হল 'motion' বা পরিবর্তন। *Kinetic* সুখ মূলত *kinesis* বা গতি বা পরিবর্তন সম্পর্কিত। কিন্তু অন্যটি (*katastematic*) আবার তেমন নয়। এক্ষেত্রে সুখের গতিজ অবস্থা দৈহিক সম্পূরণ বা মানসিক ইচ্ছার পরিপূরণের সঙ্গে যুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে *kinetic* সুখ অনেকটা *katastematic* সুখের মতই শরীরে অথবা মনে অবস্থান করে। যেমন ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়াকে দেহের অবিচল বা অচঞ্চল (*katastematic*) অবস্থা বলা যায়।

^৫ Tsouna, Voula. "Epicureanism and Hedonism." *Cambridge University Press eBooks*, 2017, pp. 61-63. <https://doi.org/10.1017/9781139519267.006>.

আবার বিভিন্ন ঝামেলা থেকে মুক্ত মানসিক অবস্থাকেও *katastematic* সুখ বলে উল্লেখ করা যায়। তবে এই প্রকার সুখের সীমাবদ্ধতা হল, এদের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। *kinetic* সুখ আমাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা কামনা-বাসনা পরিপূরণ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত যেমন- খাদ্য গ্রহণ, তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি। তা দৈহিক হতে পারে আবার মানসিক হতে পারে। *kinetic* সুখ যেমন বর্তমানকালে উপভোগ করা যায় তেমনই কেউ অতীত সুখস্মৃতি স্মরণ করে অথবা ভবিষ্যতের সুখলাভের প্রত্যাশা বা পূর্বানুমানের মাধ্যমে এই সুখ উপভোগ করতে পারেন। আবার অন্যদিকে *katastematic* সুখও স্মৃতি এবং পূর্বানুমানের বিষয় হতে পারে। *katastematic* সুখ গঠিত হয় আমাদের শরীরের তৃপ্ত অবস্থার মাধ্যমে, অর্থাৎ এটি কামনা-বাসনা মুক্ত অবস্থা। যখন কোনো ব্যক্তির খাদ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ক্ষুধার বেদনা নিরসন হয়েছে এবং ঘাটতি পূরণ হয়েছে, তখন ঐ অবস্থাকে *katastematic* সুখ বলা যায়। যখন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সক্রিয় থাকে যেমন- কোনো বিশেষ খাদ্যের স্বাদ যখন আমাদের জিহ্বায় অনুভূত হয়, আমরা যখন বলে থাকি খাবারটি মসলাদার বা নোনতা - এমন অবস্থা হল *kinetic* সুখ।^৬ অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া, যা একপ্রকার ক্রিয়া বা চলমানতা হল *kinetic* সুখের উৎস। ব্যথা-বেদনা নিরসনের প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়েছে তখন তা *katastematic* সুখ। *katastematic* সুখ আসলে শরীরের একটি স্বাভাবিক অবস্থা বা একটি সুস্থ ও সুচিন্তিত মানসিক অবস্থা।

^৬ Konstan, David. "Epicurean Happiness: A Pig's Life?" *Journal of Ancient Philosophy*, Vol. 6, No. 1, June 2012, p. 13. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v6i1p1-22>.

সিসেরো এটাকে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করে বলেন- কোনো ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ প্রক্রিয়া থেকে যে সুখ অনুভূত হয় তা kinetic সুখের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে, আর অন্যদিকে তৃষ্ণা নিবারণের পর যে তৃষ্ণা অনুভূত হয় সেটা katastematic সুখ।^১ সিসেরো এই দুই প্রকার সুখের ব্যাখ্যায় নিজে কোন অর্থ করেননি। তিনি এপিকিউরাসের সুখ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলির উদ্ধৃতি তুলে বলেন, যেমন রসাস্বাদন, শ্রবণ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, সংবেদন ইত্যাদি থেকে যে সুখ আমাদের অনুভূত হয় তা kinetic সুখ বলে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলি আসলে আমাদের শরীরে এক motion সৃষ্টি করে বলে তিনি দাবী করেন।

‘katastematic সুখ আসলে কোনো সুখ নয়’ এমন আপত্তি অনেকে করে থাকেন। যেমন প্রাচীন দার্শনিকগণ (বিশেষত প্লেটো) সক্রেটিস (469-399 BCE) প্রথার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং ব্যথা-বেদনহীন অবস্থাকে (absence of pain) তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করতেন। যেটা সুখ নয় আবার বেদনাও নয়। এরকমই অবস্থার কথা সাইরেনাইক কনিষ্ঠ অ্যারিস্টিপাস উল্লেখ করেছেন। তিনি সুখ এবং যন্ত্রণাকে মসৃণ এবং অমসৃণ সামুদ্রিক হাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুখ বা যন্ত্রণার মধ্যবর্তী একটা মানসিক অবস্থার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেটা তিনি মৃত-শান্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু বিপরীতভাবে এপিকিউরাস এবং তাঁর অনুগামীগণ এই ব্যথা-বেদনা মুক্ত মধ্যবর্তী অবস্থাকে সর্বোচ্চ সুখদায়ক অবস্থা বলে মনে করেন।

^১ Cicero, Marcus Tullius. *Cicero: On Moral Ends*. Edited by Julia Annas, Cambridge University Press, 2001, p. 29.

Kinetic সুখের প্রথাগত ব্যাখ্যার সঙ্গে এপিকিউরাসের সুখবাদী ধারণা'র এক আপাত বিরোধ দেখা যায়। কেননা সেক্ষেত্রে সুখ এবং ব্যথা-বেদনাকে একই সঙ্গে অনুভব করা সম্ভব নয়। বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে বলা যায়- যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারনের সময় সুখ অনুভব করে তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেই একই সময়ে সেখানে সেই সুখের সঙ্গে ক্ষুধার বেদনাও সহযোগী হয়। কারণ তখনো সম্পূর্ণভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়নি। অর্থাৎ সুখ এবং বেদনা একই সঙ্গে একই সময়ে থাকে বলতে হয়। এই বিরুদ্ধতার সমাধানের জন্য কিছু গবেষক kinetic সুখের অন্য ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, তারা গতিকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া রূপে স্বীকার না করে ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে এক প্রকার দৈহিক জাগরণ বা উদ্দীপনা স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের মতে kinetic সুখ থেকে katastematic সুখ উদ্ভূত হয় না বরং katastematic সুখানুভব অপরিবর্তনীয়রূপে kinetic সুখানুভবের পূর্ববর্তী হয়। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতা এবং ব্যথা-বেদনা মুক্ত অনুভব থেকে katastematic সুখ অনুভব করি। এপিকিউরাস katastematic সুখ-কেই চরম শুভ রূপে এবং আমাদের পরম লক্ষ্য রূপে বিবেচনা করেছেন।^৮ অন্যদিকে, আমরা তখনই kinetic সুখের অনুভব করি যখন ইন্দ্রিয়সমূহের এই সুস্থ অবস্থার সঙ্গে বাহ্যিক কোন সুখদায়ক বিষয় যুক্ত হয়ে মনোরম অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

তবে কিছু গ্রন্থে আমরা এর ভিন্ন মত দেখতে পাই। প্রথমত, সিসেরো এবং ডায়োজেনিস এপিকিউরাসের বিবৃতি উল্লেখ করে বলেন তিনি রাসন, শ্রবণ, দর্শন সম্বন্ধীয় সুখানুভবের উল্লেখই বেশি করতেন। দ্বিতীয়তঃ, এপিকিউরাস মৃত্যু শয্যায় থাকাকালীন ব্যক্ত করেছেন

^৮ Cicero, Marcus Tullius. *Cicero: On Moral Ends*. Edited by Julia Annas, Cambridge University Press, 2001, p. 15.

তাঁর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কথা। তিনি তাঁর সমস্ত সুখদায়ক স্মৃতি ও অতীত কথোপকথনের মনোরম মুহূর্ত স্মরণ করে ওই ব্যথা-বেদনার বিষয়ে ভুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করতেন। যেহেতু মনের আনন্দ হল একপ্রকার kinetic সুখ। তাই অনেকে বলতে পারেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে kinetic সুখও katastematic সুখের অভাবের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম।

এপিকিউরাস মতে সুখ কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া নয় সেই সঙ্গে সেটা একটা অবস্থাও বটে। তিনি 'কামনা' ও 'সুখে'র মধ্যে একটা সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বেদনামুক্ত অবস্থারও একটা সীমা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বেদনামুক্ত অবস্থাকে কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা বলে গণ্য করেননি। তবে তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন- এটা সুখের অনুভূতি লাভে এবং তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এপিকিউরাস মনে করেন সমস্ত রকম বেদনা অপসারণের দ্বারা সুখ তার চরম সীমায় পৌঁছাতে সক্ষম। যেমন কেবল রুটি ও পানীয়জল আমাদের সর্বোচ্চ সুখ প্রদান করতে পারে যখন আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় তা পেয়ে থাকি। এখানে তিনি এটা বঝাতে চাননি যে প্রয়োজনের দ্বারাই সুখের বৃদ্ধি হয়। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন সুসম্পন্ন ও ব্যয়বহুল বিষয়ের মত অতি সাধারণ ও সহজলভ্য বিষয়ও আমাদের সর্বোচ্চ সুখ প্রদানে সক্ষম। তবে অভুক্ত অবস্থায় খাদ্যগ্রহণের যে সুখ তা ভুক্ত অবস্থায় খাদ্যগ্রহণের সুখ থেকে অবশ্যই আলাদা হবে। ভুক্ত অবস্থায় আমাদের তেমন কোনো সুখ অনুভূত নাও হতে পারে।

নিকলস্কাই (Boris Nikolsky) তার 'Epicurus on Pleasure' প্রবন্ধে কিছু ব্যাখ্যাকারগণের মত উল্লেখ করে বলেন এপিকিউরাস সুখের যে দু-প্রকার বিভাগ করেছেন

তা অ্যারিস্টটলের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। তিনি বলেন অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থে ‘বিশ্রামের সুখ’ (pleasure in rest) ও গতিজ সুখের (pleasure in motion) উল্লেখ করেছেন। আর বিশ্রামের সুখকে তিনি সুখের সর্বোচ্চ আকার রূপে বর্ণনা করেছেন, যেটা ঈশ্বর অনুভব করে থাকেন।^৯

বিশ্বাস ও কামনার স্বরূপ: ব্যক্তির শুভ জীবনের ক্ষেত্রে ‘মন’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে এপিকিউরাস মনে করেন। এক বিশেষ পদ্ধতিতে আমাদের মন বিশ্বাস (beliefs) ও কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুখ নির্বাচন করে থাকে। আর সেকারণে তিনি ইচ্ছা বা কামনার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এপিকিউরাস ব্যক্তির কামনা-বাসনাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— ১) প্রাকৃতিক এবং অত্যাৱশ্যক ২) প্রাকৃতিক কিন্তু (অত্যাৱশ্যক নয়) অনাৱশ্যক ৩) অপ্রাকৃতিক এবং অনাৱশ্যক।^{১০}

প্রাকৃতিক এবং অত্যাৱশ্যক কামনাগুলি পূরণের মাধ্যমে আমরা বেদনা মুক্ত অবস্থায় পৌঁছই। এই কামনাগুলি পূরণ না হলে আমাদের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না, এগুলি সুখী জীবনের জন্য আৱশ্যক। এমনকি আমাদের জীবিত থাকার জন্য এগুলির তৃপ্তিসাধন প্রয়োজন হয়। যেমন তিনি বলেন- খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় এবং মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয় তাই এই বিষয়গুলি জীবন ধারণের জন্য অত্যাৱশ্যক। এপিকিউরাস মনে করেন ব্যক্তির এই মৌলিক

^৯ Nikolsky, Boris. “Epicurus On Pleasure.” *Phronesis*, Vol. 46, No. 4, 2001, pp. 454–55. *Crossref*, doi:10.1163/156852801753736490.

^{১০} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, p. 392.

প্রয়োজনগুলি পরিপূরণ আদৌ অসাধ্য বিষয় নয়। সুখ আমাদের তখনই প্রয়োজন হয় যখন আমরা ব্যথা-বেদনা অনুভব করি, কারণ সুখ তখন অনুপস্থিত। আর যখন আমরা ব্যথা বেদনা অনুভব করি না তখন সুখেরও প্রয়োজন হয় না। একারণেই সুখ হল প্রথম সহজাত শুভ এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এটার ভিত্তিতেই আমরা সমস্ত কিছু নির্বাচন ও পরিহার করে থাকি।”

আবার কিছু প্রাকৃতিক কামনা আছে যা পূরণ না হলেও আমাদের তেমন কোনো ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় না। যেগুলি ব্যথা-বেদনা দূর করে না, কেবল সুখকে বৈচিত্র্যময় করে সেগুলিকে অনাবশ্যক কামনা বলা যায়। যেমন- সুস্বাদু অথচ ব্যয়সাপেক্ষ খাবার গ্রহণের ইচ্ছা। অবশ্যই এটি সুখদায়ক, তবে সাধারণ খাবারের তুলনায় এটি বেশি লোভনীয় হলেও তা যে বেশি বেদনা দূর করে এমন নয়। অনাবশ্যক কামনা পরিপূরণের ক্ষেত্রে অসুখী হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে বলে তিনি মনে করেন। ব্যক্তি কেবল প্রাকৃতিক এবং অত্যাৱশ্যক প্রয়োজনগুলি পূরণের মাধ্যমেই সুখী জীবন পেতে পারেন বলে তিনি দাবী করেন।

অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যক কামনার উদাহরণ হল- সম্মান প্রাপ্তির বা পুরস্কার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে সীমিত করে এবং এক্ষেত্রে অসুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এই কামনাগুলির পশ্চাদ্ধাবন না করাই মঙ্গলজনক বলে এপিকিউরাস মনে করেন। কারণ এগুলি অনেক সময় সুখ প্রদানের পরিবর্তে ব্যক্তিকে ঝামেলা বা অশান্তিতে নিয়োজিত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাদের স্বাভাবিক

^{১১} Epicurus. *The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments*. Translated with an introduction by Eugene O'Connor, Great Books in Philosophy, 1993, pp. 64-5.

জীবনযাপন দ্বিধাহীনভাবে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য পালনে সহায়তা করে এবং সময়ের অপব্যয় না করে সুখী জীবন প্রদান করে।

এপিকিউরাস অনুগামী ফিলোদেমাস (Philodemus) এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় যুক্ত করে বলেন আমাদের কামনার উৎসগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক সময় আমরা বিষয়কে যেমন ভাবে অনুভব করে থাকি তা থেকেই কামনা-বাসনার উদ্ভব হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের অনুভূতি থেকেই ইচ্ছা বা কামনার উদ্ভব হতে পারে। আবার অনেক সময় এদের উত্থান ঘটে আমাদের ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে। আবার বাহ্যিক কোনো কারণ থেকেও কামনার উদ্ভব হতে পারে। ব্যক্তির উপর এই কামনা-বাসনার প্রভাব কখনও গভীর আবার কখনও স্বল্প হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন কামনা-বাসনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে আমরা সক্ষম না হওয়ার ফলে নৈতিক বিভ্রান্তির (moral error) সৃষ্টি হয়। যেমন অন্যের কামনা-বাসনাকে ভ্রান্তি বসত নিজের প্রকৃতির উপযোগী মনে করা এবং তাকে লক্ষ্য রূপে স্থির করা। উচ্চাভিলাষ বা বিলাসিতাকে অভীষ্ট বস্তু রূপে বিবেচনা করা আমাদের উচিত নয় বলে তিনি দাবী করেন। আবার অন্যদিকে আমাদের মন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে মন কোনো গভীরতম ভয়-কে উপলব্ধি করে ও তার সত্যতা স্বীকার করেও প্রশান্তির অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে এপিকিউরিয়ান নৈতিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল লিন্সা (greed), ক্রোধ (anger), মৃত্যু ভয় ইত্যাদি আবেগ-অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়তা করা। জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এপিকিউরাস তাঁর মূল বক্তব্যকে চারটি নীতি বা মন্ত্রের (Tetrapharmakos) মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, যেটাকে তিনি ঔষধের সঙ্গে

তুলনা করেছেন এবং তা পালনে অনুগামীদের উপদেশ দিতেন। যদি এই চারটি মন্ত্র অনুসরণে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় তাহলে ব্যক্তি সুখী জীবন লাভে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

চারটি মূল মন্ত্র (Tetrapharmakos): প্রথমত, ‘ঈশ্বরে ভয় না পাওয়া’- এপিকিউরাসের মতে ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন, মানুষের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ রাখেন না। তারা পরিপূর্ণ এবং আনন্দময় সত্তা, তাই আমাদের জীবনে তারা হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং, ঈশ্বরের শাস্তি বা হস্তক্ষেপের ভয়ে ভীত হয়ে বাঁচার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর সর্বদা নিজের আনন্দে সমাহিত হয়ে আছেন। মানব জগতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর কোনোভাবেই অনিষ্টকরণের সঙ্গে যুক্ত নন। মানব জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো প্রভাব আমাদের বাস্তবিক জীবনযাপনে পড়ে না। আর সে কারণেই ঈশ্বরে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।^{১২}

দ্বিতীয়ত, ‘মৃত্যু সম্বন্ধে অযথা চিন্তা না করা’- তিনি বলেন মৃত্যু আমাদের কাছে কোনো কিছুই নয় কারণ সমস্ত শুভ এবং অশুভ কিছু আমরা ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই বুঝে থাকি। দেহত্যাগ হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ সম্ভব হয় না। আর যার অনুভূতি সম্ভব নয় তা আমাদের কাছে কিছুই নয়। যখন আমাদের দেহাবসান হয় সেই সঙ্গে আত্মার অস্তিত্বও বিনষ্ট হয়। এপিকিউরিয়ান মতে মৃত্যু আসলে কিছু যৌগিক পরমাণুর বিচ্ছুরণ। যা দিয়ে (আত্ম পরমাণু এবং দেহ পরমাণু) এই শরীর গঠিত। যেহেতু পরমাণুগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং মসৃণ তাই

^{১২} Epicurus. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*. Translated and edited by Brad Inwood and Lloyd P. Gerson, Hackett Publishing Company, 1994, p. 28.

দেহাবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিচ্ছুরণ ঘটে থাকে। যা বিচ্ছুরিত হয় তা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। শরীর তাদের আর একত্রিত করে রাখতে সক্ষম থাকে না। সুতরাং যখন ব্যক্তি মৃত তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে না। আবার যখন ব্যক্তি জীবিত তখন মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা মৃত্যু তখন উপস্থিত নয়। তিনি মনে করেন দেহত্যাগের পর জীবের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী কোনো জীবনের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। এইভাবে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।^{১০} মৃত্যু ভয় ব্যক্তি জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তা ভীষণভাবে আনন্দের পরিপন্থী। এই মৃত্যু ভয় অপসারণের মাধ্যমেই ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে প্রশান্তির অবস্থায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে তাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার চেষ্টা করাকেই সুখদায়ক জীবনের একটা অপরিহার্য দিক বলে তিনি মনে করেন।

তৃতীয়ত, ‘ভালো বা শুভ কোনো বিষয় সহজেই লাভ করা সম্ভব’- এপিকিউরাস মনে করেন প্রকৃত সুখ পেতে আমাদের সীমিত চাহিদাগুলো পূরণ করাই যথেষ্ট। খাদ্য, আশ্রয় এবং বন্ধুর সান্নিধ্যই সুখী জীবনের জন্য প্রধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শুভ বিষয় বলতে তিনি জীবন ধারণের জন্য যে মৌলিক বা অত্যাবশ্যিক বিষয়গুলির প্রয়োজন হয় সেটাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বিলাসিতা এবং অতিরিক্ত চাহিদা দুশ্চিন্তার বুকি বাড়ায়। এপিকিউরাস দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল খুব সচেতনভাবে সুখ নির্বাহ করা। তিনি মনে করেন সুখ আমাদের সহজলভ্য বিষয়।

^{১০} Epicurus. *The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments*. Translated with an introduction by Eugene O'Connor, Great Books in Philosophy, 1993, pp. 63-4.

তবে তা তীব্রতা ও স্থিতিকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেসকল বিষয় আমাদের ব্যথা-বেদনা প্রদান করে থাকে তা নিরসনের মাধ্যমেই আমাদের সর্বোচ্চ সুখ লাভ সম্ভব হতে পারে। আমাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন সাধনের মাধ্যমেই আমরা শুভ জীবন লাভ করতে পারি।

চতুর্থত, ‘ভয়ানক/ভীতিজনক বিষয় সহন করা সহজ’- এক্ষেত্রে ভীতিজনক বিষয় বলতে এপিকিউরাস দুঃখ বা ব্যথা-বেদনাকে বুঝিয়েছেন। শুভ বিষয় আমাদের সুখ প্রদান করে থাকে আর অশুভ বিষয় দুঃখ প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই দুঃখ বা ব্যথা-বেদনা আমরা সহজেই জয় করতে পারি কারণ গভীর যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয় না আর দীর্ঘস্থায়ী বেদনা স্বল্প যন্ত্রণা প্রদান করে বলে তিনি মনে করেন।^{১৪} এই বেদনা থেকে পরিত্রাণের উপায় রূপে তিনি কোনো সুখদায়ক স্মৃতি বা বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন। যার ফলে ওই বেদনা কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে তিনি মনে করেন। আমাদের অতীত সুখদায়ক স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আনন্দদায়ক পূর্বানুমান অনেক সময় আমাদের যন্ত্রণার উপশমক হয়।

এপিকিউরাস অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনা করে বলেন প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবল ব্যথা-বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং খাদ্য গ্রহণ করাই তাদের সুখী থাকার জন্য যথেষ্ট কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত নয়। মানুষের সুখী অবস্থার জন্য ঐ শর্তের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন বা দুঃশ্চিন্তামুক্ত মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। আর এই দুই শর্তই মানবিক আনন্দের ভিত্তি স্বরূপ বলে এপিকিউরাস মনে করেন। একারণেই ব্যক্তিকে ভয় থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি ‘ঈশ্বরে ভয় ও মৃত্যু ভয়’ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

^{১৪} Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020, p. 390.

এপিকিউরিয়ান মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যাও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চর্চা করতেন এবং সে বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতেন। এপিকিউরাসের পারমাণবিক তত্ত্বানুসারে এই বিশ্ব জগতের সমস্ত কিছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপকে তারা দূরে রেখেছেন আর সেইসঙ্গে আত্মার অমরতা বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

এপিকিউরাস ব্যক্তির কামনা-বাসনাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- ১) প্রাকৃতিক এবং অত্যাবশ্যিক ২) প্রাকৃতিক কিন্তু (অত্যাবশ্যিক নয়) অনাবশ্যিক ৩) অপ্রাকৃতিক এবং অনাবশ্যিক। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকার কামনা-বাসনার (প্রাকৃতিক অথচ অনাবশ্যিক) উল্লেখ করেছেন যেগুলি ব্যথা-বেদনা দূর করে না, কেবল সুখকে বৈচিত্র্যময় করে, যেমন- ব্যয়সাপেক্ষ খাবার গ্রহণের ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে ‘ব্যয়সাপেক্ষ খাবার গ্রহণের ইচ্ছা’-কে প্রাকৃতিক শ্রেণীর অন্তর্গত করা কতটা যথাযথ তা বিবেচনার বিষয়।

অন্যদিকে খ্যাতি বা সুনাম লাভের বাসনা, পদমর্যাদা, সম্পদ লাভ ইত্যাদি এপিকিউরাসের মতে অনাবশ্যিক ও অপ্রকৃত ইচ্ছা বা কামনা। তিনি এগুলোকে এড়িয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। তবে এগুলির আশায় ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত হওয়ার ফলে সে যেমন ব্যথা-বেদনার শিকার হতে পারে তেমনি আবার এগুলির সাফল্যও ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করতে পারে। তাই সম্ভাব্য বেদনা বা যন্ত্রণার ভয়ে বিশেষ আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা সবল মানসিকতার পরিচয় নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলে অনেকে আপত্তি করতে পারেন।

ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব: এপিকিউরাসের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা তাঁর দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ঈশ্বর আমাদের কাছে নৈতিক আদর্শ রূপে উপস্থাপিত হয়। আমরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর রচিত পথ অনুসরণের চেষ্টা করি। ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করে। ঈশ্বর কখনোই মানব জীবন বা সমাজকে প্রভাবিত করেন না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এপিকিউরাস ও তাঁর অনুগামী ঈশ্বরকে অবিদ্যমান বা শাস্ত্র সূত্রী সত্তা রূপে উপস্থাপিত করেছেন। ঈশ্বর জাগতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নন। আমরা তাদেরকে দেখতে সক্ষম নই তবে আমরা আমাদের চিন্তন বা মননের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারি। বিশেষত ‘অবিদ্যমানতা’ এবং ‘পরম আনন্দময় সত্তা’ এই দুটি বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের পূর্বধারণা বলা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই পূর্বকল্পিত ধারণা ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সহায়তা করে ও সেই সঙ্গে আমাদেরকে নৈতিক জ্ঞান লাভের পথে চালিত করে। এক্ষেত্রে এই পূর্বকল্পিত ধারণার সঙ্গে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও যুক্ত হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে ঈশ্বরের নিত্যতা ও পরম সুখের সঙ্গে সমস্ত কিছুই সঙ্গতিপূর্ণ, কোনো কিছুই এগুলির সঙ্গে বেমানান নয়। সুতরাং ঈশ্বর প্রাকৃতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন বা মানব সমাজে হস্তক্ষেপ করেন— এমন বিশ্বাসগুলিকে আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত, পরিবর্তে আমাদের ভাবা উচিত ঈশ্বর আমাদের এই জাগতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন এবং আমাদের জগত থেকে দূরে অবস্থান করেন। ঝামেলা, উদ্বেগ, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি তাঁদের কাছে মূল্যহীন বিষয়। এপিকিউরাসের পরবর্তী অনুগামীগণ নৈতিকতাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ফিলোদেমাস (Philodemus) ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের পূর্বকল্পিত ধারণার সঙ্গে অন্যান্য বিকৃত ধারণাকে তুলনা করেছেন

এবং কেন মানুষ এমন বৈশিষ্ট্যগুলিকে (যেগুলি আদৌ ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) ঈশ্বরের প্রকৃতিতে আরোপ করে তা আলোচনা করেছেন। তিনি Polyaenus এর বিতর্কিত বিবৃতি- ‘ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ’ তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন নৈতিককর্তা রূপে ঈশ্বর আমাদের কোনো উপকার করেন না আবার কোনো ক্ষতিও করেন না। আমাদের জীবন লাভ বা মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে ঈশ্বর কোনোভাবেই যুক্ত নন এবং এসব কারণে ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বিপরীতভাবে বলা যায় ঈশ্বর শরীরগত রূপে অস্তিত্বশীল নন, আমরা ঈশ্বরকে শুদ্ধ, অবিকৃত, নৈতিক বিভ্রান্তিমুক্ত সত্তা রূপে আমাদের ধারণায় স্থান দিতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বর ‘মঙ্গল’-এর ধারণা রূপে আমাদের কাছে অস্তিত্বশীল হতে পারেন। যদি আমরা এই প্রচেষ্টায় সফল হতে পারি তবে আমরা প্রকৃত আনন্দ ও প্রশান্তি উপভোগে সক্ষম হব এবং আমাদের সমগ্র জীবনকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হবে।^{১৫}

আত্মা বিষয়ক মতামত: ডায়োজেনিস-এর মতে এপিকিউরাস মানবাত্মার দুটি অংশ স্বীকার করেছেন। একটি মসৃণ এবং বৃত্তাকার পরমাণু দিয়ে গঠিত, যা তেজ পরমাণুর তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। এর একটি অংশ হল অ-বৌদ্ধিক (non-rational)। এটি অবশিষ্ট সমস্ত শরীরে বিচ্ছুরিত হয়। আমাদের বৌদ্ধিক অংশটি আমাদের বক্ষস্থলে অবস্থান করে। কারণ আমরা যে আনন্দ এবং ভয় অনুভব করে থাকি তা থেকেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যান্য প্রাণীরা অবশ্যই ব্যথা বেদনা অনুভব করে থাকে তাদের শরীরের কোনো একটা

^{১৫} Tsouna, Voula. “Epicureanism and Hedonism.” *Cambridge University Press eBooks*, 2017, pp. 67-68. <https://doi.org/10.1017/9781139519267.006>.

অংশে। তাদের আত্মার বৌদ্ধিক অংশ নেই তাই তারা আমাদের মত আত্মার এই অংশে সুখ-দুঃখ অনুভবে সক্ষম নয়।

আবার মানুষের ক্ষেত্রে তার বৌদ্ধিক আত্মার একটি অসুবিধার দিক হল ভয় এবং মানসিক দুশ্চিন্তা। এটা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাসের উপর। যেমন মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে সে কারণেই আমরা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকি। তাই এপিকিউরাস বলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার আত্মার উভয় অংশের সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য হেলেনিস্টিক বিদ্যালয়ের মত এপিকিউরাসও ব্যক্তির রোগ নিরাময় সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করেছিলেন আর এক্ষেত্রে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। আবেগ-অনুভূতি বিষয়ে তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল সু-চিন্তিত মনন। এপিকিউরিয়ান চিকিৎসকদের সমতুল্য রূপেই বিবেচিত হতেন। তাঁরা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা করতেন। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি লিখিত আকারেও সহজলভ্য ছিল। এপিকিউরিয়ান শিক্ষক তার সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সুখবাদী ভাবধারা উপস্থাপন করতেন। ফিলদেমাস (Philodemus) *Treatise on Frank Speech* গ্রন্থে এই শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। কিভাবে তারা দ্বিধাহীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক দ্বন্দ্বগুলিকে চিহ্নিত করতেন এবং তার সমাধান করতেন তা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক অবশ্যই সেই সকল ব্যক্তির চরিত্র এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ

না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নজরে রাখতেন। যেহেতু তাদের মূল লক্ষ্য হল *katastematic* সুখ লাভ করা।^{১৬}

আবেগ ও অসৎ গুণাবলী যখন ব্যক্তির আনন্দ লাভের পথে বাধা হয়ে ওঠে তখন সেক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সদগুণাবলী আবশ্যিক রূপে প্রয়োজন হয়। সদগুণাবলী (*virtue*) এবং সুখ পরস্পর পরস্পরের বিশেষ নিকটবর্তী। তাই সুখী জীবন থেকে কখনোই সদগুণকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। শুভ জীবনের ক্ষেত্রে উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন। দূরদর্শী হওয়া ও সম্মানের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপন করার মাধ্যমেই সুখী জীবন লাভ সম্ভব বলে এপিকিউরাস মনে করেন।^{১৭} সুখের সঙ্গে সদগুণের বিশেষ সহায়ক ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন। যেমন প্রজ্ঞা বা জ্ঞান (*wisdom*) আমাদের কাছে কামনীয় হয়ে থাকে কারণ তা কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুখলাভে আমাদেরকে সাহায্যতা করে থাকে। অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে আমরা তার নিজ গুণের খাতিরে কামনা করি না বরং অন্য কোনো কিছুর কিছুর সহায়ক রূপে তা কামনীয় হয়ে থাকে। মিতাচার (*temperance*) এবং বীরত্ব (*courage*) একইরকমভাবে সহায়ক রূপে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। সুখলাভে সহায়তার কারণেই আমরা এ সকল মূল্যযুক্ত বিষয়কে শুভ আখ্যা দিয়ে থাকি, তাদের নিজস্ব অধিকারের কারণে নয়। ন্যায় (*justice*)-এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে এক প্রকার চুক্তি গঠিত হয়, যেখানে তারা একে অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে

^{১৬} Tsouna, Voula. "Epicureanism and Hedonism." *Cambridge University Press eBooks*. 2017, p. 70. <https://doi.org/10.1017/9781139519267.006>.

^{১৭} Epicurus. *The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments*. Translated with an introduction by Eugene O'Connor, Great Books in Philosophy, 1993, p. 70.

এবং সকলে সুহৃদয় ভাব বজায় রাখে। এই নীতির বলবৎকরণ ততক্ষণই প্রয়োজন হয় যতক্ষণ তা সমাজের হিতকর রূপে প্রদর্শিত হয়। এমনকি ঋষি বা মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরও এই চুক্তি মেনে চলার প্রয়োজন হয় কারণ তাঁদের-ও অন্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। আমরা ওই চুক্তি মেনে থাকি নিজেরা ভালো থাকার উদ্দেশ্যে। এপিকিউরাসের মতে, ন্যায় ততক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ তা সমাজের শান্তি এবং মানুষের সুখ নিশ্চিত করে। অন্যথায় এটি কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ন্যায় বা ন্যায়পরতা'রও স্বতন্ত্র মূল্য নেই বলতে হয়। তা সহায়ক শুভ রূপেই মূল্যায়িত হয়ে থাকে। শুভ জীবন লাভের ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতাকে (prudence) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যান্য সকল নৈতিক সদগুণ-এর উৎস রূপে উল্লেখ করেছেন।^{১৮} তিনি বলেন আমাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা বা কামনার কারণ অনুসন্ধান করা এবং জীবনে অশান্তি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আর সেকারণে আমাদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

এপিকিউরাস মনে করেন দর্শন চর্চা কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে চর্চা নয়, দৈহিক ও মানসিক শান্তি রক্ষার্থে তা চর্চা করা প্রয়োজন। দর্শন আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভয় থেকে- 'ঈশ্বরে ভয়' এবং 'মৃত্যু ভয়' থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। দর্শন চর্চা মাধ্যমে ব্যক্তি সুখী জীবন পেতে পারেন বলে এপিকিউরাস মনে করেন। তাঁর মতে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ বিশেষ ভাবে

^{১৮} Epicurus. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*. Translated and edited by Brad Inwood and Lloyd P. Gerson, Hackett Publishing Company, 1994, p. 31.

সংসর্গী হয়ে আছে। অর্থাৎ এমন নয় যে শেখা বা জানার পর আনন্দ অনুভব হয় বরং এক্ষেত্রে শিক্ষণ এবং আনন্দলাভ যুগপৎ হয়ে থাকে।^{১৯}

বন্ধুত্ব: সুখী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এপিকিউরাস বন্ধুত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছেন। কেননা ব্যক্তির সুখী জীবনলাভে বন্ধুর বিশেষ ভূমিকা থাকে। তিনি দাবি করেন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে যতটা ভালোবাসেন, বন্ধুকেও ঠিক ততটাই ভালোবাসেন। প্রয়োজনে বন্ধুদের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকেন। আমাদের এই সীমিত জীবনে বন্ধু যতটা সুরক্ষা প্রদান করে থাকে তার সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয় না বলে তিনি মনে করেন।^{২০} মনের শান্তি রক্ষার্থে বন্ধুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃত বন্ধুত্ব নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এটি সুখ ও শান্তি স্থাপনার অন্যতম উপাদান।

সুখ মানেই তা আমাদের কাছে অনুকূল মনে হয়, আর ব্যথা-বেদনা মানেই তা প্রতিকূল মনে হয়। কিন্তু সকল সুখ যেমন আমাদের নির্বাচন করা উচিত নয় তেমনই সকল ব্যথা-বেদনাকেও আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় আপত দৃষ্টিতে যা শুভ বলে মনে হয় তা আসলে অশুভ, আর যেটি অশুভ বলে বোধ হয় তা আসলে শুভ। তাই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তার সুবিধা-অসুবিধা তুলনামূলক পরিমাপ ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।^{২১}

^{১৯} Epicurus. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*, Translated and edited by Brad Inwood and Lloyd P. Gerson, Hackett Publishing Company, 1994 p. 37.

^{২০} Laertius Diogenes: *Lives of Eminent Philosophers*. Vol. 2, Translated by R. D. Hicks, Harvard University Press, 1925, p. 673.

^{২১} Epicurus. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*. Translated and edited by Brad Inwood and Lloyd P. Gerson, Hackett Publishing Company, 1994, p. 30.

পরিশেষে, এপিকিউরাস-এর দর্শনকে একপ্রকার নিরাময়মুখী দর্শন বলা যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত ব্যক্তিকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অশান্তিকর পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। এপিকিউরিয়ান ব্যক্তিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন কারণ তাঁরা মনে করতেন রাজনীতি আসলে মর্মপীড়ার রঙ্গভূমি। তাঁর ধারণা অনুসারে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে থাকব যদি আমরা কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখি এবং যতটা সম্ভব ব্যথা-বেদনা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি ও নিজেকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখি। আর এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

উপসংহার

মানব জীবনের এক প্রাথমিক/সাধারণ লক্ষ্য হল সুখ। সুখের তাগিদে মানুষ বাঁচে, বিভিন্ন রকম কাজ করে, প্রকল্প গঠন করে, বন্ধুত্ব করে, অপরকে সাহায্য করে, সম্পর্ক তৈরি করে। দার্শনিক প্রেক্ষিতে সুখের অস্তিত্ব, স্বরূপ ও সুখ লাভের উপায়কে কেন্দ্র করে নানা অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন সুখ এক মানসিক অবস্থা; কেউ কেউ আবার যাপনের গুণে ব্যক্তির সুখী জীবনকে নির্দেশ করেন। অনেক দার্শনিক মানুষের নৈতিক লক্ষ্য রূপে সুখকে বর্ণনা করেছেন। তবে সুখ লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে সকল উপায় অবলম্বন করে থাকে তা নিয়ে দার্শনিক মহলে মতবৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন গ্রীক দার্শনিক তথা সুখবাদের প্রবক্তা অ্যারিস্টিপাস সুখ লাভ ও সুখী জীবনের জন্য তাঁর অনুগামীদের কতগুলি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচনার কথা বলেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল- আত্মনিয়ন্ত্রণ, দূরদর্শিতা, মাত্রাবোধ, স্বাধীনতা, স্বশাসন, ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, সহানুভূতি, অভিযোজন যোগ্যতা, ধন-সম্পদ, শরীর চর্চা ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা/কল্যাণ। যেহেতু সুখ লাভ করাকে তিনি জীবনের মূল লক্ষ্য রূপে গণ্য করেছেন তাই এই সকল বিষয়কে তিনি সুখ লাভের সহায়ক রূপে সদগুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে প্লেটোর দর্শনে আমরা যেসকল সদগুণের উল্লেখ পেয়ে থাকি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- প্রজ্ঞা, ন্যায়/ন্যায়বিচার, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মাত্রাবোধ বা আধিক্যহীনতা (moderation), ইত্যাদি। একইরকমভাবে অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থে সদগুণের দুটি বিভাগ করেছেন- বৌদ্ধিক সদগুণ এবং নৈতিক সদগুণ। দার্শনিক জ্ঞান, বিচারবোধ, এবং বাস্তব জ্ঞান ইত্যাদি বৌদ্ধিক সদগুণ, আর উদারতা, মিতাচার, সম (mean) নৈতিক সদগুণ। অন্যদিকে এপিকিউরাস-এর দর্শনে আমরা যেসকল সদগুণের

উল্লেখ পাই তার মধ্যে অন্যতম হল- দূরদর্শিতা, মিতাচার, সাহস, ন্যায়বিচার এবং সেই সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বকে সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে গণ্য করেছেন।

কিভাবে শুভ জীবন লাভ করা যাবে এবং কোন কাজগুলিকে সদগুণসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হবে সে বিষয়ে এই নীতিবীদগণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল বা ঐক্যমত নেই। তবে প্রায় সকলেই কিছু সাধারণ সদগুণের উল্লেখ করেছেন, যেমন ন্যায়/ন্যায্যতা/সাম্য, মাত্রাজ্ঞান/ভারসাম্য/সম বা গড়, আত্মনিয়ন্ত্রণ/সংযম, সাহস ইত্যাদি।

সাইরেনাইক দর্শনের অন্যতম সদগুণ হল আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম (self-control)। অ্যারিস্টিপাস যেমন বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনই সেগুলির অভাবে তিনি কখনোই উদ্বিগ্ন হতেন না। তাঁর মতে সুখ লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক ক্ষেত্রে আরাম-আয়েশের বশীভূত হয়ে পড়ি এবং যখন সেটা না পাই তখন আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি, তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ চর্চা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এই সদগুণ ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শেখায়। সেই অর্থে এটি ব্যক্তির সুখী ও সফল জীবন গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মনিয়ন্ত্রণ হল নিজের আবেগ, আচরণ এবং প্রলোভনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার মূলে রয়েছে। তাই ব্যক্তির সুস্থতা, পারস্পারিক সম্পর্ক, সামাজিক মেলবন্ধন বজায় রাখতে ব্যক্তিকে তার কর্মে (কায়, মন, বাক্য) অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সঠিক বিষয়কে বা কর্মপ্রণালীকে নির্বাচন করার এটি একটি উপায়। একজন স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি কেবলমাত্র তার লক্ষ্য মননিবেশ করেন এবং সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে জীবনে সিদ্ধান্ত

নিয়ে থাকেন। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে সুখী জীবনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ চর্চার মাধ্যমে মানসিক চাপ, হতাশা, রাগ বা উদ্বেগের মতো নেতিবাচক আবেগগুলির নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রিত আচরণ ও সংযত বার্তালাপের মাধ্যমে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সহজ হয়, যা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আত্মসংযম আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে ফলপ্রসূ হয়। উদাহরণস্বরূপ, পড়াশোনা বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম, ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন হয়, যা আত্মসংযম থেকেই আসে। ইচ্ছাশক্তি ধরে রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে গেলে জীবনের লক্ষ্য পূরণ সহজ হয়। অনেক সময় আমরা ক্ষণিকের আনন্দ পেতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করি। আত্মসংযম চর্চা আমাদের সেই আচরণ থেকে বিরত রাখে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম বা দৈনন্দিন রুটিনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট করে, যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। ক্রোধ, হতাশা বা অস্থিরতা প্রায়শই ব্যক্তিকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ এই আবেগগুলিকে বশে রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। কর্ম ক্ষমতার উন্নতিকল্পে, মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা বৃদ্ধিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণ শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, সমাজে ইতিবাচক প্রভাব আনার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। এটি একটি মূল্যবান গুণ, যা অর্জন করতে পারলে জীবন আরও সুন্দর

এবং সার্থক হয়ে ওঠে। এটি সুখী জীবনযাপনের মূল চাবিকাঠি, যেটা আমরা সাইরেনাইক দর্শন থেকে পেয়ে থাকি।

সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টিপাস স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-কে তাঁর দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তিনি যেমন কারো দাসত্বাধীন হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না তেমনই নিজেকে কোনো সীমানা বা বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বাধীন ভাবে বাঁচার পক্ষপাতী ছিলেন। যেখানে মানুষ পরাধীন সেখানে সুখী হওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতার অর্থ নিজের ইচ্ছাতে কোনো কিছু করতে পারা, নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য যেমন আমাদের বাহ্যিক জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই অন্তর জগতের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। মুক্তমনে চিন্তা করার স্বাধীনতা, নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, উচ্চশিক্ষা, কর্ম, বন্ধু বা কোনও সংগঠনে যোগদানের স্বাধীনতা, এক কথায় নিজের বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা অনুসারে জীবন কাটানোর স্বাধীনতা মানুষের সুখী হওয়ার পূর্বশর্ত।

মানব জীবনে মূলত তিন প্রকার স্বাধীনতাকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়- অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। সুখী জীবনের জন্য যেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন তেমনই রাজনৈতিক স্বাধীনতারও প্রয়োজন। ব্যক্তি যদি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল না হয় তবে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন, এক্ষেত্রে নিজমত প্রকাশের অধিকার সবার। সেইসঙ্গে শাসকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার পথও খোলা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু ব্যক্তির জীবন সমাজের সঙ্গে জড়িত আর সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার শাসক বা রাষ্ট্রের পরিচালকের উপর, তাই রাষ্ট্রের তথা সমাজের নিয়ম নীতি, আইনশৃঙ্খলা সরাসরি ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত

করে। যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, সেখানে নিজের পছন্দসই জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব। সাইরেনাইক যে স্বাধীনতা বা মুক্তির কথা বলেন তা যেমন প্রচলিত নিয়ম-নীতি থেকে মুক্তি তেমনই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি। সুতরাং স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিকতা হল সাইরেনাইক দর্শনের এমন দুটি উপাদান যা ব্যক্তির সুখী জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য।

অন্যদিকে ব্যক্তির সুখী জীবনের জন্য মাত্রাজ্ঞানেরও বিশেষ প্রয়োজন বলে অ্যারিস্টিপাস মনে করেন। কোন বস্তু কতটুকু প্রয়োজন আর কোনটা প্রয়োজন অতিরিক্ত তা বোঝার জন্য ব্যক্তির মাত্রাবোধ থাকা আবশ্যিক। অ্যারিস্টিপাস তাঁর কন্যা ও অনুগামীদের জীবনে সমতা বজায় রাখার পরামর্শ দিতেন। সেটা যেমন সম্পদ বা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সুখ লাভ বা বিলাসবহুল জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। একইরকমভাবে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনেও আমরা মাত্রাজ্ঞান বা পরিমাপ বোধ বা সম-এর উল্লেখ পাই। সুখী জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির কতটুকু অর্থের বা ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন তা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে- এর বিষয়গত কোনো বিশেষ মানদণ্ড নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির কতটুকুতে সে সন্তুষ্ট হবে তা বোঝবার সামর্থ্য থাকা জরুরী। আর সেকারণেই ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বা বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন। এটি এমন এক গুণ যা কেবল তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই প্রজ্ঞা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে হলে বাস্তব জ্ঞান মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং জীবনকে সহজতর ও সুখকর করে তোলে।

ব্যবহারিক প্রজ্ঞা হল সঠিক সময়ে সঠিক কারণে সঠিক কাজ করার সামর্থ্য। সুখী জীবন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্ম এবং নির্বাচন সঠিক হওয়া অবশ্যক, আর সেক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেয়, আর ভুল সিদ্ধান্ত ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করে। এটি মানুষকে তার ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে এবং সেই অনুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণের পথ দেখায়; অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখে, যা সুখী থাকার জন্য অত্যন্ত আবশ্যিক। জীবনের নানা ক্ষেত্রে যেমন- শিক্ষা, কর্ম, বন্ধুত্ব, সাংসারিক জীবন প্রভৃতির ক্ষেত্রে এটি নৈতিক দ্বন্দ্ব দূর করে সঠিক পথ নির্বাচনে সহায়তা করে। ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালিত হলে সাফল্য ও সুখ, দুটোই অর্জন করা সম্ভব।

অ্যারিস্টিপাস অন্যান্য সদগুণ চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা বা কল্যাণের প্রসঙ্গ এনেছেন। অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তির প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট নন বা মানসিক প্রশান্তির অধিকারী নন। এর কারণরূপে তিনি মানসিক ব্যাধির উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার কথা বলেছেন। সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধারণা বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে ব্যক্তিকে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত মনে জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হয়। সাইরেনাইক তার অনুগামীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জগত সম্পর্কে নানা কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার পরামর্শ দিতেন এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার ঘটাতে সাহায্য করে এমন পদ্ধতির উল্লেখ করতেন। ব্যক্তিকে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার যে

ধারণা আমরা সাইরেনাইক দর্শন থেকে পাই তা নৈতিকতার পরিসরে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষা-র গুরুত্বকে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টিপাস সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভের কথা বলেছেন যেগুলি সময়ের উপযোগী এবং সুখী জীবন প্রাপ্তিতে বিশেষ কার্যকরী। একইসঙ্গে তিনি দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞান চর্চার কথাও উল্লেখ করেছেন, কারণ দর্শন চর্চার ফলে ব্যক্তির শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় বোধের বিকাশ ঘটে, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় এবং ব্যক্তির যৌক্তিক চিন্তাভাবনার উন্নতি ঘটে। একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে ও স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক মেলবন্ধন তৈরি হয়, যা সমাজে সদর্থক ভূমিকা রাখে। কুসংস্কার দূরীকরণেও শিক্ষার বিকল্প নেই। বিচারবোধ তথা মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে যথার্থ শিক্ষা অপরিহার্য।

সুখ লাভের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টিপাস অভিযোজ্যতার (adaptability) কথা বলেছেন, যার অর্থ— নিজেকে পরিস্থিতির উপযোগী করে তোলা। তিনি স্থান-কাল বিশেষে নিজেকে মানিয়ে নিতে দক্ষ ছিলেন। যেখানে নিজের স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক খর্ব হয়, যেখানে দমন-পীড়ন বা অবমাননা আছে সেখানে মানিয়ে নেওয়া কখনোই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। ‘মানিয়ে নেওয়ার’ অর্থ নিজের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক রক্ষা করে বুদ্ধি বা মননের সাহায্যে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

সাইরেনাইক দার্শনিকগণ কেবল বর্তমান সুখ লাভে বিশ্বাসী। তাদের কাছে অতীত সুখ স্মৃতি বা ভবিষ্যতের সুখ প্রাপ্তির আশা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সুখী জীবন লাভের ক্ষেত্রে কেবল

বর্তমানকে জানা বা বর্তমানকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কিছুকে বিচার করা পর্যাপ্ত নয়, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভাবনাও জরুরী। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের বুদ্ধি বা দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও সুখকর করার পরিকল্পনা করতে পারি।

সাইরেনাইক মতে সকল রকম সুখ শুভ বা মঙ্গলজনক। সুখের উৎস যেমনই হোক না কেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ সুখের কোনও গুণগত ভেদ তারা করেননি। ফলত, মানব সুখের সঙ্গে ন-মানব সুখের পার্থক্য স্পষ্ট হয় না। কিন্তু এই পার্থক্য করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

প্লেটোর সুখ বিষয়ক চিন্তাভাবনার উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে তাঁর তিনটি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। *রিপাবলিক* গ্রন্থে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তিন প্রকার সুখের উল্লেখ করে ব্যক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— জ্ঞান অনুরাগী, সম্মান/যশ অনুরাগী ও অর্থ অনুরাগী। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কেবল দার্শনিকেরই প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যের উপলব্ধি হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি জ্ঞান অনুরাগী তাই তিনিই প্রকৃত সুখী ব্যক্তি বলে প্লেটো দাবি করেন। স্ফৈরাচারী শাসকের সঙ্গে দার্শনিকের বিভেদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্ফৈরাচারী ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও সে প্রবৃত্তির দাস, নিজের কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণে সে ব্যর্থ। আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসালী, স্বাধীন ও সম্পদশালী মনে হলেও তিনি প্রকৃত সুখী ব্যক্তি নন। সর্বোচ্চ ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সম্পদ যে ব্যক্তির সুখী জীবনের জন্য পর্যাপ্ত নয়, তা প্লেটোর এই বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়। অতিরিক্ত কামনা-বাসনা ব্যক্তিকে কখনোই যথার্থ সুখ প্রদান করে না, বরং তা ব্যক্তিকে অশান্ত করে এবং এমন ব্যক্তি সহজেই অসৎ কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। ব্যক্তি যদি তার যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা দ্বারা

নিজের কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে সুখের পরিবর্তে অধিক যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়। কামনা-বাসনার অধীন ব্যক্তি সাধারণত আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং লোভ-লালসার বশবর্তী হয়। এমন ব্যক্তি লক্ষ্য পূরণের তাগিদে যেকোনো কর্ম করতে প্রস্তুত থাকে, এমনকি অন্যায় বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করতেও তার দ্বিধা হয় না। এইভাবে ব্যক্তি তার বিবেকবোধ হারিয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। প্লেটোর মতে, এই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত সুখী নয়। প্লেটো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত সুখী বিবেচনা করেছেন। যিনি ন্যায়পরায়ণ, তিনি নিজেই নিজের উপর কতৃৎ করতে সক্ষম, যিনি আত্মসংযমী, তিনি সর্বোচ্চ সুখী ব্যক্তি। প্রকৃত আত্মসংযমী ব্যক্তি যেমন নিজের সঙ্গে অন্যায় হলে তা মেনে নেবেন না তেমনই অন্যের সঙ্গেও তিনি কখনো জেনেশুনে অন্যায় করবেন না।

প্লেটোর মতে ন্যায় (Justice) হল সততা, বৌদ্ধিকতা ও নিরপেক্ষতা দ্বারা চালিত হয়ে সঠিক কাজ করার নীতি। এটি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ভারসাম্য এবং শান্তি বজায় রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়। ন্যায় কেবল আইনি ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রতিদিনের আচরণ এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেও অপরিহার্য। ন্যায় মানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য দেওয়া, সেটা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে হতে পারে। কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে যদি ন্যায়-এর আদর্শ অনুসরণ করা না হয়, তবে সেই সমাজ কখনোই সমৃদ্ধ এবং উন্নত হয়ে উঠতে পারে না। সমাজের সার্বিক উন্নতিতে তথা ব্যক্তির সুখী জীবনের জন্য প্রত্যেকের ন্যায় পালন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

প্লেটো আনন্দ বা সুখের জন্য সামাজিক ন্যায়ের আবশ্যিকতা স্বীকার করেছেন। ন্যায় হল মানুষের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপনের ভিত্তি। কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য নয়, বরং সমাজের মঙ্গল এবং উন্নয়নের জন্য ন্যায় অপরিহার্য। এটি মানবতার মূল ভিত্তি এবং জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি ব্যক্তি স্বার্থ ও সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য গঠন করার একটি মাধ্যম। ন্যায়কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক ন্যায়। সামাজিক ন্যায় হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, মর্যাদা, বিশ্বাস নির্বিশেষে সমান অধিকার ও সমতা। রাজনৈতিক ন্যায় হল সকল ব্যক্তিকে সমতুল্য রাজনৈতিক অধিকার এবং দেশের প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান। অর্থনৈতিক ন্যায় এবং সামাজিক ন্যায় নিবিড় ভাবে জড়িত। ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ, মজুরি প্রাপ্তি ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনগুলি অর্থনৈতিক ন্যায়ের অন্তর্গত।

সুখী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায় পালন বিশেষ ভাবে জরুরী। এটি অন্যায়-অবিচার রোধ করে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। ন্যায় আচরণ মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে পারস্পারিক সম্পর্ক মজবুত করে। এটি নৈতিকতার মূল স্তম্ভ।

ন্যায় চর্চা জীবনে সুখ এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। ন্যায় চর্চা নানা উপায়ে করা যেতে পারে- নিজের কাজ এবং কথায় সততা বজায় রাখা, দায়িত্বশীল থাকা, যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব না করা, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সকলের প্রতি সমান মনোভাব রাখা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, সমাজের তথা রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মেনে চলা এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।

প্লেটোর দর্শনে মিতাচার/সংযম (Temperance) জীবনচর্চার বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তি, ভোগবিলাস এবং কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংযম কেবলমাত্র খাবার বা পানীয়ের ক্ষেত্রে নয়, এটি আচরণ, আবেগ, চিন্তাভাবনা, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মিতাচার হল এমন একটি সদগুণ যেটি আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ ও আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করে এবং যুক্তি ও বিশ্বাস দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। সংযমের দ্বারা ব্যক্তি অতিরিক্ততা বা চরমপন্থা এড়িয়ে চলে, জীবনযাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। সংযমী ব্যক্তি অহেতুক দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন- যা মানসিক প্রশান্তির জন্য জরুরী। অতিভোজন বা অপচয় পরিহার করলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। সংযম মানুষকে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও সং চরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব অনেক। সংযম চর্চার ফলে মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল হয়, যা পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। জীবনে স্থিতিশীলতা বা স্থিরতা আনতে এটি অপরিহার্য। এটি ব্যক্তিকে নিজের লক্ষ্য পূরণে মনোযোগী হতে সাহায্য করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযম অনুশীলন করলে ব্যক্তিগত শান্তি, সামাজিক সম্মান এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। সুখী জীবনের এটি অন্যতম উপাদান, যা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও সম্ভাবনাময় করে তোলে।

প্লেটো জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে মানুষের সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত করেছেন। সুখী জীবন লাভে প্রজ্ঞার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রজ্ঞা হল অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান এবং সিদ্ধান্তের সমন্বয়। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক— সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রজ্ঞা আমাদের

জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রজ্ঞা ব্যক্তির মধ্যে উন্মুক্ততা আনে যার ফলে ব্যক্তি ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা ও করুণাবোধ জাগ্রত করে এবং সুসংস্কৃতি গড়ে তোলায় ব্যক্তির সহায়ক হয়। প্রকৃত সুখ ও আপাত সুখের মধ্যে ভেদ অনুধাবনের জন্য প্রজ্ঞা আবশ্যিক। ব্যক্তিগত থেকে পেশাগত জীবন— প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা অত্যন্ত কার্যকরী। প্রজ্ঞার চর্চা করলে জীবনে অর্থপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

তবে কেবল বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কখনোই শুভ জীবন সম্ভব নয়। বরং বিচারবুদ্ধি যুক্ত জীবনকেই তিনি শুভ বলে গণ্য করেছেন। শুভ জীবনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সুখ ও যথার্থ জ্ঞান-এর মধ্যে প্লেটো বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন; এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, আত্ম-সংযম ও বিভিন্ন সদগুণাবলির গুরুত্বও স্বীকার করেছেন।

অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থে তিন প্রকার জীবনের উল্লেখ করেছেন- উপভোগের জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং চিন্তা বা মননশীল জীবন। এর মধ্যে তিনি মননশীল জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে তিনি শুভকে দু'রকমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— বিষয় স্বতঃই শুভ এবং অন্যগুলি এই শুভ-এর উপায় রূপে শুভ। যা স্বতঃই শুভ তা চরম শুভ, যাকে *eudaemonia* বা আনন্দময় অবস্থা বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের চরম বা অন্তিম উদ্দেশ্য হল এই চরম শুভ। শুধুমাত্র আনন্দময় অবস্থাই হল মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, এছাড়া আর সকল শুভ হল এই আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছানোর উপায়। ব্যক্তি সুখে থাকবে না দুঃখে থাকবে তা নির্ধারণ হয়ে থাকে তার সৎ অথবা অসৎ কর্ম দ্বারা। যথোপযুক্ত ভালো কর্মের

দ্বারা লব্ধ যে সুখ, সেটা শুভ; আর অযোগ্য বা মূল্যহীন কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত সুখ হয় অশুভ। শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সদগুণ চর্চার মাধ্যমে অত্যন্ত সুচারুভাবে কর্মসম্পাদন করেন।

তিনি সদগুণের দুটি বিভাগ করেছেন - বৌদ্ধিক সদগুণ এবং নৈতিক সদগুণ। দার্শনিক জ্ঞান, বিচারবোধ, এবং বাস্তব জ্ঞান ইত্যাদি বৌদ্ধিক সদগুণ। অন্যদিকে উদারতা (liberality) এবং মিতাচার (temperance) ইত্যাদি নৈতিক সৎগুণ। বৌদ্ধিক সদগুণের উৎপত্তি এবং বিকাশের জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন হয়, যা সময় এবং অধ্যাবসায় সাপেক্ষ। অন্যদিকে নৈতিক সদগুণ চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। কোনো নৈতিক সদগুণ জন্মসূত্রেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকে না, তাকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

সদগুণকে তিনি চারিত্রিক অবস্থারূপে উল্লেখ করেছেন যেটি আমাদের জীবনের সকল সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই সদগুণকে একটি সম বা গড় বা অনুপাত (mean)-এর অর্থে বুঝতে হবে। এই সম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন, যা প্রত্যেকের যুক্তি বা প্রজ্ঞার (Reason) মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি তাঁর বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা নিজের এই সম অবস্থানটি নির্ধারণ করে সেইমতো লক্ষ্য/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সদগুণ এক অর্থে কোনো কিছুর মাত্রাধিক্য নয় আবার মাত্রাস্বল্প-ও নয়। ব্যক্তি সাপেক্ষ হওয়ার কারণে এটি সকলের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নয়। সঠিক সময়ে, সঠিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে, সঠিক পথে এই পরিমিত মানটি বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করাই আসলে নৈতিক সদগুণ-এর বৈশিষ্ট্য। কোনো ক্রীড়াবিদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটি স্বল্পমাত্রার হতে পারে। কর্মদক্ষ ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে তার পরিমিত মান নির্ণয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল বিষয়ের প্রেক্ষিতে নয় বরং ব্যক্তির প্রেক্ষিতে পরিমিত সম-কে বোঝাতে

চেয়েছেন। আর সুখী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই 'সম' বা 'অনুপাত'কে বোঝা জরুরী। সেই কারণে বাস্তবিক জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যাপিত জীবনকেই অ্যারিস্টটল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সুখদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।

অ্যারিস্টটল তিন প্রকার অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন— অসৎ অভ্যাস (vice), অসংযম (incontinence), পশুত্ব বা পাশবিকতা (brutishness), কারণ এগুলি সদগুণ এবং সংযমের বিপরীত। এই অবস্থাগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির সুখী জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাঁর মতে কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে অসাধুতা যুক্ত আছে যেমন- হিংসা-বিদ্বেষ, নির্লজ্জতা, চুরি, হত্যা, ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ।

তাঁর কথায়, যিনি সৎগুণী ব্যক্তি এবং প্রজ্ঞাবান তিনি যে বিষয়কে সুখদায়ক বলে মনে করবেন সেটাই আসলে শুভ। যথাযথ ও সর্বোচ্চ সুখী ব্যক্তির নানা কার্যকলাপ থাকতে পারে এবং প্রতিটির থেকে তিনি যে সুখ প্রাপ্ত হন তা যথাযথ। চিন্তাশীল বা মননশীল জীবন হল সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা (*Eudaimonia*), এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। একমাত্র আনন্দময় অবস্থাই হল ব্যক্তির চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আর অন্য সব বিষয় হল উপায়। সুখী বা আনন্দময় অবস্থা নির্ভর করে চিন্তা বা মনন-এর উপর। মননের সময়কাল বৃদ্ধি পেলে আনন্দময় অবস্থাও বৃদ্ধি পাবে। আর যিনি যত বেশি মননে সক্ষম তিনি প্রকৃতপক্ষে তত বেশি সুখী। তবে মানুষের প্রকৃতি চিন্তন বা মননের জন্য স্বতঃ অনুকূল নয় বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। চিন্তন/মনন করার জন্য আমাদের শরীর অবশ্যই সুস্থ হওয়া প্রয়োজন, যথাযথ খাদ্য গ্রহণ ও শরীর চর্চাও বিশেষ প্রয়োজন। অ্যারিস্টটলের মতে পরিমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি সৎগুণসম্পন্ন হয়ে

উঠতে পারেন এবং সৎ ক্রিয়াকর্ম করে যেতে পারেন। যে ব্যক্তি সদগুণ অনুসারী কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন তিনি প্রকৃত সুখী হন।

সবশেষে আলোচিত দার্শনিক এপিকিউরাস- যার মতে সদগুণাবলী (virtue) এবং সুখ গভীর ভাবে সম্পর্কিত। উভয়ের অবিচ্ছেদ্যতার মাধ্যমেই শুভ জীবন লাভ সম্ভব। দূরদর্শী হওয়া ও সম্মানের সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত জীবনযাপন করাকে তিনি সুখী জীবন লাভের অন্যতম উপায় বলে তিনি মনে করেন। এপিকিউরাস দূরদর্শিতাকে (prudence) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যান্য সকল নৈতিক সদগুণের উৎস রূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন কোনো ব্যক্তির পক্ষে জীবনে অশান্তি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে হলে তাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতা সুখী জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। স্থান-কাল নির্বিশেষে নানা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হলে দূরদর্শিতার প্রয়োজন। ব্যক্তির কর্মের সম্ভাব্য পরিণতিগুলিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরীক্ষা করার ক্ষমতা এবং সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দূরদর্শিতার মাধ্যমেই আয়ত্ত হয়। দূরদর্শিতা কেবলমাত্র ব্যক্তির সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে শুধু তা-ই নয়, সেই সঙ্গে এটি আমাদের নৈতিক, সুসংবদ্ধ এবং স্থিতিশীল জীবন গড়তেও সহায়তা করে থাকে।

এপিকিউরাস তাঁর দর্শনে ‘ভয় থেকে মুক্তি’ লাভের প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। মৃত্যু ভয় বা ঈশ্বরে ভয় কোনওটিই আমাদের কাম্য নয় তা প্রমাণের জন্য নানা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সাধারণত ‘ভয়’কে আমরা সুখী জীবনের পরিপন্থী রূপে গণ্য করে থাকি। অনুরূপভাবে ‘সাহস’কে সদগুণ রূপে গ্রহণ করি। জীবনে সাহসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেবল শারীরিক শক্তি রূপে নয়, বরং মানসিক দৃঢ়তার প্রতীক রূপে সাহস

আমাদের এক বিশেষ গুণ- যা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে সাহস থাকা প্রয়োজন। সাহস ছাড়া জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। আমাদের জগত ও বস্তু বিষয়ে অনেক ধারণা, তথ্য, জ্ঞান, পরিকল্পনা থাকতে পারে, কিন্তু সাহস না থাকলে সেগুলি মূল্যহীন হয়ে যায়। সাহসই আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় এবং সন্দেহ তথা ভয়কে অতিক্রম করে আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সাহসী মানুষ তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জীবনে সাফল্য অর্জন করে। সাহস মানুষকে ন্যায় জন্য নিজের অবস্থানে অনড় থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দেয়, বিপদের সময় ধৈর্যশীল এবং স্থির মানসিকতা বজায় রাখার ক্ষমতা দেয়। সাহস ব্যতীত ভয় থেকে মুক্তি সম্ভব নয়, আর ভয় থেকে মুক্তি সম্ভব না হলে সুখী জীবন লাভও সম্ভব নয়।

এপিকিউরাসের দর্শনকে অনেকে একপ্রকার নিরাময়মুখী দর্শন বলেন, কারণ এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা এবং নানা অশান্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা। তিনি শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সুস্থতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ব্যক্তি যদি নিজেই মানসিকভাবে সুস্থ না থাকে তবে তার পক্ষে অন্যকে বোঝা বা অন্যের কথা ভাবা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তির যেমন নিজের জন্য ভালো থাকা প্রয়োজন তেমনই অপরকে বোঝা বা অপরের কথা ভাবা, অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা- এই সমস্ত কিছুর জন্য ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এপিকিউরাস দৈহিক স্বাস্থ্যের তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বেশি মনযোগী হতে বলেছেন, কারণ তিনি মনে করেছেন— যখন আমাদের মন উদ্বেগ ও বেদনা মুক্ত থাকে তখন আমাদের অনেক দৈহিক যন্ত্রণাও সহনসাধ্য হয়ে থাকে। আমরা আমাদের মানসিক সুখানুভূতির দ্বারা

দৈহিক ব্যথা-বেদনাকে সামাল দিতে পারি। এক্ষেত্রে আনন্দের সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার বিশেষ যোগ আছে বলা যায়। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের শারীরিক অবস্থা ভালো নেই অথচ আমরা আনন্দে আছি। সুতরাং, এপিকিউরাসের দর্শনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে দর্শন চর্চা জরুরী নয়, দৈহিক ও মানসিক শান্তি রক্ষার্থেও এই চর্চা প্রয়োজন। দর্শন আমাদের ঈশ্বর-এর ভয় এবং মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং আমাদের সুখী জীবনলাভের পথ সহজ করে বলে তিনি মনে করেন।

আপাত দৃষ্টিতে একথা খুব সহজেই আমরা মেনে নিতে পারি যে প্রত্যেক ব্যক্তি সুখী হতে চায় কিন্তু সুখের প্রকৃত স্বরূপ কি তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হই। দার্শনিক পরিসরে প্রকৃত সুখ কি এ বিষয়ে বহু মত আছে এবং তার মধ্যে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে যথার্থ বলে বিবেচনা করার কোনো যুক্তি থাকলেও তার যথার্থতার বিরুদ্ধে কোনো না কোনো দার্শনিক প্রেক্ষাপট থেকে বিরুদ্ধ যুক্তি গঠন হতে পারে। এই গবেষণা সন্দর্ভে মানুষের সুখ বিষয়ে আগ্রহকে কেন্দ্র করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে মানব সুখের সঙ্গে সদগুণ সম্পর্কিত। আবার এটাও দেখার চেষ্টা হয়েছে শুভ জীবন লাভের ক্ষেত্রে সদগুণ কিভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক মতে সদগুণ মানব শ্রেষ্ঠত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুভ জীবন বলতে বুঝি শুভ যাপন এবং শুভ কর্ম। এই যাপন এবং কর্ম মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মনে করা যেতে পারে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থানে থেকে (সামাজিক), অল্প মেধা, সামর্থ্য (অর্থনৈতিক বাধা) এবং ক্ষমতার (দৈহিক) অধিকারী হয়েও ব্যক্তি সুখের সন্ধান পেতে পারে এবং সেই সকল কাজ

জীবনে করে যেতে পারে যা সুখের সহযোগী। যদি কোনো ব্যক্তি সর্বদা গ্লানি এবং অগৌরবের কাজ করেন তাহলে তাতে সেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় না। মানুষের জীবনে সকল কাজ আদর্শের ভিত্তিতে এবং শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে করবার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হল তার শ্রেষ্ঠত্ব। জীবনের বহু কাজ আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তার মধ্যে সদগুণ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভয়ের প্রতি যথাযথ মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য সামর্থ্য প্রদান করে সাহস। এক্ষেত্রে আদর্শ রূপে শুধু সেই ভয়কেই ধরে রাখা উচিত যা মানুষকে শুভ এবং সম্মানজনক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে, অপরদিকে যে ভয় মানুষকে অগৌরবের দিকে নিয়ে যায় বা তাকে দুর্বল করে তা বর্জনীয়। সাধারণভাবে ব্যক্তি যখন শুভ তথা গৌরবময় লক্ষ্য গ্রহণ করেন তখন তার কাজ কেবলমাত্র নিজের কল্যাণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা অপরের কল্যাণেরও সহায়ক হয়। এই অর্থে মানুষের সদগুণ তার চরিত্রের এক অমূল্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তি এবং অপরাপর মানুষ তথা প্রাণীকুল সকলের জন্যই সদগুণ দ্বারা পরিচালিত কাজ সুখজনক বা শুভ হতে পারে। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দাবি করতে পারি যে- সদগুণগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে পরহিতকর হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত যে চারজন গ্রীক দার্শনিকের মত আলোচিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে- শুভ জীবন লাভের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে হয় এবং যেটা আজকের যুগে নৈতিকতার পরিধিতে বিশেষ স্থান পেতে পারে তা হল — আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম, স্বাধীনতা, ভয় থেকে মুক্তি/সাহস, ন্যায়, সম (mean), বন্ধুত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক আবেগ।

শুভ জীবনের ক্ষেত্রে কেবল বুদ্ধিমত্তাই যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে আবেগ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মূল ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং আবেগ। আবেগই মানুষকে মানবিক করে তোলে। পারস্পারিক সহৃদয়তা, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা দিয়েই সম্পর্ক মজবুত হয়। আবেগ আমাদের চিন্তা এবং কর্মকে প্রভাবিত করে এবং অনেকাংশে আত্ম-চেতনার বিকাশ ঘটায়। মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সঠিক আবেগের সনাক্তকরণ এবং অভিব্যক্তি অত্যন্ত জরুরি। এটি মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলার মাধ্যমেই ব্যক্তির সুখী এবং শুভ জীবন লাভ সম্ভব বলে মনে হয়। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবোধকে কাজে লাগিয়ে আত্মসমীক্ষা করলে অনেক ক্ষেত্রে অপরের প্রেক্ষিত থেকে তার চিন্তা বা কর্মের বিচার তথা মূল্যায়ন ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা ভাবের বিনিময় এবং খোলা মনে সমালোচনাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে।

আধুনিক নৈতিকতা হয় ফলাফল মুখী অথবা কর্তব্য কেন্দ্রিক। ফলাফল মুখী নৈতিকতায় কাজের নৈতিক ভালো-মন্দ নির্ধারণ হয়ে থাকে ফলাফলের নিরিখে। যেমন উপযোগবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী যে কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ বা কল্যাণকর হয় সেই কাজই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে কর্তব্য কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কাজের ভালোমন্দ বিচার হয় কাজটির উদ্দেশ্য/অভিসন্ধি দেখে, ফলাফল দেখে নয়। অর্থাৎ এই ধরনের নৈতিকতায় ব্যক্তির কর্মের অভিপ্রায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন কান্ট এর নীতিতত্ত্বে বলা হয়েছে কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য করা হলে তা নৈতিক শুভ। এই গবেষণায় যে চারজন গ্রীক

দার্শনিকের বক্তব্য বিশ্লেষণপূর্বক আলোচিত হয়েছে সেই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই বিষয়ী কেন্দ্রিক বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক নৈতিকতার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁরা ব্যক্তির স্বভাব বা চরিত্রের উন্নতিকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিভাবে ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী বা শুভ জীবন লাভ সম্ভব হবে- তাই ছিল এই নীতিবীদগণের মূল আলোচ্য বিষয়। সাইরেনাইক বলেন বর্তমান সুখ লাভ ব্যক্তির মূল লক্ষ্য; এক্ষেত্রে সুখের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন, না হলে ব্যক্তি সুখ বা প্রবৃত্তির দাসে পর্যবসিত হবে। প্লেটোর মতে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিকের সদগুণসম্পন্ন জীবন যাপনের অর্থ হল প্রত্যেকের নিজ নিজ সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা এবং অপর সকলের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ থাকা। অ্যারিস্টটলের মতে ব্যক্তির চরম বা পরম লক্ষ্য হল ‘*eudaimonia*’। এটি একটি সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা যা লাভ করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সচেষ্টিত হতে হবে। ব্যক্তি যথাযথ জ্ঞান ও অনুশীলনের মাধ্যমে সদগুণ আয়ত্ত করতে পারলে এবং তার ‘সম’কে নির্ণয় করতে পারলে সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। এপিকিউরাসের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হল ভয় থেকে এবং ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে এক প্রকার প্রশান্তির অবস্থা লাভ করা - এর জন্য ব্যক্তির যেমন ইতিবাচক চিন্তা, পরিমিত জীবন-যাপন করা প্রয়োজন তেমনই সদগুণ চর্চারও প্রয়োজন। বিষয়ী বা ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক নৈতিকতায় আলোচিত নয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে আলোচিত দার্শনিক মতগুলির ক্ষেত্রে অন্যতম সীমাবদ্ধতা হল এগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পায়। অনেকে আপত্তি করে

বলতে পারেন এই সকল দার্শনিকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্মফলের তুলনায় ব্যক্তিগত চরিত্র বা গুণাবলীর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যার ফলে নৈতিক সিদ্ধান্তের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিণাম যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি। এখানে বলা যেতে পারে ব্যক্তির সঠিক নৈতিকতা অনুশীলন ও যথার্থ নৈতিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজ ও মানবজাতির কল্যাণ-এর পথ প্রশস্ত হতে পারে। একথা প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাঁদের বক্তব্যে সরাসরি প্রকাশ করেছেন। অ্যারিস্টিপাস এবং এপিকিউরাস এই মত প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যক্ত না করে থাকলেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বিরোধী নয়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আলোচিত মতগুলির মধ্যে এপিকিউরাস-এর নীতি ভাবনায় সুখ ও শুভ জীবনের সঙ্গে সদগুণের গভীর সম্বন্ধ স্বীকার করে এমন একটি আদর্শ যাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের জীবন দর্শন হয়ে উঠতে পারে। তাঁর দর্শনে জীবনকে সুখী ও চিন্তামুক্ত করার উপায়রূপে যে চারটি মূল মন্ত্রের (*tetrapharmakos*) উল্লেখ করা হয়েছে, তা আজকের যুগেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, তিনি বলেন ঈশ্বরে ভয় না পেতে – কারণ আমরা অনেক সময় কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা ধারণা করে থাকি এবং অকারণে ঈশ্বরে ভয় পেয়ে থাকি। এই ভয় আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত এবং কর্মকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে আমরা নানা অযৌক্তিক ও অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হই। এপিকিউরাস-এর মতে, এই ভয় থেকে মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিচারমূলক চিন্তন এবং মননের অভ্যাস গড়ে তোলা - যার মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সেগুলি সম্পর্কে বিচারমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পারি। আর এখানেই আসে দর্শন চর্চার প্রাসঙ্গিকতা, কারণ দর্শন

আমাদের মনন বা বিচারমূলক চিন্তন করতে শেখায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই যদি দর্শন এর সহজ পাঠ শেখানো যায়, তবে ব্যক্তির মনোভাব ও জীবন যাত্রায় তা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন মৃত্যু নিয়ে অযথা চিন্তা না করা - কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু সম্বন্ধে ভেবে চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়ি, ফলে আমাদের কর্ম প্রেরণা হ্রাস পায় এবং আমরা হতাশা গ্রস্থ হই। মৃত্যু যে অনিবার্য তা আমরা সকলেই জানি। তাই এপিকিউরাস তাঁর দর্শনে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, মৃত্যু সম্বন্ধে অযথা না ভেবে জীবনের প্রতি মনোযোগী হতে। জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণে মৃত্যু নেই, আর যখন মৃত্যু আসে তখন আর আমরা জীবিত নই।

তৃতীয়ত, তাঁর মতে, শুভ বিষয় আয়ত্ত করা সহজ। জীবনে কোনটি শুভ বা কোনটি অশুভ তা জানার জন্য যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনই কোনটি প্রকৃত শুভ আর কোনটি আপাত শুভ তা বোঝার ক্ষমতাও ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। এপিকিউরাস এক্ষেত্রে শুভ বিষয় বলতে আমাদের মৌলিক বা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির কথা বলেছেন, যা লাভ করা সহজ বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন সহজ সাধারণ জীবন যাপনের মাধ্যমেই ব্যক্তির সুখী হওয়া সম্ভব। সে কারণে তিনি আমাদের প্রত্যাশাগুলিকে লঘিষ্ঠতম এবং পরিমিত রাখার কথা বলেছেন। আমরা জীবনে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করে থাকি কিন্তু যখন প্রত্যাশা পূরণ না হয় আমরা দুঃখী হয়ে পড়ি। তাই প্রত্যাশাগুলি যতটা লঘু করা সম্ভব হবে আমাদের দুঃখী হওয়ার সম্ভাবনাও ততটাই কম হবে বলা যায়।

চতুর্থত, তিনি বলেছেন - ভয়ানক বা ভীতিজনক বিষয়গুলি সহ্য করা সহজ। এখানে ভয়ানক বা ভীতিজনক বিষয় বলতে এপিকিউরাস ব্যথা-বেদনাকে বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা জীবনে নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে থাকি কিন্তু তা কখনোই চিরস্থায়ী নয়। এগুলি যেমন অস্থায়ী তেমনই সহনশীল। অর্থাৎ তিনি দুঃখ বা যন্ত্রণাকে ভয় না পেয়ে সে বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করার উপদেশ দিয়েছেন। জগতে দুঃখ যন্ত্রণা থাকলেও তা সহ্য করার ক্ষমতাও যে আমাদের আছে তা তিনি ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

এপিকিউরাস-এর মত অনুসরণ করে বলা যায়, প্রশান্তি ও আনন্দ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তার পুনর্গঠন, ভয়ের মোকাবিলা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা আবশ্যিক। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় বিক্ষুব্ধ/অশান্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রস্তুত হতে হবে। দুঃখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা না গেলেও তাকে সহনীয় করে তোলা সম্ভব বলে উনি দাবি করেন। শারীরিক বেদনার মধ্যেও সুখ অনুভব করার প্রচেষ্টা করা সম্ভব, এই আশ্বাস তিনি দিয়েছেন।

জীবনের অনিশ্চয়তা, দুঃখ এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতা মানুষের যাপনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে যুক্ত। তা সত্ত্বেও ইতিবাচক জীবন যাপন, শান্তির ভাব এবং আনন্দ আমাদের চালিকাশক্তি রূপে সুফল দিতে পারে। এপিকিউরিয়ান দর্শন আমাদের শেখায় যে আনন্দ জীবনের লক্ষ্য হলেও কখনো কখনো সুখ আমাদের দুঃখের দিকে চালিত করে আবার কখনো কখনো সুখ প্রাপ্তির জন্য দুঃখকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে থাকে। সামাজিক জীবনের পথে এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাসগুলি আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে

জীবন দুঃসহ হয় না। যাপনের পরিমণ্ডলে বিশৃঙ্খলা দূর করে প্রত্যাশাগুলি থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হয়ে বাঁচার প্রস্তাব ও পথ আমরা এপিকিউরাসের দর্শন ভাবনা থেকে পাই- যা বর্তমান কালেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি

- Annas, Julia. *An Introduction to Plato's Republic*. Oxford University Press, 1981.
- Annas, Julia. "Ancient Eudaimonism and Modern Morality." *The Cambridge Companion to Ancient Ethics*, edited by C. Bobonich, Cambridge University Press, 2017, pp. 265-80.
- Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross, Oxford University Press, 2009.
- Bailey, Cyril. *The Greek Atomists and Epicurus*. Oxford University Press, 1928.
- Baldry, H. C. *The Unity of Mankind in Greek Thought*. Cambridge University Press, 1965.
- Barclay, William. "Hellenistic Thought in New Testament Times." *Expository Times*, Sage Publishing, 1960, p. 29. <https://doi.org/10.1177/001452466007200106>.
- Bartlett, Robert C. "Plato's Critique of Hedonism in the Philebus." *American Political Science Review*, Vol. 102, No. 1, 2008, p. 147. *Crossref*, doi:10.1017/s0003055408080052.
- Benson, Hugh. "Socrates and the Beginnings of Moral Philosophy." *From the Beginning to Plato*, edited by C. C. W. Taylor, vol. 1, *Routledge History of Philosophy*, Routledge, 1997, pp. 323-55.
- Bergsma, Ad, et al. "Happiness in the Garden of Epicurus." *Journal of Happiness Studies*, Vol. 9, No. 3, 2007, pp. 397-423. <https://doi.org/10.1007/s10902-006-9036-z>.
- Bett, R. "The Cyrenaics and Skepticism." *Skepticism: From Antiquity to the Present*, edited by D. E. Machuca and B. Reed, London, Routledge, 2018, pp. 14-23.
- Blondell, Ruby. *The Play of Character in Plato's Dialogues*. Cambridge University Press, 2002.
- Broadie, Sarah. "Rational Theology." *The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy*, edited by A. A. Long, Cambridge University Press, 1999, pp. 205-24.
- Burnyeat, M. F. "Protagoras and Self-Refutation in Later Greek Philosophy." *The Philosophical Review*, Vol. 85, No. 1, 1976, pp. 172-95.

- Cicero, Marcus Tullius. *Cicero: On Moral Ends*. Edited by Julia Annas, Cambridge University Press, 2001.
- Cleary, John J, and Gary M. “Managing Mental Pain: Epicurus vs. Aristippus on the Pre-rehearsal of Future Ills.” *Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy*, Vol. 17, Brill, 2002, pp. 155-77.
- Cooper, J. M. “Socrates and Plato in Plato’s *Gorgias*.” *Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory*, Princeton University Press, 1999, pp. 29-75.
- Cooper, Neil. “Pleasure and Goodness in Plato’s *Philebus*.” *The Philosophical Quarterly*, Vol. 18, No. 70, 1968, pp. 12- 15. <https://doi.org/10.2307/2218024>.
- Danzig, G. “Pride and Joy: The Ends of Virtue in Plato, Aristotle and Especially Xenophon.” *Plato and Xenophon: Comparative Studies*, edited by G. Danzig, D. Johnson, and D. Morrison, Brill, 2018, pp. 340-64.
- Davidson, Donald. *Plato’s Philebus (RLE: Plato)*. Routledge, 2012.
- Decleva Caizzi, F. “Protagoras and Antiphon: Sophistic Debates on Justice.” *The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy*, edited by A. A. Long, Cambridge University Press, 1999, pp. 311-31.
- Devereux, D. T. “The Unity of the Virtues in Plato’s *Protagoras* and *Laches*.” *Philosophical Review*, Vol. 101, 1992, pp. 325-40.
- Dimitriadis, Haris. *Epicurus and The Pleasant Life: A Philosophy of Nature*. 1st ed., Haris Dimitriadis, 2017.
- Dorandi, T. “Epicureanism and Socraticism: The Evidence on the Minor Socratics from the Herculaneum Papyri.” *From the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics, and Epistemology*, edited by U. Zilioli, Routledge, 2015, pp. 168-91.
- Dover, K. J. *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle*. Oxford University Press, 1974.
- Dudley, D. R. *A History of Cynicism from Diogenes to the Sixth Century A.D.* L Mayo Press, 2008.

- Edel, A. *Aristotle and his Philosophy*. University of North Carolina Press, 1982.
- Epicurus. *The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments*. Translated with an introduction by Eugene O'Connor, Great Books in Philosophy, 1993.
- Epicurus. *The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia*. Translated and edited by Brad Inwood and Lloyd P. Gerson, Hackett Publishing Company, 1994.
- Floridi, E. *Sextus Empiricus: The Transmission and Recovery of Pyrrhonism*. Oxford University Press, 2002.
- Forte, Joseph. "Explaining Hope in Plato's Philebus." *International Philosophical Quarterly*, Vol. 56, No. 3, 2016, pp. 283-95. *Crossref*, doi:10.5840/ipq201662868.
- Gemelli Marciano, M. L. "The Pythagorean Way of Life and Pythagorean Ethics." *A History of Pythagoreanism*, edited by C. A. Huffman, Cambridge University Press, 2014, pp. 331-48.
- Gosling, J. C. B., & C. C. W. Taylor. *The Greeks on Pleasure*. Oxford University Press, 1982.
- Goodell, T. D. "Plato's Hedonism." *The American Journal of Philology*, Vol. 42, No. 1, 1921, pp. 25-39. <https://doi.org/10.2307/289396>.
- Graham, D. W. *The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics*. Cambridge University Press, 2010.
- Hampton, Cynthia. *Pleasure, Knowledge, and Being: An Analysis of Plato's Philebus (SUNY Series in Ancient Greek Philosophy)*. State University of New York Press, 1990, pp 57-61.
- Hobden, Fiona. *The Symposium in Ancient Greek Society and Thought*. Cambridge University Press, 2013.
- Irwin, Terence. *Plato's Moral Theory: The Early and Middle Dialogues*. Oxford University Press, 1979.
- Irwin, T. H. "Aristippus Against Happiness." *The Monist*, Vol. 74, No. 1, 1991, pp. 55-82. <https://doi.org/10.5840/monist19917412>.

—. *Plato's Ethics*. Oxford University Press, 1995.

Johnson, David M. "Aristippus at the Crossroads: The Politics of Pleasure in Xenophon's *Memorabilia*." *Polis*, Vol. 26, 2009.

Kerferd, G. B. "Protagoras' Doctrine of Justice and Virtue in the *Protagoras* of Plato." *Journal of Hellenic Studies*, Vol. 73, 1953, pp. 42-5.

Kesebir, Pelin, and Ed Diener. "In Pursuit of Happiness: Empirical Answers to Philosophical Questions." *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 3, No. 2, 2008, pp. 117–25. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00069.x>.

Keyt, David. "Aristotle's Theory of Distributive Justice." *A Companion to Aristotle's Politics*, edited by David Keyt & Fred Miller, Cambridge University Press, 1991, pp. 238-78.

Konstan, David. "Friendship from Epicurus to Philodemus." *L'Epicureismo Greco e Romano*, edited by M. Giannantoni and M. Gigante, Bibliopolis, 1994, pp. 387-96.

Konstan, David. "Epicurean Happiness: A Pig's Life?" *Journal of Ancient Philosophy*, Vol. 6, No. 1, 2012, pp. 1–24, <https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v6i1p1-22>.

Laertius Diogenes: *Lives of Eminent Philosophers*. Vol. 1, Translated by R. D. Hicks, Harvard University Press, 1925.

Laertius Diogenes: *Lives of Eminent Philosophers*. Vol. 2, Translated by R. D. Hicks, Harvard University Press, 1925.

Laertius, Diogenes. *Lives of the Eminent Philosophers: Compact Edition*. Edited by James Miller, Oxford University Press, 2020.

Lampe, Kurt. *The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as a Way of Life*. Princeton University Press, 2015.

Lampert, Laurence. *How Philosophy Became Socratic: A Study of Plato's Protagoras, Charmides, and Republic*. University of Chicago Press, 2010.

Long, A. A. *From Epicurus to Epictetus*. Oxford University Press, 2006.

- Manuwald, Bernd. "Protagoras' Myth in Plato's *Protagoras*: Fiction or Testimony?" *Protagoras of Abdera: The Man, His Measure*, edited by J. M. Van Ophuijsen, M. van Raalte, and P. Stork, Brill, 2013, pp. 163-78.
- Mitsis, Phillip. *Epicurus' Ethical Theory: The Pleasures of Invulnerability*. Cornell University Press, 1988.
- Morrison, Donald R. "Happiness, Rationality, and Egoism in Plato's Socrates." *Rationality and Happiness: From the Ancients to the Early Medievals*, edited by Jiyuan Yu & Jorge J. E. Gracia, University of Rochester Press, 2003, pp. 17-34.
- Nikolsky, Boris. "Epicurus On Pleasure." *Phronesis*, Vol. 46, No. 4, 2001, pp. 440–65. *Crossref*, doi:10.1163/156852801753736490.
- O'Keefe, Tim. "The Cyrenaics on Pleasure, Happiness, and Future-Concern." *Ancient Philosophy*, Vol. 47, No. 4, 2002, pp. 395–416.
- Plato. *The Republic of Plato*. Translated by B. Jowett, 3rd ed., revised and corrected, Oxford Clarendon Press, 1888.
- Plato. *Protagoras*. Translated with notes by C. C. W. Taylor, Clarendon Press, 2002.
- Plato. *Plato's Examination of Pleasure: A Translation of the Philebus, with Introduction and Commentary*. Translated by R. Hackforth, Cambridge University Press, 1945.
- Polansky, Ronald. *Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics*. Cambridge University Press, 2014.
- Russell, Daniel. *Plato on Pleasure and the Good Life*. Oxford University Press, 2005.
- Sedley, David N. "Epicurean versus Cyrenaic Happiness." *On the Psyche: Studies in Literature, Health, and Psychology*, edited by R. Seaford, J. Wilkins, and M. Wright, Oxford University Press, 2015.
- Sommerville, Brooks. "Pleasure and the Divided Soul in Plato's Republic Book 9." *The Classical Quarterly*, Vol. 69, No. 1, 2019, pp. 1–20. *Crossref*, doi:10.1017/s0009838819000582.

- Striker, G. "Epicurean Hedonism." *Passions and Perceptions: Studies in Hellenistic Philosophy of Mind*, edited by J. Brunschwig & M. Nussbaum, Cambridge University Press, 1993, pp. 3–17.
- Taylor, C. C. W. "Pleasure, Knowledge and Sensation in Democritus." *Phronesis*, Vol. 12, No. 1, 1967, pp. 6–27.
- Tsouana, Voula. "Epicureanism and Hedonism." *Cambridge University Press eBooks*, 2017, pp. 57-74. <https://doi.org/10.1017/9781139519267.006>.
- Tsouana, V. *The Epistemology of the Cyrenaic School*. Cambridge University Press, 1998.
- Tsouana, V. "Cyrenaics and Epicureans on Pleasure and the Good Life: The Original Debate and Its Later Revivals." *Strategies of Polemics in Greek and Roman Philosophy*, edited by S. Weisser & N. Thaler, Brill, 2016, pp. 113–149.
- Tsouana-McKirahan, V. "The Socratic Origins of the Cynics and Cyrenaics." *The Socratic Movement*, edited by P. A. Vander Waerdt, Cornell University Press, 1994, pp. 367–391.
- Vlastos, G. "The Unity of the Virtues in the Protagoras." *Platonic Studies*, 2nd ed., Princeton University Press, 1981, pp. 221–269.
- Warren, James. "Epicurus and the Pleasures of the Future." *Oxford studies in ancient philosophy*, 2001, pp. 135–79. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199248780.003.0005>.
- Warren, J. *The Pleasures of Reason in Plato, Aristotle, and the Hellenistic Hedonists*. Cambridge University Press, 2014.
- Wolfsdorf, D. *Pleasure in Ancient Greek Philosophy*. Cambridge University Press, 2013.
- Wolfsdorf, D. "Morality and Aristotelian Character Excellence." *Questions of Character*, edited by I. Fileva, Oxford University Press, 2016, pp. 19–32.
- Xenophon. *Memorabilia*. Translated and annotated by Amy L. Bonnette, Cornell University Press, 1994.
- Zilioli, Ugo. *The Cyrenaics*. Routledge, 2014.